তৃতীয় মণ্ডল

প্রথম অষ্টক

অনুবাক-১

(সূক্ত-১)

অগ্নি দেবতা। গাথিনো বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-২৩।

সোমস্য মা তবসং বক্ষ্যগ্নে বহ্নিং চকর্থ বিদথে যজধ্যৈ ।
দেবাঁ অচ্ছা দীদ্যদ্ যুঞ্জে অদ্রিং শমায়ে অগ্নে তন্বং জুষস্ব ॥১॥

[অগ্নি উবাচ]—'সোম দ্বারা বলবান আমাকে তোমরা বাহক করেছ— (বলেছ) হে অগ্নি (হব্য) বহন কর'—'যজ্ঞকালে যজনা সম্পাদন করার জন্য।' [কবি উবাচ] যখন দেবগণের অভিমুখে তুমি দীপ্যমান হয়ে থাক, আমি গ্রাব সকলকে (সবন কার্যে) উদ্যত করি, শ্রম করি— হে অগ্নি নিজ শরীরের (সমৃদ্ধিতে) উৎফুল্ল হও।। ১।।

প্রাঞ্চং যজ্ঞং চকৃম বর্ধতাং গীঃ সমিদ্ভিরগ্নিং নমসা দুবস্যন্ ।
দিবঃ শশাসুর্বিদথা কবীনাং গৃৎসায় চিৎ তবসে গাতুমীষুঃ ॥২॥

[ঋত্বিকগণ] 'যজ্ঞকে আমরা পূর্বমুখে (আবর্তিত) করেছি (যজ্ঞারম্ভের উদ্দেশে,) (আমাদের) স্তোত্র সমৃদ্ধতর হোক,' (অতঃপর) তারা সমিধযোগে এবং সশ্রদ্ধভাবে অগ্নিকে পরিচর্যা করেন। স্বর্গ হতে তাঁরা (দেবগণ?) কবিদের/ঋষিদের যজ্ঞকর্ম নির্দেশিত করেছেন। তাঁরা ধীমান ও বলবান (অগ্নির) জন্য অগ্রগতির সন্ধান করেছেন।।২।।

টীকা—পূর্বমুখে—দেবগণের অভিমুখে।

ময়ো দধে মেধিরঃ পূতদক্ষো দিবঃ সুবন্ধুর্জনুষা পৃথিব্যাঃ ।
অবিন্দন্নু দর্শতমপ্স্বন্তর্দেবাসো অগ্নিমপসি স্বসৃণাম্ ॥৩॥

সেই জ্ঞানী যিনি সুনিপুণ দক্ষতার অধিকারী, যিনি মঙ্গল সাধন করেছিলেন— জন্মের কারণে স্বর্গ ও পৃথিবীর নিকটাত্মীয় স্বরূপ দেবতারা জলরাশির মধ্যে, ভগ্নীগণের[১] কর্মের মধ্যে সেই সুদর্শন অগ্নির সন্ধান লাভ করেছিলেন ।।৩।।

১. ভগ্নীগণ— ঋত্বিকগণের অঙ্গুলি সকল/নদী সমূহ।

অবর্ধয়ন্‌ৎসুভগং সপ্ত যহ্বীঃ শ্বেতং জজ্ঞানমরুষং মহিত্বা ।
শিশুং ন জাতমভ্যারুরশ্বা দেবাসো অগ্নিং জনিমন্ বপুষ্যন্ ॥৪॥

(সেই) যিনি শুভ্রবর্ণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন, মাহাত্ম্য/বিস্তার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রক্তিমবর্ণ (ধারণ করেন) সপ্ত সংখ্যক তরুণী তাঁর শোভনভাগ্যকে সমৃদ্ধতর করেছিলেন। সদ্যঃ জাত শিশুর প্রতি যেমন, সেইভাবে ঘোটকীগুলি (নবজাত) তাঁর প্রতি আগমন করে। দেবগণ অগ্নির জন্মকালে চমৎকৃত হয়েছিলেন ।।৪।।

শুক্রেভিরঙ্গৈ রজ আততন্বান্ ক্রতুং পুনানঃ কবিভিঃ পবিত্রৈঃ ।
শোচির্বসানঃ পর্যায়ুরপাং শ্রিয়ো মিমীতে বৃহতীরনূনাঃ ॥৫॥

দীপ্তিমান অঙ্গাদি দ্বারা অন্তরিক্ষলোক ব্যাপ্ত করে, প্রজ্ঞাসমন্বিত ও পরিশোধক (তেজঃপুঞ্জ) দ্বারা কর্মকে পবিত্র করে, নিজেকে জ্যোতি দ্বারা আচ্ছাদিত করে, জলরাশির প্রাণভূত তিনি তাঁর সর্বোচ্চ ও পর্যাপ্ত খ্যাতিকে বিস্তারিত করেন ।।৫।।

বব্রাজা সীমনদতীরদব্ধা দিবো যহ্বীরবসানা অনগ্নাঃ ।
সনা অত্র যুবতয়ঃ সযোনীরেকং গর্ভং দধিরে সপ্ত বাণীঃ ॥৬॥

যাঁরা ভক্ষণ করেন না, যাঁরা অপ্রতিহত, যাঁরা স্বর্গের অপত্যস্বরূপ, পরিচ্ছদ পরিহিত থাকেন না আবার নগ্নও থাকেন না, তাঁদের প্রতি তিনি (অগ্নি) সর্বত্র গমন করেন। অতঃপর তাঁরা, পূর্বতন এবং নবীন নারীগণ, যারা একই গর্ভ হতে উৎপন্ন, সপ্ত কণ্ঠস্বর স্বরূপিণী, তাঁকে একই শিশুরূপে ধারণ করলেন ।।৬।।

টীকা—অনদতী—অদব্ধাঃ (জলরাশি) যা আগুনকে নির্বাপিত করে না আবার স্বয়ং বাষ্প হয়ে যায় না।
অবসানা অনগ্না—জলরাশির দ্বারা আবৃত ।

স্তীর্ণা অস্য সংহতো বিশ্বরূপা ঘৃতস্য যোনৌ স্রবথে মধূনাম্ ।
অস্থুরত্র ধেনবঃ পিন্বমানা মহী দস্মস্য মাতরা সমীচী ॥৭॥

তাঁর বিচিত্রবর্ণ (শিখা সকল) বিস্তারিত আবার যুগপৎ সংহত, ঘৃতের উৎসস্থলে, মধুর প্রবাহের মধ্যে (অবস্থান করে); সেখানে পান করানোর জন্য উৎসুক গাভীগুলি অবস্থান করছে। সেই অদ্ভুতকর্মা (অগ্নির) দুই মহতী মাতা একত্র অবস্থান করেন ।।৭।।

টীকা— ঘৃত-জল, মধু—সোমরস, দুই মাতা—দুই অরণি কাষ্ঠ—সায়ণাচার্য।

বভ্রাণঃ সূনো সহসো ব্যদ্যৌদ্ দধানঃ শুক্রা রভসা বপূংষি ।
শ্চোতন্তি ধারা মধুনো ঘৃতস্য বৃষা যত্র বাবৃধে কাব্যেন ॥৮॥

(সকলের দ্বারা) লালিত হয়ে (তুমি) বলের পুত্র, দুর্দম এবং দীপ্যমান আকৃতিসকল ধারণ করে উদ্ভাসিত হয়ে থাক। ঘৃত এবং মধুর ধারা ক্ষরিত হয়ে থাকে যেখানে সেই কামনা বর্ষয়িতা (অগ্নি) স্তোত্রের দ্বারা সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হন ।।৮।।

পিতুশ্চিদূধর্জনুষা বিবেদ ব্যস্য ধারা অসৃজদ্ বি ধেনাঃ ।
গুহা চরন্তং সখিভিঃ শিবেভির্দিবো যহ্বীভির্ন গুহা বভূব ॥৯॥

উৎপত্তিক্ষণে তিনি পিতারও বক্ষঃদেশকে জেনেছিলেন। তিনি তাঁর স্রোতসমূহ এবং বাক্যাবলীকে সর্বদিকে প্রেরণ করেছিলেন। অনুকূল মিত্রগণের সঙ্গে, স্বর্গের তরুণীগণের সঙ্গে যিনি গোপনে বিচরণ করেন তাঁকেও অবগত থাকেন। তিনি স্বয়ং গোপনচারী থাকেন না ।।৯।।

টীকা—অনুকূল মিত্র —ঋভু/বায়ু—সায়ণ। অথবা ঋত্বিকগণ?

যহ্বীভিঃ—সায়ণ ভাষ্য—জল—Griffith—দেবপত্নীগণ

এখানে —পিতা অন্তরিক্ষলোক এবং তাঁর বক্ষঃদেশ –মেঘরাশি অথবা অন্তরিক্ষে সঞ্চিত জলভার।

অথবা—দ্যৌ

পিতুশ্চ গর্ভং জনিতুশ্চ বভ্রে পূর্বীরেকো অধয়ৎ পীপ্যানাঃ ।
বৃষ্ণে সপত্নী শুচয়ে সবন্ধূ উভে অস্মৈ মনুষ্যে নি পাহি ॥১০॥

তিনি সেই জনকের (অন্তরিক্ষের) এবং সৃষ্টিকর্তার শিশুকে লালন করেছিলেন। তিনি একাকী বহু বিস্তারশীলা রমণীকে (ওষধী সকলকে)গ্রাস করেছিলেন। সেই সমুজ্জ্বল ও বলবানের জন্য তার উভয় সপত্নীকে, উভয় আত্মজনকে রক্ষা কর যাঁরা মানুষের প্রতি অনুকূল ।।১০।।

টীকা—উজ্জ্বল ও বলবান অগ্নিকে বলা হয়েছে। এবং উভয় সপত্নী— স্বর্গ ও মর্ত অথবা দিবা রাত্রি/অথবা দুই অরণি কাষ্ঠ।

উরৌ মহাঁ অনিবাধে ববর্ধাপো অগ্নিং যশসঃ সং হি পূর্বীঃ ।
ঋতস্য যোনাবশয়দ্ দমূনা জামীনামগ্নিরপসি স্বসৃণাম্ ॥১১॥

সেই বলবান অগ্নি বিস্তৃত অসীম (স্থানে) বর্ধিত হয়েছিলেন। প্রভূত যশোসমৃদ্ধ জলরাশি অগ্নিকে সম্যক বর্ধিত করে। সত্যের উৎপত্তিস্থলে গৃহপতি অগ্নি শায়িত থাকেন বিচরণশীল ভগ্নিগণের[১] কর্মের মধ্যে ।।১১।।

১. ভগ্নিগণের—নদীগণের।

অক্রো ন বভ্রিঃ সমিথে মহীনাং দিদৃক্ষেয়ঃ সূনবে ভাঋজীকঃ ।
উদুস্রিয়া জনিতা যো জজানাঽপাং গর্ভো নৃতমো যহ্বো অগ্নিঃ ॥১২॥

অপরাজেয় সেই অগ্নি, বিপুল (জলরাশির) সঙ্গমস্থলে যিনি পুত্রের জন্য দর্শনযোগ্য এবং নিজ জ্যোতিতে দেদীপ্যমান, সেই (জগতের) সৃষ্টিকর্তা যিনি রক্তিম (উষার গাভীসকলকে) জন্ম দিয়েছেন, জলরাশির বীজ স্বরূপ এবং শ্রেষ্ঠ মানব তিনিই নবীন অগ্নি ।।১২।।

অপাং গর্ভং দর্শতমোষধীনাং বনা জজান সুভগা বিরূপম্ ।
দেবাসশ্চিন্মনসা সং হি জগ্মুঃ পনিষ্ঠং জাতং তবসং দুবস্যন্ ॥১৩॥

সেই কল্যাণকর (অগ্নিমথনের) কাষ্ঠখণ্ড সৃষ্টি করেছে জলরাশির এবং উদ্ভিদের দৃষ্টি শোভন বীজকে, যা বিচিত্র আকৃতি/বর্ণ-সমন্বিত; যেহেতু সেই দেবগণ স্তুতি সহযোগে তার নিকট সমাগত হয়েছিলেন এবং সেই শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধেয় ও বলিষ্ঠ অগ্নির প্রতি জন্মক্ষণেই আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন ।।১৩।।

বৃহন্ত ইদ্ ভানবো ভাঋজীকমগ্নিং সচন্ত বিদ্যুতো ন শুক্রাঃ ।
গুহেব বৃদ্ধং সদসি স্বে অন্তরপার ঊর্বে অমৃতং দুহানাঃ ॥১৪॥

বিদ্যুতের দীপ্যমান প্রভার ন্যায় বৃহৎ প্রদীপ্ত শিখা সকল (স্ব) জ্যোতিতে দেদীপ্যমান, অগ্নির সঙ্গে বর্তমান থাকে, তারা যেন দুগ্ধরূপে সেই সীমাহীন পাত্রে (সমুদ্র) অমৃতকে (অগ্নিকে) ক্ষরণ করে, (যে অগ্নি) তাঁর গোপন আবাসে শক্তি সঞ্চয় করেছেন ।।১৪।।

ইলে চ ত্বা যজমানো হবির্ভিরীলে সখিত্বং সুমতিং নিকামঃ ।
দেবৈরবো মিমীহি সং জরিত্রে রক্ষা চ নো দম্যেভিরনীকৈঃ ॥১৫॥

আমি, এই যজমান তোমাকে আবাহন করি, হবাদি প্রদান করি এবং আমি তোমার মৈত্রী ও সাদর আনুকূল্য কামনা করি। দেবগণের সঙ্গে সঙ্গে স্তোতার প্রতি পূর্ণভাবে অনুগ্রহ কর এবং তোমার সুনিয়ন্ত্রিত/গৃহাভিমুখী রশ্মিসকল দ্বারা আমাদের রক্ষা কর ।।১৫।।

উপক্ষেতারস্তব সুপ্রণীতে হগ্নে বিশ্বানি ধন্যা দধানাঃ ।
সুরেতসা শ্রবসা তুঞ্জমানা অভি ষ্যাম পৃতনায়ূঁরদেবান্ ॥১৬॥

হে সুষ্ঠু পরিচালক অগ্নি! তোমার সমীপে আগমন করে, সকল সম্পদ লাভ করে, সাগ্রহে শোভন যশোলাভ করে অগ্রসর হতে হতে আমরা যেন দেবহীন যুদ্ধাভিলাষী (শত্রু)গণকে পরাভূত করতে পারি। অথবা সুরেতসা...ইত্যাদি অর্থ-শোভন পুত্রগণের সঙ্গে যশোলাভকরে বলবান আমরা যেন দেবহীন যুদ্ধাভিলাষী (শত্রু)গণকে পরাভূত করতে পারি ॥১৬॥

আ দেবানামভবঃ কেতুরগ্নে মন্দ্রো বিশ্বানি কাব্যানি বিদ্বান্ ।
প্রতি মর্তাঁ অবাসয়ো দমূনা অনু দেবান্ রথিরো যাসি সাধন্ ॥১৭॥

হে আনন্দদায়ক অগ্নি! তুমি এইখানে দেবগণের প্রজ্ঞাপক ধ্বজস্বরূপ। সকল প্রকার কবিকৃতি (স্তোত্রাদি ও অনুষ্ঠান) তুমি জ্ঞাত আছ। গৃহস্বামীরূপে তুমি মানবগণকে বাসস্থান দিয়েছ, আলোক দান করেছ এবং রথারূঢ় তুমি সাফল্য আনয়ন করতে করতে দেবতাদের অনুসরণ করে থাক ॥১৭॥

নি দুরোণে অমৃতো মর্ত্যানাং রাজা সসাদ বিদথানি সাধন্ ।
ঘৃতপ্রতীক উর্বিয়া ব্যদ্যৌদগ্নির্বিশ্বানি কাব্যানি বিদ্বান্ ॥১৮॥

মানবগণের নিবাসে সেই অমর রাজা যজ্ঞ সকল সম্পাদন করতে করতে তাঁর আসন গ্রহণ করেছেন, তাঁর মুখমণ্ডল ঘৃত লিপ্ত; তিনি বিস্তৃতভাবে উদ্ভাসিত হয়ে থাকেন। সেই অগ্নি সকল কবিকৃতি জ্ঞাত থাকেন ॥১৮॥

আ নো গহি সখ্যেভিঃ শিবেভির্মহান্ মহীভিরূতিভিঃ সরণ্যন্ ।
অস্মে রয়িং বহুলং সংতরুত্রং সুবাচং ভাগং যশসং কৃধী নঃ ॥১৯॥

হে মহান (অগ্নি)! আমাদের প্রতি (তোমার) সদয় মৈত্রীসহ একত্রে তোমার উদার রক্ষণের সঙ্গে শীঘ্র আগমন কর। আমাদের অপর্যাপ্ত এবং সম্যক ত্রাণকারী সম্পদ দান কর, এবং (সম্পদের) সেই অংশ দান কর যা শোভনা বাক ও যশ আনয়ন করে ॥১৯॥

এতা তে অগ্নে জনিমা সনানি প্র পূর্ব্যায় নূতনানি বোচম্ ।
মহান্তি বৃষ্ণে সবনা কৃতেমা জন্মন্‌জন্মন্ নিহিতো জাতবেদাঃ ॥২০॥

হে অগ্নি! এই তোমার বহু পুরাতন কালের জন্মকথাসকল এবং তোমার (বর্তমান) নূতন জন্মের কথা আমি চিরন্তন রূপেই বর্ণনা করি। এখানে সেই কাম্যফলবর্ষয়িতার জন্য পর্যাপ্তভাবে সোমরস সবন করা হয়েছে যিনি প্রত্যেক জন্মে জাতবেদা (সকল অস্তিত্ব বিষয়ে প্রাজ্ঞ) রূপে নিহিত হয়েছেন ॥২০॥

জন্মন্‌জন্মন্ নিহিতো জাতবেদা বিশ্বামিত্রেভিরিধ্যতে অজস্রঃ ।
তস্য বয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়স্যাঽপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম ॥২১॥

প্রতি জন্মে জাতবেদা রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সেই অক্ষয় অগ্নি, বিশ্বামিত্রের দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হয়েছিলেন। আমরা সেই যজনীয়ের শোভন অনুগ্রহ এবং অনুকূল দান যেন লাভ করতে পারি ॥২১॥

ইমং যজ্ঞং সহসাবন্ ত্বং নো দেবত্রা ধেহি সুক্রতো ররাণঃ ।
প্র যংসি হোতর্বৃহতীরিষো নো ঽগ্নে মহি দ্রবিণমা যজস্ব ॥২২॥

হে বলবান, শোভন কর্মা (অগ্নি)! তুমি এই যজ্ঞকে আমাদের জন্য দেবগণের মধ্যে সানন্দে স্থাপন কর। আমাদের জন্য সুপ্রচুর অন্ন দান কর, হে হোতা, হে অগ্নি আমাদের জন্য যজ্ঞের মাধ্যমে প্রচুর ধন জয় কর ॥২২॥

ইলামগ্নে পুরুদংসং সনিং গোঃ শশ্বত্তমং হবমানায় সাধ ।
স্যান্নঃ সূনুস্তনয়ো বিজাবা ঽগ্নে সা তে সুমতির্ভূত্বস্মে ॥২৩॥

হে অগ্নি! পবিত্র দুগ্ধ আহুতির ন্যায় গাভীর মাধ্যমে সমৃদ্ধ, চিরস্থায়ী এবং বহুভাবে আশ্চর্যকর সম্পদ সম্পাদন কর তাঁর জন্য, যিনি নিয়ত তোমাকে আহ্বান করেন। আমাদের জন্য পুত্র এবং বংশধারা দান কর এবং হে অগ্নি! সর্বদা যেন আমরা তোমার অনুগ্রহ লাভ করি ॥২৩॥

(সূক্ত-২)

বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা। গাথিনো বিশ্বামিত্র ঋষি। জগতী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১৫।

বৈশ্বানরায় ধিষণামৃতাবৃধে ঘৃতং ন পূতমগ্নয়ে জনামসি ।
দ্বিতা` হোতারং মনুষশ্চ বাঘতো ধিয়া রথং ন কুলিশঃ সমৃণ্বতি ॥১॥

বৈশ্বানর অগ্নির (উদ্দেশে), যিনি সত্যের দ্বারা বর্ধিত হন, (তাঁর) উদ্দেশে পবিত্র যজ্ঞস্থান নির্মাণ করি যেমন অগ্নির প্রতি পবিত্র ঘৃত (দান করা হয়); যেমনভাবে কোন কুঠার একটি রথকে নির্মাণ করে, তেমনি স্তোতৃগণ এবং যজমান তাঁদের মনীষা দ্বারা হোতাকে তাঁর দ্বিবিধ কর্মের উদ্দেশে (একত্রিত ভাবে প্রেরণ করেন) ।।১।।

১. দ্বিতা— দ্বিবিধ কর্ম—গার্হপতও আহবনীয় অগ্নির প্রজ্জ্বালন। সায়ণাচার্য।

স রোচয়জ্জনুষা রোদসী উভে স মাত্রোরভবৎ পুত্র ঈড্যঃ ।
হব্যবালগ্নিরজরশ্চনোহিতো দূলভো বিশামতিথির্বিভাবসুঃ ।।২।।

তিনি তাঁর উৎপত্তি দ্বারাই দ্যাবাপৃথিবীকে জ্যোতির্ময় করেছিলেন। সেই পুত্র (তাঁর) পিতামাতার দ্বারা স্তুতির উপযুক্ত হয়েছিলেন অথবা সেই উভয় মাতার (ইন্ধন কাষ্ঠের) পুত্র স্তুতির উপযুক্ত হয়েছিলেন। সেই অক্ষয় অগ্নি হব্যবাহক, অন্নদাতা/আনন্দদায়ক, দুর্ধর্ষ, মানুষের অতিথিস্বরূপ এবং প্রভূত দীপ্তিমান ।।২।।

ক্রত্বা দক্ষস্য তরুষো বিধর্মণি দেবাসো অগ্নিং জনয়ন্ত চিত্তিভিঃ ।
রুরুচানং ভানুনা জ্যোতিষা মহামত্যং ন বাজং সনিষ্যন্নুপ ব্রুবে ।।৩।।

দেবগণ স্বেচ্ছানুসারে তাঁদের জ্ঞানের দ্বারা এবং নিজেদের কর্ম নৈপুণ্যের ভিত্তিতে দুর্নিবার্য ক্ষমতার সাহায্যে অগ্নিকে সৃজন করেছিলেন। আমি সেই মহান (অগ্নির) প্রতি, যিনি তাঁর প্রদীপ্ত আলোকের সাহায্যে জ্যোতির্বিকীরণরত (তাঁর প্রতি) নিবেদন করি যে আমি অশ্বের ন্যায় অন্ন প্রার্থী ।।৩।।

আ মন্দ্রস্য সনিষ্যন্তো বরেণ্যং বৃণীমহে অহ্রয়ং বাজমৃগ্মিয়ম্ ।
রাতিং ভৃগূণামুশিজং কবিক্রতুমগ্নিং রাজন্তং দিব্যেন শোচিষা ।।৪।।

আমরা জয়লাভে ইচ্ছুক হয়ে সেই প্রার্থনীয়, অকুণ্ঠিত, ঋক্ মন্ত্রের (স্তুতি) যোগ্য আনন্দকর (অগ্নি)র সম্পদকে/অন্নকে নির্বাচন করি। ভৃগুবংশীয়গণের উপহারস্বরূপ, প্রাজ্ঞ ঋত্বিক (স্বয়ং) সেই অগ্নি যিনি তাঁর স্বর্গীয় জ্যোতির মাধ্যমে দীপ্যমান থাকেন/প্রভুত্ব করেন ।।৪।।

অগ্নিং সুম্নায় দধিরে পুরো জনা বাজশ্রবসমিহ বৃক্তবর্হিষঃ ।
যতস্রুচঃ সুরুচং বিশ্বদেব্যং রুদ্রং যজ্ঞানাং সাধদিষ্টিমপসাম্ ।।৫।।

কুশকে ছেদন করে মানুষেরা অগ্নিকে, খ্যাতি যাঁর সম্পদ তাঁকে, অগ্রভাগে স্থাপন করেছেন। তাঁর আনুকূল্য লাভ করার জন্য, এবং স্রুককে[১] প্রসারিত করে, (তাঁরা) উজ্জ্বলরূপে শোভিত, সকল দেবতার সম্পর্কিত যজ্ঞসমূহের রুদ্রস্বরূপ, (অগ্নিকে স্থাপনা করেন) এবং (যজমানগণের) কর্মের সাফল্য সম্পাদন করেন ।।৫।।

১. স্রুক্—যজ্ঞপাত্র বিঃ—হাতার ন্যায় পাত্র।

পাবকশোচে তব হি ক্ষয়ং পরি হোতর্যজ্ঞেষু বৃক্তবর্হিষো নরঃ ।
অগ্নে দুব ইচ্ছমানাস আপ্যমুপাসতে দ্রবিণং ধেহি তেভ্যঃ ।।৬।।

হে পবিত্র শিখাসমন্বিত হোতা, যখন মানুষেরা সকলে যজ্ঞসমূহে কুশ ছিন্ন করে তোমার আবাসকে বেষ্টিত করে রাখে, (তোমার) নিকটে সমাগত হতে থাকে তোমার মৈত্রী ও সাহচর্য লাভের আশায়, হে অগ্নি! তাদের জন্য সম্পদ দান কর ।।৬।।

আ রোদসী অপৃণদা স্বর্মহজ্জাতং যদেনমপসো অধারয়ন্ ।
সো অধ্বরায় পরি ণীয়তে কবিরত্যো ন বাজসাতয়ে চনোহিতঃ ।।৭।।

তিনি দ্যৌঃ ও পৃথিবী উভয় লোককে প্রভূত আলোক দ্বারা পরিপূর্ণ করেছেন, যেহেতু জাত মাত্রেই (যজ্ঞ) কর্মানুষ্ঠাতাগণ তাঁকে ধারণ করেছিলেন; এবং তিনি, সেই ঋষি-কবি, যজ্ঞের জন্য আনীত হয়েছেন যেমন অশ্ব নীত হয়ে থাকে সম্পদ/অন্ন জয়ের জন্য। অনুকূলভাবে স্থাপিত হয়েছেন ।।৭।।

নমস্যত হব্যদাতিং স্বধ্বরং দুবস্যত দম্যং জাতবেদসম্ ।
রথীর্ঋতস্য বৃহতো বিচর্ষণিরগ্নির্দেবানামভবৎ পুরোহিতঃ ।।৮।।

যিনি হব্য দান করেন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ কর, যিনি যজ্ঞকে সুষ্ঠু সম্পাদন করেন (তাঁর প্রতি)। গৃহে স্থিত জাতবেদা[১] অগ্নিকে পরিচর্যা কর। মহৎ সত্যের যিনি পরিচালক, যিনি বিশেষভাবে দ্রষ্টা সেই অগ্নি দেবগণের সম্মুখে স্থাপিত হয়েছেন ।।৮।।

১. জাতবেদা—যিনি সকল জাত প্রাণীকে অবগত আছেন।

তিস্রো যহ্বস্য সমিধঃ পরিজ্মনো ঽগ্নেরপুনন্নুশিজো অমৃত্যবঃ ।
তাসামেকামদধুর্মর্ত্যে ভুজমু লোকমু দ্বে উপ জামিমীয়তুঃ ।।৯।।

সেই অমর ঋত্বিকগণ মহান/নবীন, পৃথিবীবেষ্টনকারী অগ্নির জন্য তিনটি সমিধকে পরিশুদ্ধ করেছিলেন। যখন তাঁরা সেইগুলির একটি মানবগণের উপভোগের উদ্দেশে স্থাপন করেছিলেন, অপর দুই (খণ্ড) ঊর্ধ্বে বিস্তৃতলোকে, (পৃথিবীর) সম্পর্কিত (স্বর্গে) গমন করেছিল।

এখানে তিনটি সমিধ অর্থ – অগ্নির তিনটি রূপ, পৃথিবীতে, অন্তরিক্ষে বিদ্যুৎরূপ এবং স্বর্গে সূর্য—সায়ণাচার্য ।।৯।।

বিশাং কবিং বিশ্পতিং মানুষীরিষঃ সং সীমকৃণ্বন্ ৎস্বধিতিং ন তেজসে ।
স উদ্বতো নিবতো যাতি বেবিষৎ স গর্ভমেষু ভুবনেষু দীধরৎ ।।১০।।

মনুপুত্রগণের (মানবগণের) প্রদত্ত অন্ন (ঘৃতাহুতি) যিনি জনগণের মনীষী/গোষ্ঠীপতি, তাঁকে সম্যক আকৃতিসম্পন্ন করেছে কুঠারের ন্যায় তীক্ষ্ণধার প্রাপ্তির জন্য। তিনি উচ্চাবচ (মার্গে) সর্বদা ব্যাপ্তিমান কর্মব্যস্ত রূপে ভ্রমণ করেন। এই সকল জাত প্রাণীদের মধ্যে নিজ বীজকে ধারণ করেন ।।১০।।

স জিন্বতে জঠরেষু প্রজজ্ঞিবান্ বৃষা চিত্রেষু নানদন্ন সিংহঃ ।
বৈশ্বানরঃ পৃথুপাজা অমর্ত্যো বসু রত্না দয়মানো বি দাশুষে ।।১১।।

বিশেষরূপে প্রজ্ঞাবান সেই বলবান (অগ্নি) বিবিধ উদরের মধ্যে সঞ্জাত ও বর্ধিত হয়ে থাকেন গর্জনরত সিংহের ন্যায়; সেই প্রবল তেজস্বী অমর বৈশ্বানর যিনি (হবি)দাতাকে ধন-সম্পদ দান করেন ।।১১।।

বৈশ্বানরঃ প্রত্নথা নাকমারুহদ্ দিবস্পৃষ্ঠং ভন্দমানঃ সুমন্মভিঃ ।
স পূর্ববজ্জনয়ঞ্জন্তবে ধনং সমানমজ্মং পর্যেতি জাগৃবিঃ ।।১২।।

পুরাতন দিনের ন্যায় সেই বৈশ্বানর (অগ্নি) স্বর্গের অধিদেশে (উপরি ভাগে), দ্যুলোকে আরোহণ করেছিলেন, (আমাদের কৃত) সুষ্ঠু চিন্তার দ্বারা অনুপ্রেরিত ও উৎফুল্ল হয়ে। পূর্ববৎ প্রাণীগণের জয়লাভকে সুসম্পাদিত করে তিনি সদা জাগ্রত অবস্থায় একই পথে পরিভ্রমণ করেন ।।১২।।

ঋতাবানং যজ্ঞিয়ং বিপ্রমুক্থ্যমা যং দধে মাতরিশ্বা দিবি ক্ষয়ম্ ।
তং চিত্রযামং হরিকেশমীমহে সুদীতিমগ্নিং সুবিতায় নব্যসে ।।১৩।।

সেই সত্যনিষ্ঠ, যজনীয়, কবি, যিনি স্তুতিযোগ্য, যাঁকে মাতরিশ্বন স্বর্গলোকের আবাসে স্থাপনা করেছেন, সেই উজ্জ্বল পথে গমনকারীকে, স্বর্ণকেশীকে, শোভন দীপ্তিমান অগ্নিকে আমরা বন্দনা করি, নূতনতর সমৃদ্ধির জন্য ।।১৩।।

শুচিং ন যামন্নিষিরং স্বর্দৃশং কেতুং দিবো রোচনস্থামুষর্বুধম্ ।
অগ্নিং মূর্ধানং দিবো অপ্রতিষ্কুতং তমীমহে নমসা বাজিনং বৃহৎ ।।১৪।।

জ্যোতির্ময়, নিজ কক্ষে ধাবনরত (সূর্যের) ন্যায়, সেই সূর্যতুল্য প্রাণচঞ্চল (অগ্নি), যিনি স্বর্গের ধ্বজস্বরূপ (প্রজ্ঞাপক), যিনি স্বর্গের আলোকময় পরিসরে অবস্থিত এবং প্রত্যুষে জাগরিত থাকেন, যিনি স্বর্গের অপ্রতিহত শীর্ষদেশ, তাঁকে, সেই বলবানকে আমরা সশ্রদ্ধায় প্রভূত বন্দনা করি ।।১৪।।

মন্দ্রং হোতারং শুচিমদ্বয়াবিনং দমূনসমুক্থ্যং বিশ্বচর্ষণিম্ ।
রথং ন চিত্রং বপুষায় দর্শতং মনুর্হিতং সদমিদ্ রায় ঈমহে ।।১৫।।

সেই আনন্দকর/স্তুতিযোগ্য হোতা, যিনি সদা পবিত্র, দ্বিচারিতাহীন, গৃহের প্রভু, প্রশস্তির যোগ্য এবং সকল জগতের পর্যবেক্ষক; জ্যোতির্ময় রথের ন্যায় (সূর্য?), সুদর্শন আকৃতিসম্পন্ন, মানবের দ্বারা নিহিত সেই অগ্নিকে আমরা অবশ্যই সর্বদা সম্পদের জন্য স্তুতি করি ।।১৫।।

(সূক্ত-৩)

বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা। গাথিনো বিশ্বামিত্র ঋষি। জগতী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১১।

বৈশ্বানরায় পৃথুপাজসে বিপো রত্না বিধন্ত ধরুণেষু গাতবে ।
অগ্নির্হি দেবাঁ অমৃতো দুবস্যত্যথা ধর্মাণি সনতা ন দূদুষৎ ।।১।।

প্রভূত তেজোময় বৈশ্বানরকে শ্রদ্ধা অর্পণের উদ্দেশে, আমাদের অনুপ্রেরিত স্তুতিমন্ত্র সকল মেধাবী কবিগণ তাঁকে ধন আহুতি দেয় যেন তিনি দৃঢ় ধৃতিপ্রাপ্ত পথে গমন করেন। যখন অমর অগ্নি দেবগণের সখা, তখন তিনি কখনই চিরন্তন যজ্ঞবিধিকে ব্যাহত করেন না ।।১।।

অন্তর্দূতো রোদসী দস্ম ঈয়তে হোতা নিষত্তো মনুষঃ পুরোহিতঃ ।
ক্ষয়ং বৃহন্তং[১] পরি ভূষতি দ্যুভির্দেবেভিরগ্নিরিষিতো ধিয়াবসুঃ ॥২॥

সেই অদ্ভুতকর্মা দূত উভয় লোকের মধ্যে বিচরণ করেন। মানবগণের (সেই) হোতা অগ্রভাগে স্থাপিত তাঁর আসনে উপবেশন করেছেন। প্রতিদিন দীপ্তি দ্বারা তিনি তাঁর মহান বাসস্থানকে অলংকৃত করেন (উপস্থিত থাকেন)। তিনি দেবগণের দ্বারা অনুপ্রেরিত, প্রজ্ঞা তাঁর সম্পদ ।।২।।

১. ক্ষয়ং বৃহন্তম্—যজ্ঞবেদি।

কেতুং যজ্ঞানাং বিদথস্য সাধনং বিপ্রাসো অগ্নিং মহয়ন্ত চিত্তিভিঃ ।
অপাংসি যস্মিন্নধি সংদধুর্গিরস্তস্মিন্‌ৎসুম্নানি যজমান আ চকে ॥৩॥

যজ্ঞসকলের ধ্বজস্বরূপ (প্রজ্ঞাপক), যজ্ঞসকলের সফল সম্পাদক অগ্নিকে কবিঋষিগণ তাঁদের ধী দ্বারা ঐশ্বর্যবান করে থাকেন। যে অগ্নিতে তাঁরা কর্মসকল এবং স্তুতিসকল একত্র নিহিত করেছেন তাঁর নিকট হতেই যজমান অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন ।।৩।।

পিতা যজ্ঞানামসুরো বিপশ্চিতাং বিমানমগ্নির্বয়ুনং চ বাঘতাম্ ।
আ বিবেশ রোদসী ভূরিবর্পসা পুরুপ্রিয়ো ভন্দতে ধামভিঃ কবিঃ ॥৪॥

যজ্ঞসকলের জনক, প্রজ্ঞাবান সকলের অধিপতিস্বরূপ সেই অগ্নি স্তোতৃগণের প্রতি (কর্মের) পরিমাণ ও (জ্ঞানসাধনের) নির্দেশিকাস্বরূপ। তিনি বিচিত্ররূপে দ্যুলোক ও ভূলোকে প্রবেশ করেছেন। বহুজনের প্রিয় সেই কবি/ক্রান্তপ্রজ্ঞ বিবিধ (আকৃতি) প্রকাশ করে আনন্দিত হয়ে থাকেন ।।৪।।

চন্দ্রমগ্নিং চন্দ্ররথং হরিব্রতং বৈশ্বানরমপ্সুষদং স্বর্বিদম্ ।
বিগাহং তূর্ণিং তবিষীভিরাবৃতং ভূর্ণিং দেবাস ইহ সুশ্রিয়ং দধুঃ ॥৫॥

সমুজ্জ্বল অগ্নি, যাঁর রথ উজ্জ্বল, এবং যাঁর বিধানসকল সুবর্ণ বর্ণ, যে বৈশ্বানর জলমধ্যে উপবিষ্ট এবং সূর্যকে জ্ঞাত আছেন, যিনি সর্বতো ব্যাপ্ত, দ্রুতগতি, নিজ তেজে আবৃত সেই উদ্দীপ্ত এবং অতি সুন্দর অগ্নিকে দেবগণ এইখানে স্থাপন করেছেন ।।৫।।

অগ্নির্দেবেভির্মনুষশ্চ জন্তুভিস্তন্বানো যজ্ঞং পুরুপেশসং ধিয়া ।
রথীরন্তরীয়তে সাধদিষ্টিভির্জীরো দমূনা অভিশস্তিচাতনঃ ॥৬॥

অগ্নি, যিনি দেবগণের সঙ্গে, ও মনুর আত্মজনের সঙ্গে একত্রে তাঁর মনীষার মাধ্যমে বিচিত্ররূপে যজ্ঞকে বিস্তারিত করে থাকেন, (উভয়লোকের মধ্যে) তিনি রথীর ন্যায় (ক্ষিপ্র) গমন করে থাকেন তাঁদের (দেবতাও মানুষগণের) সহায়তায় যাঁরা হবিঃদানকে সম্পাদন করেন—সেই ক্ষিপ্রকারী অগ্নি গৃহের অধিপতি এবং অভিশাপকে দূরীভূত করে থাকেন ।।৬।।

অগ্নে জরস্ব স্বপত্য আয়ুন্যূর্জা পিন্বস্ব সমিষো দিদীহি নঃ ।
বয়াংসি জিন্ব বৃহতশ্চ জাগৃব উশিগ্দেবানামসি সুক্রতুর্বিপাম্ ॥৭॥

হে অগ্নি! (আমাদের প্রতি) সুপুত্র সংবলিত (দীর্ঘ) আয়ুর জন্য অবধান কর। হবিঃ দ্বারা আপ্যায়িত হও; আমাদের প্রভূত অন্ন দান কর। আমাদের জীবৎশক্তিকে ক্ষিপ্র কর এবং ঊর্ধ্বে (দেবগণকেও) হে সদাজাগ্রত দেবতাদের ঋত্বিক তুমি, কবিগণের মন্ত্রের মাধ্যমে শোভনকর্মযুক্ত হয়ে থাক ।।৭।।

বিশ্‌পতিং যহ্বমতিথিং নরঃ সদা যন্তারং ধীনামুশিজং চ বাঘতাম্ ।
অধ্বরাণাং চেতনং জাতবেদসং প্র শংসন্তি নমসা জূতিভির্বৃধে ॥৮॥

গোষ্ঠীপতি, তরুণ অতিথি (অগ্নি), চিন্তার সর্বদা নিয়ন্ত্রক এবং স্তোতৃগণের ঋত্বিক-স্বরূপ; তিনি যজ্ঞসকলের প্রজ্ঞাপক চিহ্ন এবং জন্মক্ষণেই অভিজ্ঞ; আমাদের মানবগণ নিয়ত তাঁকে সশ্রদ্ধভাবে প্রশস্তি করে, তাঁর ক্ষিপ্রতা দ্বারা সম্পদ আহরণের উদ্দেশে ।।৮।।

বিভাবা দেবঃ সুরণঃ পরি ক্ষিতীরগ্নির্বভূব শবসা সুমদ্রথঃ ।
তস্য ব্রতানি ভূরিপোষিণো বয়মুপ ভূষেম দম আ সুবৃক্তিভিঃ ॥৯॥

সেই জ্যোতির্ময়, শোভন, আনন্দকর অগ্নি তাঁর সুখকর রথসহ বিপুল ক্ষমতার দ্বারা (মনুষ্যগণের) আবাসসকল বেষ্টন করেছেন। আমরা তাঁর নির্দেশসকল অনুগমন করব যিনি আমাদের সুষ্ঠুকৃত স্তোত্রসকল দ্বারা (আমাদের) গৃহে প্রভূত সমৃদ্ধ হয়েছেন ।।৯।।

বৈশ্বানর তব ধামান্যা চকে যেভিঃ স্বর্বিদভবো[১] বিচক্ষণ ।
জাত আপৃণো ভুবনানি রোদসী অগ্নে তা বিশ্বা পরিভূরসি ত্মনা ॥১০॥

হে বৈশ্বানর! তোমার তেজঃপুঞ্জকে সম্যক কামনা করি, যার দ্বারা তুমি সর্ববেত্তা হয়েছ হে বিশেষ রূপে দ্রষ্টা/বিশেষ জ্ঞানী। জন্মক্ষণেই এই জীবজগৎ এবং উভয় লোককে অগ্নি তুমি স্বয়ং পরিবেষ্টন করেছ ।।১০।।

১. স্বর্বিদ—বিকল্প অর্থ সূর্যকে জ্ঞাত হয়েছ।

বৈশ্বানরস্য দংসনাভ্যো বৃহদরিণাদেকঃ স্বপস্যয়া কবিঃ ।
উভা পিতরা মহয়ন্নজায়তাগ্নির্দ্যাবাপৃথিবী ভূরিরেতসা ॥১১।।

বৈশ্বানরের অদ্ভুত কর্ম ক্ষমতার দ্বারা এবং শোভন কর্ম দ্বারা সেই একক কবি মহৎ কর্ম সাধন করেছেন। বহু প্রজননক্ষম তাঁর পিতা ও মাতা দ্যাবা পৃথিবীকে, উভয়কে মহিমান্বিত করে অগ্নি জন্ম নিয়েছেন ।।১১।।

(সূক্ত-৪)

আপ্রী দেবতা। (১)। গাথিনো বিশ্বীমিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১১।

সমিৎসমিৎ[১] সুমনা বোধ্যস্মে শুচাশুচা সুমতিং রাসি বস্বঃ ।
আ দেব দেবান্ যজথায় বক্ষি সখা সখীন্‌ৎসুমনা যক্ষ্যগ্নে ॥১।।

সমিত্-সমিত (ইন্ধন কাষ্ঠ—সুসমিদ্ধ অগ্নি) প্রতিটি প্রজ্বলিত ইন্ধন কাষ্ঠ আমাদের প্রতি অনুকূল হয়ে থাক। পুনঃপুন জ্যোতির দ্বারা (আমাদের প্রতি) সদয়ভাবে সেই উত্তম দেবতার ধন দান কর। হে দেব যজ্ঞের জন্য দেবতাদের এখানে আনয়ন কর। হে অগ্নি আমাদের অনুকূল সখা রূপে তোমার মিত্রদের প্রতি যজনা কর ।।১।।

১. সমিৎ—শব্দটি দুবার ব্যবহৃত। প্রত্যেক অর্থ বোঝাতে।

যং দেবাসস্ত্রিরহন্নাযজন্তে দিবেদিবে বরুণো মিত্রো অগ্নিঃ ।
সেমং যজ্ঞং মধুমন্তং কৃধী নস্তনূনপাদ্ ঘৃতযোনিং বিধন্তম্ ॥২।।

হে তনূনপাৎ[১], যাঁকে মিত্র বরুণ এবং অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ দিনে দিনে প্রত্যহ তিনবার যজনা করেন সেই তুমি এই যজ্ঞকে আমাদের জন্য মধু (বৃষ্টি) দ্বারা পূর্ণ কর এবং ইহার ঘৃত (জল রাশির) উৎপাদনের মাধ্যমে (দেবতাদের) পরিচর্যা সম্ভব কর ।।২।।

১. অনূন পাৎ— অগ্নি।

প্র দীধিতির্বিশ্ববারা জিগাতি হোতারমিলঃ প্রথমং যজধ্যৈ ।
অচ্ছা নমোভির্বৃষভং বন্দধ্যৈ স দেবান্ যক্ষদিষিতো যজীয়ান্ ॥৩।।

যেন সকল কামনাপূরক সেই সুমতি ইলার অধিপতি স্তুতিযোগ্য হোতার (অগ্নি)র প্রতি প্রথম যজনার জন্য এবং শ্রদ্ধা অর্পণের দ্বারা সেই ফলবর্ষয়িতাকে পরিচর্যার জন্য গমন করে। সেই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞসম্পাদক অনুপ্রেরিত হয়ে দেবতাদের যজনা করবেন ।।৩।।

উর্ধ্বো বাং গাতুরধ্বরে অকার্যূর্ধ্বা শোচীংষি প্রস্থিতা রজাংসি ।
দিবো বা নাভা[১] ন্যসাদি হোতা স্তৃণীমহি দেবব্যচা বি বর্হিঃ ॥৪।।

যজ্ঞে তোমাদের উভয়ের জন্য উর্ধ্বে পথ নির্মিত হয়েছে। উর্ধ্বগামী উজ্জ্বলশিখাগুলি অন্তরিক্ষলোকের প্রতি বিচরণ করছে। এবং হোতা স্বর্গলোকের কেন্দ্রবিন্দুতে আসীন হয়েছেন। আমরা ব্যাপকভাবে কুশকে আস্তীর্ণ করি দেবগণের জন্য প্রসারিত স্থান নির্মাণের (উদ্দেশে) ।।৪।।

১. দিবো নাভা-যজ্ঞগৃহের কেন্দ্র—সায়ণাচার্য।

সপ্ত হোত্রাণি মনসা বৃণানা ইন্বন্তো বিশ্বং প্রতি যন্নৃতেন ।
নৃপেশসো[১] বিদথেষু প্র জাতা অভীমং যজ্ঞং বি চরন্ত পূর্বীঃ ॥৫।।

হোতার সপ্তবিধ কর্ম মনে মনে নির্দিষ্ট করে সকলকে অনুপ্রেরিত করে তাঁরা (দেবগণ) যথা বিহিত ক্রমানুসারে আগমন করেন। এই যজ্ঞের অভিমুখে (সেই দেবগণ) বিচরণ করেন বহু (দৈবীদ্বারের) মাধ্যমে, যাঁরা বীরসুলভ আকৃতিতে যজ্ঞকর্মে উৎপন্ন হয়েছেন ।।৫।।

১. পূর্বীঃ নৃপেশসম্— এখানে যজ্ঞ গৃহের দ্বারাভিমানী দেবতার কথা বলা হয়েছে—সায়ণ।

আ ভন্দমানে উষসা উপাকে উত স্ময়েতে তন্বা বিরূপে ।
যথা নো মিত্রো বরুণো জুজোষদিন্দ্রো মরুত্বাঁ উত বা মহোভিঃ ॥৬।।

স্তুত হতে হতে দিবা ও রাত্রি পরস্পর সম্মিলিত হয়ে থাকেন স্মিত (মুখে); যদিও আকৃতিতে তাঁরা বিপরীত, অতএব মিত্র এবং বরুণ তথা মরুৎগণ সহ ইন্দ্র যেন তাঁদের মহান ক্ষমতার মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করেন ।।৬।।

দৈব্যা হোতারা প্রথমা ন্যৃঞ্জে সপ্ত পৃক্ষাসঃ স্বধয়া মদন্তি ।
ঋতং শংসন্ত ঋতমিৎ ত আহুরনু ব্রতং ব্রতপা দীধ্যানাঃ ॥৭।।

আমি দুই মুখ্য দিব্য হোতাকে প্রসন্ন করি। সপ্ত হব্যদাতা ঋত্বিকগণ হবিঃ দ্বারা নিজ ইচ্ছায় (অগ্নিকে) হৃষ্ট করেছেন। সত্যকে স্তুতিরত তাঁরা কেবলমাত্র নিত্য সত্যকথন করে থাকেন এবং বিধিসমূহের রক্ষকরূপে তাঁরা কেবলমাত্র বিধি সকলকেই অনুসরণ করেন ।।৭।।

টীকা—দিপ্তাঃ হোতারা—অগ্নি ও বরুণ (?)

আ ভারতী ভারতীভিঃ সজোষা ইলা দেবৈর্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ ।
সরস্বতী সারস্বতেভিরর্বাক্ তিস্রো দেবীর্বর্হিরেদং সদন্ত ॥৮।।

যেন ভারতী তাঁর সকল ভগিনীসহ (ভারতীগণ), দেবগণসহ ইলা, মনুষ্যগণ সহ অগ্নি, সরস্বতী সারস্বতগণ (আত্মীয় নদীগণ) সহ নিকটে (আগমন করেন)। যেন সেই তিন দেবী এই বর্হিঃতে উপবেশন করেন ।।৮।।

তন্নস্তুরীপমধ পোষয়িত্নু দেব ত্বষ্টর্বি ররাণঃ স্যস্ব ।
যতো বীরঃ কর্মণ্যঃ সুদক্ষো যুক্তগ্রাবা জায়তে দেবকামঃ ॥৯।।

হে দেব ত্বষ্ট! সুপ্রসন্ন হয়ে অনন্তর আমাদের প্রতি সমৃদ্ধিদায়ক প্রজনন শক্তিকে প্রবাহিত কর। যার ফলে এমন (পুত্র) জন্ম নেয় যে বীর, কর্মদক্ষ, অভিষবনের গ্রাব সমূহকে সংযুক্ত করে এবং দেবানুরাগী ।।৯।।

বনস্পতেহব সৃজোপ দেবানগ্নির্হবিঃ শমিতা সূদয়াতি ।
সেদু হোতা সত্যতরো যজাতি যথা দেবানাং জনিমানি বেদ ॥১০।।

হে বনস্পতি! দেবগণের প্রতি ইহাকে (যজ্ঞীয় পশু) প্রেরণ কর। শমিতা (ছেদক) অগ্নি যেন হব্যকে স্বাদু করেন এবং সেই যথার্থতর হোতা, (অগ্নি) যজ্ঞ সম্পাদন করেন কারণ তিনি দেবগণের সৃষ্টিবৃত্তান্ত অবগত আছেন ।।১০।।

টীকা—বনস্পতি বা যূপকাষ্ঠ এখানে অগ্নির একরূপ।

আ যাহ্যগ্নে সমিধানো অর্বাঙিন্দ্রেণ দেবৈঃ সরথং তুরেভিঃ ।
বর্হির্ন আস্তামদিতিঃ সুপুত্রা স্বাহা দেবা অমৃতা মাদয়ন্তাম্ ॥১১।।

হে সম্যক প্রজ্বলিত অগ্নি, আমাদের অভিমুখে আগমন কর, ইন্দ্র এবং অপর ক্ষিপ্রগামী দেবগণের সঙ্গে একই রথে (আগমন কর)। যেন শোভনপুত্রবতী অদিতি আমাদের কুশের উপর আসীন থাকেন। স্বাহা! যেন অমর দেবগণ আনন্দ উপভোগ করেন ।।১১।।

(সূক্ত-৫)

অগ্নি দেবতা। গাথিনো বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১১।

[১]প্রত্যগ্নিরুষসশ্চেকিতানো হবোধি বিপ্রঃ পদবীঃ কবীনাম্ ।
পৃথুপাজা দেবয়দ্ভিঃ সমিদ্ধো হপ দ্বারা তমসো বহ্নিরাবঃ॥১।।

উষাকালের প্রতি প্রজ্ঞাপক (দর্শনীয়) অগ্নি জাগ্রত হয়েছেন, তিনি ঋষি, কবিগণের পথ-অনুসারী। বিস্তারিত দীপ্তিসহ দেবতানুরাগীদের দ্বারা প্রজ্বলিত, সেই পুরোহিত (অগ্নি) অন্ধকারের উভয় দ্বার উদ্ঘাটন করেছেন ।।১।।

১. প্রত্যগ্নিরুষস— ইত্যাদি উষাকালে প্রাতঃসবনের জন্য পুনঃপ্রজ্বলিত অগ্নি।

প্রেদ্বগ্নির্বাবৃধে স্তোমেভির্গীর্ভি স্তোতৃণাং নমস্য উক্থৈঃ ।
পূর্বীর্ঋতস্য সংদৃশশ্চকানঃ সং দূতো অদ্যৌদুষসো বিরোকে ॥২।।

প্রকৃষ্টভাবে স্তোত্র সকল দ্বারা স্তোতৃগণের প্রশস্তি দ্বারা অগ্নি অধিকতর বলবান হয়েছেন, উক্থ্য দ্বারা পূজনীয় হবার জন্য। সত্যের বিবিধ প্রকাশিত রূপের দ্বারা আনন্দিত হয়ে উষার আভাসকালে তিনি দীপ্তিমান হয়ে থাকেন ।।২।।

অধায্যগ্নির্মানুষীষু বিক্ষ্বপাং গর্ভো মিত্র ঋতেন সাধন্ ।
আ হর্যতো যজতঃ সান্বস্থাদভূদু বিপ্রো হব্যো মতীনাম্ ॥৩।।

মানুষের গৃহ-গোষ্ঠীসকলে অগ্নি প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন—তিনি জলরাশির উৎসস্বরূপ এবং সত্যের দ্বারা সাফল্য প্রদায়ক মিত্র; তিনি প্রিয় এবং পূজনীয়, (বেদির) উপরিভাগে আরূঢ়, এবং আমাদের ধী দ্বারা আবাহনযোগ্য ক্রান্তপ্রজ্ঞ ।।৩।।

মিত্রো অগ্নির্ভবতি যৎ সমিদ্ধো মিত্রো হোতা বরুণো জাতবেদাঃ ।
মিত্রো অধ্বর্যুরিষিরো দমূনা মিত্রঃ সিন্ধূনামুত পর্বতানাম্ ॥৪॥

অগ্নি মিত্র হয়ে থাকেন যখন তিনি প্রজ্বলিত হন। হোতারূপে তিনি মিত্র; জাতবেদা এবং বরুণ (রূপেও)। কর্ম চঞ্চল অধ্বর্যুরূপে এবং গৃহের অধিপতিরূপে তিনি মিত্র; নদীগুলির এবং পর্বতসকলেরও মিত্র ।।৪।।

পাতি প্রিয়ং রিপো অগ্রং পদং বেঃ পাতি যহ্বশ্চরণং সূর্যস্য ।
পাতি নাভা [১]সপ্তশীর্ষাণমগ্নিঃ পাতি দেবানামুপমাদমৃষ্বঃ ॥৫॥

তিনি তাঁর প্রিয় ভূমির সুউচ্চ অগ্রভাগ যা পক্ষিকুলের স্থান তাকে রক্ষা করেন। সেই তরুণ সূর্যের গতিপথ রক্ষা করেন। অগ্নি (যজ্ঞের) কেন্দ্রস্থলে সপ্তমস্তকবিশিষ্টকে রক্ষা করেন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শনীয় তিনি দেবগণের উপভোগ্যকে (সোম?) রক্ষা করেন ।।৫।।

১. সপ্তশীর্ষা—সায়ণ বলেন মরুৎ সংঘ, Griffith সপ্তাশ্ববাহিত সূর্য।

ঋভুশ্চক্র ঈড্যং চারু নাম বিশ্বানি দেবো বয়ুনানি বিদ্বান্ ।
সসস্য চর্ম ঘৃতবৎ পদং বেস্তদিদগ্নী রক্ষত্যপ্রযুচ্ছন্ ॥৬॥

সেই সুদক্ষ দেবতা (অগ্নি) যিনি জ্ঞানের সকল প্রকার বিধি অবগত আছেন, তিনি নিজের জন্য স্তুতির উপযুক্ত শোভন নাম সৃষ্টি করেছিলেন। শস্যের/সোমের আবরণ এবং পক্ষিগণের বাসস্থানকে তিনি ঘৃতলিপ্ত অবস্থায় অবিরতভাবে রক্ষা করেন ।।৬।।

আ যোনিমগ্নির্ঘৃতবন্তমস্থাৎ পৃথুপ্রগাণমুশন্তমুশানঃ ।
দীদ্যানঃ শুচির্ঋষ্বঃ পাবকঃ পুনঃপুনর্মাতরা নব্যসী কঃ ॥৭॥

অগ্নি সাগ্রহে সেই ঘৃতসমৃদ্ধ এবং বিস্তৃত প্রবেশপথসমন্বিত আগ্রহান্বিত বেদিতে আরোহণ করেছেন। দীপ্যমান, আলোকোজ্জ্বল, সমুন্নত এবং পবিত্র তিনি বারংবার তাঁর পিতামাতাকে নবতর করেন ।।৭।।

সদ্যো জাত ওষধীভির্ববক্ষে যদী বর্ধন্তি প্রস্বো ঘৃতেন ।
আপ ইব প্রবতা শুম্ভমানা [১]উরুষ্যদগ্নিঃ পিত্রোরুপস্থে ॥৮॥

জন্মক্ষণেই তিনি ওষধিসকলের মাধ্যমে বলবান হয়ে থাকেন যখন সেই ফলবতী (লতাগুলি) তাঁকে ঘৃত দ্বারা বল দান করেন। নিম্নমুখে প্রবাহিত দর্শনীয় জলধারার ন্যায়, যেন অগ্নি তাঁর পিতামাতার ক্রোড়ে প্রশস্ত পথ নির্মাণ করেন ।।৮।।

১. উরূষ্যৎ – রক্ষা করেন—সায়ণাচার্য।

উদু ষ্টুতঃ সমিধা যহ্বো অদ্যৌদ্ বর্ষ্মন্ দিবো অধি নাভা পৃথিব্যাঃ ।
মিত্রো অগ্নিরীড্যো মাতরিশ্বা ২২ দূতো বক্ষদ্ যজথায় দেবান্ ॥৯॥

প্রশস্তি লাভ করে সেই তরুণ, স্বর্গের উর্ধ্বভাগে এবং পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দুতে তাঁর সমিন্ধন দ্বারা প্রদীপ্ত হয়েছেন। মিত্র ও মাতরিশ্বারূপে আবাহনের যোগ্য অগ্নি দূতরূপে দেবগণকে যজ্ঞের অভিমুখে বহন করবেন ।।৯।।

উদস্তম্ভীৎ সমিধা নাকমৃষ্বোঽগ্নির্ভবন্নুত্তমো রোচনানাম্ ।
যদী ভৃগুভ্যঃ পরি মাতরিশ্বা গুহা সন্তং হব্যবাহং সমীধে ॥১০॥

সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিষ্মান অগ্নি সমুন্নত অবস্থায় তাঁর তেজ/সমিধ দ্বারা স্বর্গলোকের ভার দৃঢ় ধারণ করেছিলেন, যখন ভৃগুবংশীয়দের নিকট গোপন অবস্থায় মাতরিশ্বা হব্যবহনকারী অগ্নিকে প্রজ্বলিত করেছিলেন ।।১০।।

ইলামগ্নে পুরুদংসং সনিং গোঃ শশ্বত্তমং হবমানায় সাধ ।
স্যান্নঃ সূনুস্তনয়ো বিজাবা ঽগ্নে সা তে সুমতির্ভূত্বস্মে ॥১১॥

হে অগ্নি! পবিত্র দুগ্ধ আহুতির ন্যায় গাভীর মাধ্যমে সমৃদ্ধ, চিরস্থায়ী এবং বহুভাবে আশ্চর্যকর সম্পদ সম্পাদন কর তাঁর জন্য, যিনি নিয়ত তোমাকে আহ্বান করেন। আমাদের জন্য পুত্র এবং বংশধারা দান কর এবং হে অগ্নি! সর্বদা যেন আমরা তোমার অনুগ্রহ লাভ করি ।।১১।।

(সূক্ত-৬)

অগ্নি দেবতা। গাথিনো বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১১।

প্র কারবো মননা বচ্যমানা দেবদ্রীচীং নয়ত দেবয়ন্তঃ ।
দক্ষিণাবাড্ বাজিনী প্রাচ্যেতি হবির্ভরন্ত্যগ্নয়ে ঘৃতাচী ॥১॥

হে স্তুতিকারগণ! গভীর মননের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে দেবগণকে পরিচর্যা করতে করতে দেবগণের উদ্দেশে প্রেরিত স্রুক্[1]-কে আনয়ন কর। দক্ষিণমুখে (হবিঃ) বহন করতে করতে সেই অন্নবাহী (পাত্র) পূর্বমুখে গমন করে, এবং ঘৃতসমৃদ্ধ অবস্থায় অগ্নির প্রতি হব্য বহন করে ।।১।।

১. স্রুক্—যজ্ঞীয় পাত্র বিশেষ।

আ রোদসী অপৃণা জায়মান উত প্র রিক্থা অধ নু প্রযজ্যো ।
দিবশ্চিদগ্নে মহিনা পৃথিব্যা বচ্যন্তাং তে বহ্নয়ঃ সপ্তজিহ্বাঃ ।।২।।

জন্ম কালেই তুমি সকল দ্যুলোক ও ভূলোককে পূর্ণ করেছিলে এবং ইদানীং, তুমি, হে প্রথম যজনীয়, তোমার ঐশ্বর্য দ্বারা স্বর্গকে এবং পৃথিবীকে অতিক্রম করে গেছ। হে অগ্নি! তোমার ক্ষিপ্রগতি সপ্তশিখা বিশিষ্ট অশ্বসকল যেন সর্বত্র পরিভ্রমণ করে ।।২।।

দ্যৌশ্চ ত্বা পৃথিবী যজ্ঞিয়াসো নি হোতারং সাদয়ন্তে দমায় ।
যদী বিশো মানুষীর্দেবয়ন্তীঃ প্রয়স্বতীরীলতে শুক্রমর্চিঃ ।।৩।।

স্বর্গ ও পৃথিবী উভয়ে এবং যজনীয় (দেব)গণ তোমাকে হোতৃরূপে গৃহ মধ্যে সন্নিবেশিত করেছেন যখন মানুষের গোষ্ঠীসকল দেবতাগণকে পরিচর্যা করতে করতে এবং প্রিয় হবিঃ সকল বহন করতে করতে তোমার প্রোজ্জ্বল শিখাকে স্তুতি করেন ।।৩।।

মহান্ৎসধস্থে ধ্রুব আ নিষত্তোঽন্তর্দ্যাবা মাহিনে হর্যমাণঃ ।
আস্ক্রে সপত্নী অজরে অমৃক্তে সবর্দুঘে উরুগায়স্য ধেনূ ।।৪।।

হৃষ্ট অবস্থায় সেই শক্তিমান (অগ্নি) এই স্থানে তাঁর স্থির নিশ্চিত আবাসে আসীন হয়েছেন, দ্যৌঃ ও পৃথিবী এই বিপুল লোকদ্বয়ের মধ্যস্থলে। তাঁরা (দ্যাবাপৃথিবী) সম্মিলিত দুই সপত্নী, ক্ষয় ও মৃত্যুরহিত, সেই বহুদূরব্যাপী (অগ্নির) দুই অমৃতদায়িনী গাভীর ন্যায় ।।৪।।

ব্রতা তে অগ্নে মহতো মহানি তব ক্রত্বা রোদসী আ ততন্থ ।
ত্বং দূতো অভবো জায়মানস্ত্বং নেতা বৃষভ চর্ষণীনাম্ ।।৫।।

হে অগ্নি! মহান তোমার বিধিসকলও মহান। তোমার তেজের দ্বারা তুমি স্বর্গ ও মর্তে বিস্তার লাভ করেছ। তুমি জন্মকালেই দূত হয়েছ। হে কামনার ফল বর্ষয়িতা! তুমি সকল মনুষ্যের দলপতি ।।৫।।

ঋতস্য বা কেশিনা যোগ্যাভির্ঘৃতস্নুবা রোহিতা ধুরি ধিষ্ব ।
অথা বহ দেবান্ দেব বিশ্বান্ ৎস্বধ্বরা কৃণুহি জাতবেদঃ ।।৬।।

অথবা তোমার দুই দীর্ঘকেশরযুক্ত রক্তবর্ণ (অশ্বকে), যারা ঘৃত সিঞ্চন করে, (তাদের) রথাগ্রে সত্যবিধানের রজ্জুদ্বারা যোজনা কর। তারপর, হে দেব! সকল দেবতাকে এই স্থানে বহন করে আনয়ন কর। হে জাতবেদস্, শোভন যজ্ঞ সম্পাদন কর ।।৬।।

দিবশ্চিদা তে রুচয়ন্ত রোকা উষো বিভাতীরনু ভাসি পূর্বীঃ ।
অপো যদগ্ন উশধগ্বনেষু হোতুর্মন্দ্রস্য পনয়ন্ত দেবাঃ ।।৭।।

তোমার উজ্জ্বল দীপ্তিসমূহ যেন স্বর্গ পর্যন্ত উদ্ভাসিত করে; বহু আলোকোজ্জ্বল উষাকালে তুমিও প্রদীপ্ত হয়েছ। যখন, হে অগ্নি, বনভূমিতে, তাঁদের উৎফুল্ল হোতারা তোমার স্বচ্ছন্দ এবং ক্ষিপ্র প্রজ্জ্বলন দেবগণকে চমৎকৃত করে থাকে ।।৭।।

উরৌ বা যে অন্তরিক্ষে মদন্তি দিবো বা যে রোচনে সন্তি দেবাঃ ।
ঊমা বা যে সুহবাসো যজত্রা আযেমিরে রথ্যো অগ্নে অশ্বাঃ ।।৮।।

হে অগ্নি! যে সকল দেবগণ বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষলোকে আনন্দ উপভোগ করেন অথবা যাঁরা স্বর্গের জ্যোতির্ময়লোকে বর্তমান থাকেন অথবা যাঁরা পবিত্র, শোভনভাবে আহূত এবং যজনীয় তাঁদের রথাশ্বসকল যেন এইস্থানের প্রতি বহন করে আনে ।।৮।।

এভিরগ্নে সরথং যাহ্যর্বাঙ্ নানারথং বা বিভবো হ্যশ্বাঃ ।
পত্নীবতস্ত্রিংশতং ত্রীংশ্চ দেবাননুষ্বধমা বহ মাদয়স্ব ।।৯।।

হে অগ্নি! এই সকলের সঙ্গে এই স্থানে আমাদের অভিমুখে সেই একই রথে আগমন কর অথবা অপর কোনও রথের দ্বারা (আগমন কর) কারণ তোমার অশ্বগুলি বহুদূর (গমন)ক্ষম। সপত্নীক ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণকে এইস্থানে তোমার নিজ ইচ্ছানুসারে বহন কর এবং আনন্দিত কর ।।৯।।

টীকা—অনুস্বধম্ —সোম রসের প্রতি– সায়ণ। ত্রয়স্ত্রিংশ দেবতা— অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, প্রজাপতি ও বষট্‌কার।

স হোতা যস্য রোদসী চিদুর্বী যজ্ঞংযজ্ঞমভি বৃধে গৃণীতঃ।
প্রাচী অধ্বরেব তস্থতুঃ সুমেকে ঋতাবরী ঋতজাতস্য সত্যে ॥১০॥

তিনিই হোতা যাঁর প্রত্যেক (সম্পাদিত) যজ্ঞকে এমনকি বিস্তৃত লোকদ্বয় (দ্যাবাপৃথিবী) সমৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গ্রহণ করে থাকে। পূর্বমুখী অবস্থায়, সেই দুই শোভনভাবে ধৃত (লোকদ্বয়) সত্য হতে জাত (অগ্নির) দুই সত্যনিষ্ঠ পিতামাতা, দুই যজ্ঞের ন্যায় অবস্থান করেন ॥১০॥

ইলামগ্নে পুরুদংসং সনিং গোঃ শশ্বত্তমং হবমানায় সাধ।
স্যান্নঃ সূনুস্তনয়ো বিজাবা ঽগ্নে সা তে সুমতির্ভূত্বস্মে ॥১১॥

হে অগ্নি! পবিত্র দুগ্ধ আহুতির ন্যায় গাভীর মাধ্যমে সমৃদ্ধ চিরস্থায়ী এবং বহুভাবে আশ্চর্যকর সম্পদ সম্পাদন কর তাঁর জন্য, যিনি নিয়ত তোমাকে আহ্বান করেন। আমাদের জন্য পুত্র এবং বংশধারা দান কর এবং হে অগ্নি! সর্বদা যেন আমরা তোমার অনুগ্রহ লাভ করি ॥১১॥

অনুবাক-২

(সূক্ত-৭)

অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১১।

প্র য আরুঃ শিতিপৃষ্ঠস্য[১] ধাসেরা মাতরা বিবিশুঃ সপ্ত বাণীঃ।
পরিক্ষিতা পিতরা সং চরেতে প্র সর্স্রাতে দীর্ঘমায়ুঃ প্রযক্ষে ॥১॥

শ্বেত পৃষ্ঠসমন্বিত (অগ্নির) উৎস হতে উৎসারিত (রশ্মিসকল) সপ্ত কণ্ঠস্বর[২] তাঁর পিতামাতার মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রবেশ করেছে। সেই আবেষ্টনকারী পিতা ও মাতা যুগপৎ বিচরণ করেন। আমাদের প্রতি দীর্ঘায়ু প্রদানের জন্য তাঁরা প্রসারিত হয়ে থাকেন ॥১॥

১. শিতিপৃষ্ঠ— বিকল্প অর্থ দুগ্ধমিশ্রিত সোমরস। উভয় ক্ষেত্রেই উৎস হল যজ্ঞস্থল।
২. সপ্তকণ্ঠ— সপ্ত সুরে কৃত স্তুতি; পিতামাত-দ্যাবাপৃথিবী।

দিবক্ষসো[১] ধেনবো বৃষ্ণো অশ্বা দেবীরা তস্থৌ মধুমদ্ বহন্তীঃ।
ঋতস্য ত্বা সদসি ক্ষেময়ন্তং পর্যেকা চরতি বর্তনিং গৌঃ ॥২॥

গাভীগুলি সেই ফলবর্ষয়িতার, স্বর্গের অধিপতির অশ্বী[২]স্বরূপ। তিনি সুমিষ্ট (সম্পদ) বহনরতা দেবীগণের (নদীগণের) অভিমুখে অধিষ্ঠিত থাকেন। সেই একমাত্র গাভী তোমার চতুর্দিকে তার নিজপথে আবর্তন করে, যে তুমি সত্যের আসনে বিশ্রামরত ॥২॥

১. দিবক্ষসঃ— সূর্য?
২. অশ্বী— আলোকশিখা?

আ সীমরোহৎ সুযমা ভবন্তীঃ পতিশ্চিকিত্বান্ রয়িবিদ্ রয়ীণাম্।
প্র নীলপৃষ্ঠো অতসস্য ধাসেস্তা অবাসয়ৎ পুরুধপ্রতীকঃ ॥৩॥

সহজে নিয়ন্ত্রণযোগ্যদের (সুশিক্ষিত অশ্বদের) উপরে তিনি, সেই অভিজ্ঞ প্রভু, সম্পদের নির্ণয়কর্তা আরোহণ করেছেন। সেই নীল (কৃষ্ণবর্ণ) পৃষ্ঠশালী, বিবিধ মুখাকৃতি যুক্ত/বহুবিক্ষিপ্ত অঙ্গযুক্ত অগ্নি তাদের খাদ্য গুল্মবৃক্ষাদি হতে দূরে নিবাস করিয়েছিলেন (অথবা তাদের নিয়তগমনে উৎসাহিত করার জন্য আবাসস্থল নির্দেশ করেছিলেন—সায়ণ) ॥৩॥

মহি ত্বাষ্ট্রমূর্জয়ন্তীরজুর্যং স্তভূয়মানং বহতো বহন্তি[১]।
ব্যঙ্গেভির্দিদ্যুতানঃ সধস্থ একামিব রোদসী আ বিবেশ ॥৪॥

বলপ্রদায়িনী (নদীগুলি) তাঁকে পোষণ করে, ত্বষ্টার বলিষ্ঠ পুত্রকে, অক্ষয় এবং (জগতের) অবিচলিত ধারণ কর্তাকে বহন করে থাকে, তিনি নিজ গৃহে বিবিধ রূপের দ্বারা দীপ্তিমান হয়ে থাকেন; তিনি উভয় দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে প্রবেশ করেছেন যেন তাঁরা একই নারী ॥৪॥

১. বহতো বহন্তি—Jamison অনুবাদ করেছেন— ফলপ্রদায়ী (ঋত্বিকগণের অঙ্গুলি সকল?) তাঁকে বহন করে।

জানন্তি বৃষ্ণো অরুষস্য শেবমুত ব্রধ্নস্য শাসনে রণন্তি।
দিবোরুচঃ সুরুচো রোচমানা ইলা[১] যেষাং গণ্যা মাহিনা গীঃ ॥৫॥

মানবগণ সেই রক্তবর্ণ (শিখাযুক্ত) ফলবর্ষয়িতা বৃষভের কল্যাণকারিত্ব অবগত আছে। এবং সেই শিখার দ্বারা (তাম্র) বর্ণময় (অগ্নির) শাসনে তাঁরা আনন্দ অনুভব করেন; তাঁরা, স্বর্গের দীপ্তি দ্বারা শোভন ভাবে উজ্জ্বল হয়ে দীপ্যমান অবস্থায় থাকেন এবং ইলা (আহুতি) ও মহতী বাক্ তাঁদেরই সঙ্গভুক্তা ॥৫॥

১. ইলা— হব্য/স্তুতি।

উতো পিতৃভ্যাং প্র বিদানু ঘোষং মহো মহদ্ভ্যামনয়ন্ত শূষম্ ।
উক্ষা হ যত্র পরি ধানমক্তোরনু স্বং ধাম জরিতুর্ববক্ষ ॥৬॥

নিশ্চিতভাবেই প্রাচীনতর ঋষিগণের পরম্পরাগত জ্ঞানের বশে (মানুষেরা) (তাঁর) মহান পিতামাতার সোচ্চার প্রশস্তির মাধ্যমে প্রভূত শক্তি আনয়ন করে থাকে; যখন রাত্রিকালে সেই তরুণ বলবান(অগ্নি) নিজ স্থানের চতুর্দিকে শক্তি লাভ করে থাকেন, স্তোতার সমীপে (শক্তি) বহন করেন অথবা যখন সেই স্তোতার প্রতি ফলদায়ক বলবান (অগ্নি) রাত্রিকে বিদূরিত করে স্বকীয় তেজ দ্বারা বলবত্তর হয়ে থাকেন। ॥৬॥

অধ্বর্যুভিঃ পঞ্চভিঃ সপ্ত বিপ্রাঃ প্রিয়ং রক্ষন্তে নিহিতং পদং বেঃ ।
প্রাঞ্চো মদন্ত্যুক্ষণো অজুর্যা দেবা দেবানামনু হি ব্রতা গুঃ ॥৭॥

পঞ্চজন অধ্বর্যুর সঙ্গে সাতজন অনুপ্রেরিত স্তুতিকার সেই পক্ষীর প্রিয় এবং দৃঢ়স্থিত আবাসকে রক্ষা করেন। পূর্বমুখাভিগামী তরুণ, জরাহীন বৃষসকল (শিখাগুলি?) তাদের উৎফুল্ল করে, (যেন) স্বয়ং দেবগণ (এই ভাবে) দেবতার বিধান অনুসরণ করেন ॥৭॥

দৈব্যা হোতারা প্রথমা ন্যৃঞ্জে সপ্ত পৃক্ষাসঃ স্বধয়া মদন্তি ।
ঋতং শংসন্ত ঋতমিৎ ত আহুরনু ব্রতং ব্রতপা দীধ্যানাঃ ॥৮॥

আমি উভয় মুখ্য দিব্যহোতার আনুকূল্য প্রার্থনা করি। সাতটি অশ্ব/ঋত্বিক (যাঁরা বলদায়ী) স্বেচ্ছায় আনন্দ অনুভব করেন। সত্য স্তুতিরত তাঁরা কেবলমাত্র সত্যকথন করে থাকেন। নিয়মের রক্ষাকর্তারূপে কেবল নিয়মের চিন্তাই করে থাকেন ॥৮॥

বৃষায়ন্তে মহে অত্যায় পূর্বীর্বৃষ্ণে চিত্রায় রশ্ময়ঃ সুযামাঃ ।
দেব হোতর্মন্দ্রতরশ্চিকিত্বান্ মহো দেবান্ রোদসী এহ বক্ষি ॥৯॥

বহুজন (অশ্বীগুলি—শিখাগুলি?) মহান অশ্বের জন্য বৃষের ন্যায় আচরণ করে; তাদের (বন্ধন) রশ্মিসকল সেই বিচিত্রবর্ণ বলিষ্ঠ (বৃষের) দ্বারা সহজে নিয়ন্ত্রণ যোগ্য। হে দিব্য হোতা! সর্বাধিক আনন্দদায়ক, প্রাজ্ঞ তুমি দেবগণকে এবং দ্যাবাপৃথিবীকে এই (যজ্ঞ)স্থলে বহন করে আন ॥৯॥

পৃক্ষপ্রযজো দ্রবিণঃ সুবাচঃ সুকেতব উষসো রেবদূষুঃ ।
উতো চিদগ্নে মহিনা পৃথিব্যাঃ কৃতং চিদেনঃ সং মহে দশস্য ॥১০॥

হে ধনাধিপতি, ঊষাসকল, পরিপোষক হব্যাদি লাভ করে, শোভন স্তুতি লাভ করে, কল্যাণকর চিহ্ন সকল। (রশ্মি সকল) বহন করে উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশিত হয়েছেন। এবং ইদানীং হে অগ্নি, পৃথিবীর মহনীয়তা বশত, আমাদের মহৎ (ভাগ্য)বশত আমাদের কৃত অপরাধের প্রতি যেন ক্ষমাশীল হয়ে থাক ॥১০॥

ইলামগ্নে পুরুদংসং সনিং গোঃ শশ্বত্তমং হবমানায় সাধ ।
স্যান্নঃ সূনুস্তনয়ো বিজাবা ঽগ্নে সা তে সুমতির্ভূত্বস্মে ॥১১॥

হে অগ্নি! পবিত্র দুগ্ধ আহুতির ন্যায় গাভীর মাধ্যমে সমৃদ্ধ চিরস্থায়ী এবং বহুভাবে আশ্চর্যকর সম্পদ সম্পাদন কর তাঁর জন্য, যিনি নিয়ত তোমাকে আহ্বান করেন। আমাদের জন্য পুত্র এবং বংশধারা দান কর এবং হে অগ্নি! সর্বদা যেন আমরা তোমার অনুগ্রহ লাভ করি ॥১১॥

(সূক্ত-৮)

সমস্ত সূক্তের যূপ, ১১ ঋকের ছিন্নযূপের মূলভূত স্থানু, ৮ম ঋকের বিশ্বদেব বা যূপ, ষষ্ঠ হতে সমস্ত ঋকগুলির বহু যূপ দেবতা। গাথিনো বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১১।

অঞ্জন্তি ত্বামধ্বরে দেবয়ন্তো বনস্পতে মধুনা দৈব্যেন ।
যদূর্ধ্বস্তিষ্ঠা দ্রবিণেহ ধত্তাদ্ যদ্ বা ক্ষয়ো মাতুরস্যা উপস্থে ॥১॥

দেবতার পরিচর্যাকারী (ঋত্বিগ্গণ) যজ্ঞানুষ্ঠানে তোমাকে, হে বনস্পতি (যূপকাষ্ঠ) স্বর্গীয় মধুদ্বারা লিপ্ত করেন। যখন তুমি সমুন্নত (অবস্থায়) দণ্ডায়মান থাক, তখন আমাদের অভিমুখে ধন দান কর অথবা যখন তুমি এই মাতার (পৃথিবীর) ক্রোড়দেশে শান্তিতে বিশ্রামরত থাক (তখন) ॥১॥

সমিদ্ধস্য শ্রয়মাণঃ পুরস্তাদ্ ব্রহ্ম বন্বানো অজরং সুবীরম্ ।
আরে অস্মদমতিং বাধমান উচ্ছ্রয়স্ব মহতে সৌভগায় ॥২॥

প্রজ্জ্বলিত (অগ্নির) সম্মুখে/পূর্বভাগে অবস্থিত হয়ে, শোভন বীর-প্রদায়ক অক্ষয় স্তুতি প্রাপ্ত হয়ে, আমাদের নিকট হতে দারিদ্র্য এবং দুর্ভিক্ষকে দূরে অপসারিত করে মহৎ সৌভাগ্য (আমাদের) প্রদান করার জন্য (নিজেকে) উন্নীত কর ।।২।।

উচ্ছ্রয়স্ব বনস্পতে বর্ষ্মন্ পৃথিব্যা অধি ।
সুমিতী[1] মীয়মানো বর্চো ধা যজ্ঞবাহসে ।।৩।।

হে বনস্পতি! পৃথিবীর উচ্চতম প্রদেশে (নিজেকে) উন্নীত কর। সুষ্ঠু এবং পরিমিতভাবে নির্দিষ্ট জ্যোতি যজ্ঞবাহকের প্রতি দান কর ।।৩।।

১. সুমিতী ভীয়মানঃ— সুষ্ঠু ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত, সুপরিমিত— Jamison।

যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ ।
তং ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ ।।৪।।

উত্তম পরিচ্ছদধারী, (মালায়) আবেষ্টিত সেই তরুণ সমাগত; সে জন্মগ্রহণ করতে করতে শোভনতর হয়ে ওঠে; চিন্তাশীল এবং মনোযোগী কবিগণ দেবগণের পরিচর্যার অভিলাষে তাঁকে উর্দ্ধোত্থিত করে থাকেন ।।৪।।

জাতো জায়তে সুদিনত্বে অহ্নাং সমর্য আ বিদথে বর্ধমানঃ ।
পুনন্তি ধীরা অপসো মনীষা দেবয়া বিপ্র উদিয়র্তি বাচম্ ।।৫।।

জন্মগ্রহণ করে, তিনি সকল দিবসের মধ্যে উজ্জ্বলতম দিনে (পুনরায়) জন্ম নিয়েছেন, যজ্ঞানুষ্ঠানে বৃদ্ধি পেতে পেতে অধিক শক্তিমান হয়েছেন। চিন্তাশীল কর্মনিপুণ (ঋত্বিক)গণ তাঁকে ধী-র সাহায্যে শুদ্ধ করে থাকেন। দেবতার অভিলাষী কবি সোচ্চারে স্তুতি করেন ।।৫।।

যান্ বো নরো দেবয়ন্তো নিমিম্যুর্বনস্পতে স্বধিতির্বা ততক্ষ ।
তে দেবাসঃ স্বরবস্তস্থিবাংসঃ প্রজাবদস্মে দিধিষন্তু রত্নম্ ।।৬।।

তোমাদের (মধ্যে) যাঁকে দেবতা-অনুরাগী ব্যক্তিগণ দৃঢ়ভাবে সন্নিবিষ্ট করেছেন; তুমি, হে বনস্পতি! কুঠার যাঁকে ছেদন করেছে, সেই দেবতুল্য যূপকাষ্ঠ সকল যেন এই স্থানে দণ্ডায়মান অবস্থায় আমাদের প্রতি সন্তানসমৃদ্ধ ধনরাশি দান করেন ।।৬।।

যে বৃক্ণাসো অধি ক্ষমি নিমিতাসো যতস্রুচঃ ।
তে নো ব্যন্তু বার্যং দেবত্রা ক্ষেত্রসাধসঃ ।।৭।।

যেন সেই সকল যূপ যাঁরা পৃথিবীর উপরে খণ্ডিত হয়েছেন, অথবা (যাঁরা) পৃথিবীতে সন্নিবেশিত হয়েছেন, যাঁদের প্রতি যজ্ঞের স্রুক্ সকল প্রসারিত হয়েছে, যেন তাঁরা দেবতাদের অভিমুখে আমাদের বরণীয় হবিঃ বহন করেন এবং কর্ষিত ক্ষেত্রের প্রতি কল্যাণ সাধন করেন ।।৭।।

আদিত্যা রুদ্রা বসবঃ সুনীথা দ্যাবাক্ষামা পৃথিবী অন্তরিক্ষম্ ।
সজোষসো যজ্ঞমবন্তু দেবা ঊর্ধ্বং কৃণ্বন্ত্বধ্বরস্য কেতুম্ ।।৮।।

আদিত্যগণ, রুদ্রগণ, সুষ্ঠু পরিচালক বসুগণ, দ্যাবাপৃথিবী, পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ-লোকসমূহ—সকল দেবগণ যেন একত্রে আমাদের যজ্ঞকে সহায়তা করেন। তাঁরা যেন যজ্ঞের প্রজ্ঞাপক চিহ্নকে/ধ্বজকে উন্নত রাখেন ।।৮।।

হংসা ইব শ্রেণিশো যতানাঃ শুক্রা বসানাঃ স্বরবো ন আগুঃ ।
উন্নীয়মানাঃ কবিভিঃ পুরস্তাদ্ দেবা দেবানামপি যন্তি পাথঃ ।।৯।।

সারিবদ্ধ হংসযূথের ন্যায়, উজ্জ্বল (বস্ত্র) আচ্ছাদিত যূপসকল আমাদের প্রতি এই স্থানে আগমন করেছেন। সম্মু ভাগে/পূর্বভাগে ঋষি/জ্ঞানীগণ দ্বারা উর্ধ্বমুখে নীত হয়ে তাঁরা যেন দেবগণের ন্যায় দেবতাদের স্থানে গমন করছেন ।।৯।।

শৃঙ্গাণীবেচ্ছৃঙ্গিণাং সং দদৃশ্রে চষালবন্তঃ স্বরবঃ পৃথিব্যাম্ ।
বাঘদ্ভির্বা বিহবে শ্রোষমাণা অস্মাঁ অবন্তু পৃতনাজ্যেষু ।।১০।।

শৃঙ্গী পশুর শৃঙ্গসকলের ন্যায় সেই যূপসমূহ ভূমিপৃষ্ঠে (দণ্ডায়মান) এবং চক্রশোভিত অবস্থায় প্রত্যক্ষ হচ্ছেন। অথবা ঋত্বিগগণ দ্বারা বিবিধ ভাবে কৃত স্তুতি সমনোযোগে শ্রবণ করতে করতে যেন তাঁরা যুদ্ধের উদ্যমে আমাদের সহায়তা করেন ।।১০।।

বনস্পতে শতবল্শো বি রোহ সহস্রবল্শা বি বয়ং রুহেম ।
যং ত্বাময়ং স্বধিতিস্তেজমানঃ প্রণিনায় মহতে সৌভগায় ।।১১।।

হে বনস্পতি! শত শাখা যোগে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠ। যেন আমরা সহস্র শাখাযোগে বৃদ্ধি লাভ করি, যে তোমাকে এই কুঠার, তীক্ষ্ণধার হয়ে, মহৎ সৌভাগ্যের জন্য আমাদের প্রতি আনয়ন করেছে ।।১১।।

(সূক্ত-৯)

অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। বৃহতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৯।

সখায়স্ত্বা ববৃমহে দেবং মর্তাস উতয়ে।
অপাং নপাতং সুভগং সুদীদিতিং সুপ্রতূর্তিমনেহসম্ ॥১॥

(হে অগ্নি) আমরা মর্ত্যবাসী মিত্রগণ তোমাকে, দেবতাকে সহায়তা প্রাপ্তির জন্য বরণ করি। তুমি, জলের সন্তান, সৌভাগ্যবান, সম্যক দীপ্তিমান, সুষ্ঠুভাবে অগ্রগামী এবং অনিন্দ্য (সেই তোমাকে বরণ করি) ॥১॥

কায়মানো বনা ত্বং যন্মাতৃরজগন্নপঃ।
ন তৎ তে অগ্নে প্রমৃষে নিবর্তনং যদ্ দূরে সন্নিহাভবঃ ॥২॥

যেহেতু অরণ্যের (সংযোগে) উৎফুল্ল/কামনাশীল তুমি তোমার জননীর জলধারার অভিমুখে গমন করেছ সেই জন্য তোমার (এই) প্রত্যাবর্তন অবহেলার বিষয় নয়, হে অগ্নি, দূরে অবস্থিত (হলেও তুমি) এইস্থানে (অধিষ্ঠান করার জন্য) আগমন করেছ ॥২॥

অতি তৃষ্টং ববক্ষিথাথৈব সুমনা অসি।
প্রপ্রান্যে যন্তি পর্যন্য আসতে যেষাং সখ্যে অসি শ্রিতঃ ॥৩॥

তুমি ধূমরাশি অতিক্রম করে বর্ধিত হয়েছ এবং সেই কারণে ইদানীং তুমি হিতকর (বন্ধু)। তাঁরা অনেকে ক্রমশ সম্মুখে গমন করেন, অপরকেহ চতুর্দিকে অবস্থান করেন— যাঁদের সাহচর্যে তুমি বিশ্রাম করে থাক ॥৩॥

টীকা—অন্যে অন্যে—পুরোহিতগণ/অগ্নি শিখা সকল।

ঈয়িবাংসমতি স্রিধঃ শশ্বতীরতি সশ্চতঃ।
অন্বীমবিন্দন্ নিচিরাসো অদ্রুহো[১] হপ্সু সিংহমিব শ্রিতম্ ॥৪॥

যিনি বিরোধীগণকে অভিভূত করেছেন, নিয়ত অনুসরণকারীগণকেও অতিক্রম করেছেন, সেই তাঁকে ভ্রান্তিহীনভাবে পর্যবেক্ষণকারীগণ জলের মধ্যে সিংহের ন্যায় বিশ্রামরত দেখেছিলেন ॥৪॥

১. নিচিরাসঃ অদ্রুহঃ—দেবগণ যাঁরা অগ্নিকে অনুসরণ করেছেন।

সসৃবাংসমিব ত্মনা হগ্নিমিথা তিরোহিতম্।
এনং নয়ন্মাতরিশ্বা পরাবতো দেবেভ্যো মথিতং পরি ॥৫॥

স্বচ্ছন্দে বিচরণরত সেই অগ্নিকে এইভাবে সংগোপনে স্থিত অবস্থা থেকে মাতরিশ্বন্[১] বহুদূর হতে মন্থন দ্বারা নিষ্পাদিত করে দেবগণের নিকট হতে (আমাদের) প্রতি আনয়ন করেছেন ॥৫॥

১. মাতরিশ্বন্— বায়ু।

তং ত্বা মর্তা অগৃভ্ণত দেবেভ্যো হব্যবাহন।
বিশ্বান্ যদ্ যজ্ঞাঁ অভিপাসি মানুষ তব ক্রত্বা যবিষ্ঠ্য ॥৬॥

হে হব্যবাহক (অগ্নি)! এইভাবে মরণশীল মানবগণ দেবতাদের নিকট হতে তোমাকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন যখন তুমি, হে মানবগণের মিত্র! সর্ব কনিষ্ঠ! তোমার নিজ শক্তিতে সকল যজ্ঞ রক্ষা কর ॥৬॥

তদ্ ভদ্রং তব দংসনা পাকায় চিচ্ছদয়তি।
ত্বাং যদগ্নে পশবঃ সমাসতে সমিদ্ধমপিশর্বরে ॥৭॥

তোমার আশ্চর্য ক্ষমতার দ্বারা এই কল্যাণ (সম্ভব) হয় যে সরল(মতি) মানুষের প্রতিও (সে কথা) শুভ প্রতিপন্ন হয় যখন তোমার চতুর্দিকে বেষ্টন করে, হে অগ্নি, পশুগুলি একত্রে অবস্থান করে, যেখানে তুমি রাত্রির অন্ত ভাগে প্রদীপ্ত হয়ে থাক ॥৭॥

আ জুহোতা স্বধ্বরং শীরং পাবকশোচিষম্।
আশুং দূতমজিরং প্রত্নমীড্যং শ্রুষ্টী দেবং সপর্যত ॥৮॥

যিনি সুষ্ঠু যজ্ঞ বিষয়ে জ্ঞানী তাঁকে আহুতি প্রদান কর। সেই পবিত্র শিখাবানকে তীক্ষ্ণতর কর (অথবা যিনি দহন করেন পবিত্র শিখাদ্বারা তাঁকে আহুতি দাও)। সেই ক্ষিপ্রগামী দূত, যিনি কর্মদক্ষ, প্রাচীন এবং শ্রদ্ধার্হ সেই দেবতাকে নিষ্ঠাসহ পরিচর্যা কর ॥৮॥

ত্রীণি শতা ত্রী সহস্রাণ্যগ্নিং ত্রিংশচ্চ দেবা নব চাসপর্যন্।
ঔক্ষন্ ঘৃতৈরস্তৃণন্ বর্হিরস্মা আদিদ্ধোতারং ন্যসাদয়ন্ত ॥৯॥

তিন শত এবং তিন সহস্র এবং ত্রিংশ তথা আরও নয়জন দেবতা অগ্নিকে সেবা করেছিলেন। তাঁরা তাঁকে ঘৃত দ্বারা সিঞ্চিত করেন এবং তাঁর জন্য কুশ আস্তীর্ণ করেন। তারপর তাঁকে হোতৃরূপে উপবেশন করান ॥৯॥

(সূক্ত-১০)

অগ্নি দেবতা। গাথিনো বিশ্বামিত্র ঋষি। উষ্ণিক্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৯।

ত্বামগ্নে মনীষিণঃ সম্রাজং চর্ষণীনাম্ ।
দেবং মর্তাস ইন্ধতে সমধ্বরে ॥১॥

হে অগ্নি! তোমাকে, মনুষ্যগণের সম্রাটকে, দেবতাকে মর্তবাসী প্রাজ্ঞজনেরা যজ্ঞস্থলে যথাযথ ভাবে প্রজ্বলিত করে থাকেন ॥১॥

ত্বাং যজ্ঞেস্বৃত্বিজমগ্নে হোতারমীলতে ।
গোপা ঋতস্য দীদিহি স্বে দমে ॥২॥

সকল যজ্ঞে তাঁরা তোমাকেই পুরোহিতরূপে, হোতৃরূপে আবাহন করেন, হে অগ্নি! ন্যায়ের রক্ষক রূপে তুমি নিজ গৃহে দীপ্যমান হও ॥২॥

স ঘা যস্তে দদাশতি সমিধা জাতবেদসে ।
সো অগ্নে ধত্তে সুবীর্যং স পুষ্যতি ॥৩॥

যিনি যথাবিধি তোমাকে ইন্ধন দ্বারা পরিচর্যা করেন, হে সকল প্রাণীর বিষয়ে অভিজ্ঞ (জাতবেদা) অগ্নি, অবশ্যই তিনি উত্তম ক্ষমতা লাভ করেন, সমৃদ্ধ হয়ে থাকেন ॥৩॥

স কেতুরধ্বরাণামগ্নির্দেবেভিরা গমৎ ।
অঞ্জানঃ সপ্ত হোতৃভির্হবিষ্মতে ॥৪॥

যজ্ঞের প্রজ্ঞাপক (পতাকা) স্বরূপ তিনি, অগ্নি দেবগণ সহ (আমাদের) অভিমুখে আগমন করেছেন, সপ্ত হোতার দ্বারা সজ্জিত তিনি হবিঃ বহনকারীর জন্য (যজমানের) প্রতি (আগমন করেছেন) ॥৪॥

প্র হোত্রে পূর্ব্যং বচো ঽগ্নয়ে ভরতা বৃহৎ ।
বিপাং জ্যোতীংষি বিভ্রতে ন বেধসে ॥৫॥

তোমাদের প্রথম মহতী স্তুতি সেই হোতার, অগ্নির উদ্দেশে অর্পণ কর, তাঁর উদ্দেশে, যিনি (ন্যায়) বিধানকারীর মত অনুপ্রেরণার জ্যোতিকে উদ্ভাসিত করে থাকেন ॥৫॥

অগ্নিং বর্ধন্তু নো গিরো যতো জায়ত উক্থ্যঃ ।
মহে বাজায় দ্রবিণায় দর্শতঃ ॥৬॥

আমাদের স্তোত্র সকল যেন অগ্নিকে পরিপুষ্ট করে যে সকল (স্তোত্র) হতে তিনি জন্ম লাভ করেন স্তুতির যোগ্য হয়ে; প্রভূত শক্তি এবং সুপ্রচুর সম্পদের জন্য শোভন দর্শন রূপে ॥৬॥

অগ্নে যজিষ্ঠো অধ্বরে দেবান্ দেবয়তে যজ ।
হোতা মন্দ্রো বি রাজস্যতি স্রিধঃ ॥৭॥

হে অগ্নি! শ্রেষ্ঠ যজ্ঞসম্পাদক তুমি দেবগণকে, যজ্ঞস্থলে দেবতার প্রতি অভিলাষী (যজমানের) জন্য যজনা কর। তুমি আনন্দদায়ক হোতা, বিরোধকে অতিক্রম কর সর্বত্র তুমি আধিপত্য করে থাক ॥৭॥

স নঃ পাবক দীদিহি দ্যুমদস্মে সুবীর্যম্ ।
ভবা স্তোতৃভ্যো অন্তমঃ স্বস্তয়ে ॥৮॥

সেইরূপে, হে শুদ্ধিকারী, আমাদের প্রতি যেন তোমার শোভনবীর্য জ্যোতির্ময় শক্তি দীপ্তি বিকীরণ করে। তোমার স্তুতিকারীদের কল্যাণের জন্য তাদের অতি সমীপবর্তী হও ॥৮॥

তং ত্বা বিপ্রা বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে ।
হব্যবাহমমর্ত্যং সহোবৃধম্ ॥৯॥

যে তুমি হব্যবাহক, অমর এবং তেজোবর্ধনকারী সেইরূপ তোমাকে অনুকূল, প্রাজ্ঞ কবিগণ সদা জাগ্রত অবস্থায় সম্যক ইন্ধন দ্বারা প্রদীপ্ত করেন ॥৯॥

(সূক্ত-১১)

অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৯।

অগ্নির্হোতা পুরোহিতো ঽধ্বরস্য বিচর্ষণিঃ ।
স বেদ যজ্ঞমানুষক্ ॥১॥

অগ্নি যজ্ঞের হোতা, তিনিই পুরোহিত (সম্মুখে স্থাপিত), ক্ষিপ্র কর্মানুষ্ঠাতা/বিশেষ দ্রষ্টা। তিনি যজ্ঞ বিষয়ে যথাবিধি অবহিত আছেন ॥১॥

স হব্যবালমর্ত্য উশিগ্‌দূতশ্চনোহিতঃ ।
অগ্নির্ধিয়া সমৃণ্বতি ॥২॥

তিনি হবিঃ বহন করে থাকেন, মৃত্যুহীন, দূত, সম্যকভাবে স্থাপিত। অগ্নি মনীষার দ্বারা (যজ্ঞকে) সম্মিলিত করে থাকেন ॥২॥

অগ্নির্ধিয়া স চেততি কেতুর্যজ্ঞস্য পূর্ব্যঃ ।
অর্থং হ্যস্য তরণি ॥৩॥

অগ্নি প্রজ্ঞা দ্বারা যজ্ঞের প্রাচীন প্রজ্ঞাপকচিহ্নের (পতাকার) ন্যায়, দর্শন যোগ্য হয়ে থাকেন। তাঁর জ্যোতি (অন্ধকার) উত্তরণ করে অথবা তাঁর লক্ষ্য সব (বাধা) অতিক্রম করে ॥৩॥

অগ্নিং সূনুং সনশ্রুতং সহসো জাতবেদসম্ ।
বহ্নিং দেবা অকৃণ্বত ॥৪॥

অগ্নি, যিনি বলের পুত্র, চিরকাল হতে প্রখ্যাত। জীব সকলকে অবগত থাকেন, তাঁকে দেবগণ (হবিঃ-র) বহনকারী করেছেন ॥৪॥

অদাভ্যঃ পুরএতা বিশামগ্নির্মানুষীণাম্ ।
তূর্ণী রথঃ সদা নবঃ ॥৫॥

সেই মানবগোষ্ঠীসকলের অগ্রগামী অপ্রতিরোধ্য নেতা অগ্নি, তিনি (যেন) ক্ষিপ্রগামী চিরনবীন (এক) রথ ॥৫॥

সাহ্বান্ বিশ্বা অভিযুজঃ ক্রতুর্দেবানামমৃক্তঃ ।
অগ্নিস্তুবিশ্রবস্তমঃ ॥৬॥

দেবগণের অজেয় শক্তিস্বরূপ, যিনি সকল আঘাতকে পরাজিত করেন সেই প্রভূত খ্যাতির অধিকারীগণের মধ্যে অগ্নিই শ্রেষ্ঠ ॥৬॥

অভি প্রয়াংসি বাহসা দাশ্বাঁ অশ্নোতি মর্ত্যঃ ।
ক্ষয়ং পাবকশোচিষঃ ॥৭॥

তাঁর প্রতি প্রীতিকর হব্য দান করার ফলে হবির্দাতা মানব (যজমান) সেই শুদ্ধিকারী জ্যোতিঃসমন্বিত (অগ্নি)র নিকট হতে আবাস লাভ করেন ॥৭॥

পরি বিশ্বানি সুধিতা হগ্নেরশ্যাম মন্মভিঃ ।
বিপ্রাসো জাতবেদসঃ ॥৮॥

অগ্নির নিকট হতে আমাদের (কৃত) স্তুতি দ্বারা যেন আমরা সর্বপ্রকার শোভনভাবে রক্ষিত সম্পদ লাভ করি। (আমরা) সেই জাতবেদার সকল প্রাণী বিষয়ে যিনি অবগত থাকেন) তাঁর স্তোতৃবৃন্দ ॥৮॥

অগ্নে বিশ্বানি বার্যা বাজেষু সনিষামহে ।
ত্বে দেবাস এরিরে ॥৯॥

হে অগ্নি! আমাদের শক্তি প্রকাশক কার্যের মধ্যে যেন আমরা সর্বপ্রকার কাম্য বস্তু লাভ করতে পারি। তোমার মধ্যে সকল দেবতা অবস্থান করেন ॥৯॥

(সূক্ত-১২)

ইন্দ্রাগ্নী দেবতা। গাথিনো বিশ্বামিত্র ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৯।

ইন্দ্রাগ্নী আ গতং সুতং গীর্ভির্নভো বরেণ্যম্ ।
অস্য পাতং ধিয়েষিতা ॥১॥

ইন্দ্র এবং অগ্নি!। এই বরণীয় অভিষুত (সোমের/হব্যের) অভিমুখে আগমন কর, আমাদের স্তুতি দ্বারা যে (সোম) স্বর্গ হতে (আনীত হয়েছে), আমাদের প্রজ্ঞা দ্বারা অনুপ্রেরিত হয়ে তা পান কর। ॥১॥

টীকা—অথবা এই সোমের অভিমুখে স্তুতি দ্বারা আগমন কর স্বর্গস্থিত দেবগণ যা কামনা করেন ইত্যাদি।

ইন্দ্রাগ্নী জরিতুঃ সচা যজ্ঞো জিগাতি চেতনঃ ।
অয়া পাতমিমং সুতম্ ॥২॥

ইন্দ্র এবং অগ্নি! স্তোতার (কৃত) যজ্ঞ তোমাদের অভিমুখে যুগপৎ গমন করে, যা তোমাদের অবধানের যোগ্য। এর দ্বারা এই অভিষুত (সোম) পান কর ॥২॥

ইন্দ্রমগ্নিং কবিচ্ছদা যজ্ঞস্য জূত্যা বৃণে ।
তা সোমস্যেহ তৃম্পতাম্ ॥৩॥

আমি ইন্দ্র ও অগ্নিকে, যাঁরা উভয়ে আমাদের যজ্ঞের প্রেরণাবশত-ঋষি কবিরূপে প্রতিভাত হন (তাঁদের) বরণ করি; তাঁরা যেন (উভয়ে) এই স্থানে সোমের দ্বারা তৃপ্তি লাভ করেন ॥৩॥

তোশা বৃত্রহণা হুবে সজিত্বানাপরাজিতা ।
ইন্দ্রাগ্নী বাজসাতমা ॥৪॥

ইন্দ্র ও অগ্নিকে আমি আবাহন করি যাঁরা যুগপৎ শত্রুনাশক বাধাকে বিনাশ করেন, সদা জয়শীল, অপ্রতিহত এবং সম্পদকে/অন্নকে সর্বশ্রেষ্ঠভাবে জয় করেন ॥৪॥

প্র বামর্চন্ত্যুক্থিনো নীথাবিদো জরিতারঃ ।
ইন্দ্রাগ্নী ইষ আ বৃণে ॥৫॥

স্তোতৃবৃন্দ তাঁদের প্রশস্তিসহ, (কবি) কৃতিবিষয়ে/ স্তুতিবিষয়ে অভিজ্ঞ (হয়ে) তোমাদের উভয়ের প্রতি অর্চনা করেন, হে ইন্দ্র এবং অগ্নি! আমি তোমাদের হব্যের জন্য বরণ করি ॥৫॥

ইন্দ্রাগ্নী নবতিং পুরো দাসপত্নীরধূনুতম্ ।
সাকমেকেন কর্মণা ॥৬॥

হে ইন্দ্র ও অগ্নি! যুগপৎ একটি মাত্র প্রচেষ্টার সাহায্যে তোমরা দাস/শত্রু অধ্যুষিত নবতি দুর্গ প্রকম্পিত করেছিলে ॥৬॥

ইন্দ্রাগ্নী অপসস্পর্যুপ প্র যন্তি ধীতয়ঃ ।
ঋতস্য পথ্যাও অনু ॥৭॥

হে ইন্দ্র ও অগ্নি। আমাদের (যজ্ঞ)কর্ম হতে আমাদের প্রজ্ঞাসকল (তোমাদের) প্রতি ধাবিত হয়, ন্যায়ের পথকে অনুসরণ করে ॥৭॥

ইন্দ্রাগ্নী তবিষাণি বাং সধস্থানি প্রয়াংসি চ ।
যুবোরপ্তূর্যং হিতম্ ॥৮॥

হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমাদের আবাস এবং সুখকর হব্য সকল বলসমৃদ্ধ। তোমাদের উভয়ের প্রতি জলরাশিকে প্রবাহিত (করার) ভার নিহিত থাকে ॥৮॥

ইন্দ্রাগ্নী রোচনা দিবঃ পরি বাজেষু ভূষথঃ ।
তদ্ বাং চেতি প্র বীর্যম্ ॥৯॥

হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমাদের শক্তিব্যঞ্জক কর্ম দ্বারা তোমরা দ্যুলোকের উজ্জ্বল আলোকেও উদ্ভাসিত করে থাক। তোমাদের এই বীরত্বের কথা প্রকটিত হয়েছে ॥৯॥

অনুবাক-৩

(সূক্ত-১৩)

অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্রের অপত্য ঋষভ ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৭।

প্র বো দেবায়াগ্নয়ে বর্হিষ্ঠমর্চাস্মৈ ।
গমদ্ দেবেভিরা স নো যজিষ্ঠো বর্হিরা সদৎ ॥১॥

তোমাদের এই দেবতা, অগ্নির প্রতি মহত্তম প্রশস্তি পাঠ করি। তিনি আমাদের অভিমুখে যেন দেবতাগণসহ আগমন করেন এবং শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ সম্পাদকরূপে এই কুশের উপর আসন গ্রহণকরেন ॥১॥

ঋতাবা যস্য রোদসী দক্ষং সচন্ত উতয়ঃ ।
হবিষ্মন্তস্তমীলতে তং সনিষ্যন্তোঽবসে ॥২॥

সেই সত্যসন্ধ, উভয় দ্যাবাপৃথিবী এবং (দেবগণের) সহায়তা যাঁর দক্ষতাকে অনুসরণ করে, এই হবিঃদাতা (মানবগণ) তাঁকে স্তুতি করে, এই জয়লাভে ইচ্ছুক (মানবগণ) তাঁকে অনুগ্রহের জন্য (স্তুতি করে) ॥২॥

স যন্তা বিপ্র এষাং স যজ্ঞানামথা হি ষঃ ।
অগ্নিং তং বো দুবস্যত দাতা যো বনিতা মঘম্ ॥৩॥

তিনি মেধাবী কবি, এই সকল মানুষের নিয়ামক; তিনি যজ্ঞসমূহের (নিয়ামক); কারণ তিনি এইরূপই। সেই অগ্নিকে তোমরা পরিচর্যা কর যিনি প্রভূত জয় করেন এবং দান করেন ।।৩।।

স নঃ শর্মাণি বীতয়ে ঽগ্নির্যচ্ছতু শংতমা ।
যতো নঃ প্রুষ্ণবদ্ বসু দিবি ক্ষিতিভ্যো অপ্স্বা ॥৪॥

অতএব যেন অগ্নি আমাদের প্রতি শ্রেষ্ঠ সুখকর আশ্রয় উপভোগ করার জন্য প্রদান করেন যে স্থান হতে তিনি স্বর্গলোকে বা জলরাশিতে সর্বত্র আমাদের আবাসে সম্পদ বর্ষণ করবেন ।।৪।।

দীদিবাংসমপূর্ব্যং বস্বীভিরস্য ধীতিভিঃ ।
ঋক্বাণো অগ্নিমিন্ধতে হোতারং বিশ্পতিং বিশাম্ ॥৫॥

সেই জ্যোতির্ময় যিনি অতুলনীয়, তাঁর নিজস্ব অত্যুত্তম প্রজ্ঞাসকলের কারণে, সেই হোতা অগ্নিকে ঋগ্মন্ত্র পাঠকারী (ঋত্বিকগণ) প্রজ্বলিত করে থাকেন। তিনি গোষ্ঠীসমূহের অধিপতি ।।৫।।

উত নো ব্রহ্মন্নবিষ উক্থেষু দেবহূতমঃ ।
শং নঃ শোচা মরুদ্বৃধো ঽগ্নে সহস্রসাতমঃ ॥৬॥

অতঃপর যাঁরা দেবতাদের আহ্বান করেন তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠজনরূপে আমাদের স্তোত্রসমূহে ও উক্থ্যসমূহে সহায়তা কর। হে মরুৎগণের সখা, মরুৎগণের দ্বারা সমৃদ্ধ অগ্নি আমাদের সৌভাগ্য রূপে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠ কারণ তুমিই সহস্র (সম্পদের) শ্রেষ্ঠ বিজেতা ।।৬।।

নূ নো রাস্ব সহস্রবৎ তোকবৎ পুষ্টিমদ্ বসু ।
দ্যুমদগ্নে সুবীর্যং বর্ষিষ্ঠমনুপক্ষিতম্ ॥৭॥

হে অগ্নি! অবশ্যই আমাদের প্রতি সহস্র সংখ্যক সন্তানসমৃদ্ধ, পোষণসমৃদ্ধ এবং শোভন বীরগণ সমন্বিত দীপ্তিময় সম্পদ দান কর যা সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অক্ষয় ।।৭।।

(সূক্ত-১৪)

অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্রের পুত্র ঋষভ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৭।

আ হোতা মন্দ্রো বিদথান্যস্থাৎ সত্যো যজ্বা কবিতমঃ স বেধাঃ ।
বিদ্যুদ্রথঃ সহসস্পুত্রো অগ্নিঃ শোচিষ্কেশঃ পৃথিব্যাং পাজো অশ্রেৎ ॥১॥

সেই আনন্দকর হোতা যজ্ঞস্থানের প্রতি আগমন করেছেন। তিনি সত্যস্বরূপ, যজ্ঞকর্মে দক্ষ, শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, বিধিনিয়ামক। বলের পুত্র অগ্নি, বিদ্যুতের রথে (আরূঢ়), তাঁর কেশরাশি প্রদীপ্ত, (তিনি) পৃথিবীতে তাঁর তেজ স্থাপন করেছেন ।।১।।

অয়ামি তে নমউক্তিং জুষস্ব ঋতাবস্তুভ্যং চেততে সহস্বঃ ।
বিদ্বাঁ আ বক্ষি বিদুষো নি ষৎসি মধ্য আ বর্হিরূতয়ে যজত্র ॥২॥

তোমার প্রতি (আমি এই) শ্রদ্ধাবাচন প্রেরণ করি। গ্রহণ কর। হে সত্যসন্ধ, বলবান, তুমি (এই স্তুতি) অবধান কর। হে জ্ঞানী, জ্ঞানবান (দেবগণকে) এখানে আনয়ন কর। বর্হিঃর উপরে মধ্যভাগে হে যজনীয় আমাদের সহায়তা করার জন্য উপবেশন কর ।।২।।

দ্রবতাং ত উষসা বাজয়ন্তী অগ্নে বাতস্য পথ্যাভিরচ্ছ ।
যৎ সীমঞ্জন্তি পূর্ব্যং হবির্ভিরা বন্ধুরেব তস্থতুর্দুরোণে ॥৩॥

হে অগ্নি! ঊষা এবং রাত্রি, যেন শক্তির জন্য দ্রুত গমন করতে করতে তোমার অভিমুখে, বায়ুর পথ অনুসরণে আগমন করেন যখন (ঋত্বিগ্গণ), তাঁদের আহুতি দ্বারা প্রাচীন প্রথম তাঁকেই শোভিত করেন। তাঁরা উভয়ে বাসস্থানে অবস্থান করেন যেমন ভাবে কেউ রথাগ্রে বিদ্যমান থাকে ।।৩।।

মিত্রশ্চ তুভ্যং বরুণঃ সহস্বো ঽগ্নে বিশ্বে মরুতঃ সুম্নমর্চন্ ।
যচ্ছোচিষা সহসস্পুত্র তিষ্ঠা অভি ক্ষিতীঃ প্রথয়ন্ৎসূর্যো নৄন্ ॥৪॥

হে অগ্নি! বলবান, তোমার উদ্দেশে মিত্র, বরুণ এবং সকল মরুৎ অনুগ্রহের জন্য স্তুতি করেন। যেন হে বলের পুত্র, তুমি শিখাসকলসহ ঋজুভাবে অবস্থান কর, বসতিসকলকে বিস্তারিত করতে করতে, মানুষের প্রতি সূর্যরূপে (অবস্থান কর) ।।৪।।

বয়ং তে অদ্য ররিমা হি কামমুত্তানহস্তা নমসোপসদ্য।
যজিষ্ঠেন মনসা যক্ষি দেবানস্রেধতা মন্মনা বিপ্রো অগ্নে ॥৫॥

যখন অদ্য আমরা তোমার উদ্দেশে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করেছি, হস্ত ঊর্ধ্বে প্রসারিত অবস্থায় সশ্রদ্ধভাবে উপস্থিত হয়েছি, তখন হে অগ্নি, তোমার শ্রেষ্ঠ যজ্ঞীয় বোধের সাহায্যে দেবগণের উদ্দেশে যজ্ঞ কর। তোমার ত্রুটিহীন চিন্তার মাধ্যমে কবি/ক্রান্তদর্শী (রূপে উপনীত হও) ॥৫॥

ত্বদ্ধি পুত্র সহসো বি পূর্বীর্দেবস্য যন্ত্যূতয়ো বি বাজাঃ।
ত্বং দেহি সহস্রিণং রয়িং নো হদ্রোঘেণ বচসা সত্যমগ্নে ॥৬॥

যেহেতু, হে বলের পুত্র, তোমার নিকট হতে দেবতার বিবিধরূপ সহায়তা এবং বিচিত্র সম্পদ/ তেজসমূহ প্রকাশিত হয়ে থাকে, হে অগ্নি! তোমার অকপট বাক্যের দ্বারা তুমি সহস্র সংখ্যক যথার্থ ধন দান কর ॥৬॥

তুভ্যং দক্ষ কবিক্রতো যানীমা দেব মর্তাসো অধ্বরে অকর্ম।
ত্বং বিশ্বস্য সুরথস্য বোধি সর্বং তদগ্নে অমৃত স্বদেহ ॥৭॥

হে দেব! আমরা মর্তবাসীগণ যজ্ঞের মাধ্যমে এই যে-সকল (কর্ম) সাধন করেছি সে-সকল তোমারই জন্য হে কর্মদক্ষ, সর্বজ্ঞ। তুমি সকল শোভন রথীর মিত্র হও। হে মরণহীন অগ্নি! এই সকল বিষয় এইস্থানে উপভোগ কর ॥৭॥

(সূক্ত-১৫)

অগ্নি দেবতা। কতগোত্রোৎপন্ন উৎকীল ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৭।

বি পাজসা পৃথুনা শোশুচানো বাধস্ব দ্বিষো রক্ষসো অমীবাঃ।
সুশর্মণো বৃহতঃ শর্মণি স্যামগ্নেরহং সুহবস্য প্রণীতৌ ॥১॥

বিপুল যশের সঙ্গে সর্বত্র সদাপ্রদীপ্ত (হে অগ্নি)! সকল বিরোধ, রাক্ষসগণ ও পিশাচ। (ব্যাধি পীড়ার) অবসান কর। আমি যেন সেই সুরক্ষণদাতা, মহান অগ্নির আশ্রয়ে, সেই সহজে আহূত অগ্নির পরিচর্যাকার্যে বর্তমান থাকি ॥১॥

ত্বং নো অস্যা উষসো ব্যুষ্টৌ ত্বং সূর উদিতে বোধি গোপাঃ।
জন্মেব নিত্যং তনয়ং জুষস্ব স্তোমং মে অগ্নে তন্বা সুজাত ॥২॥

অদ্য এই উষার প্রকাশকালে, তুমি সূর্যের উদয়ে (নিজেকে) আমাদের রক্ষকরূপে যেন অবগত হও। নিজ দেহে সুষ্ঠুরূপে জাত হে অগ্নি, আমার স্তুতি নিজ জন্মের অনুরূপ ভাবে উপভোগ কর। যেমন ভাবে পিতা তাঁর নিজপুত্রের জন্মে (আনন্দ করেন) ॥২॥

ত্বং নৃচক্ষা বৃষভানু পূর্বীঃ কৃষ্ণাস্বগ্নে অরুষো বি ভাহি।
বসো নেষি চ পর্ষি চাত্যংহঃ কৃধী নো রায় উশিজো যবিষ্ঠ ॥৩॥

হে মানবগণের পর্যবেক্ষক, ফলবর্ষয়িতা, বহু (উষাকালে) অন্ধকারের মধ্যে (জ্যোতির্ময়) অগ্নি, রক্তোজ্জ্বল (শিখা দ্বারা) উজ্জ্বলতা বিতরণ কর। হে উত্তম (অগ্নি)! আমাদের পরিচালনা কর। সংকীর্ণ বিপদে উত্তীর্ণ কর। হে নবীনতম (দেবতা)! আমাদের সম্পদলাভের জন্য ইচ্ছাকে পূরণ কর ॥৩॥

অষাল্হো অগ্নে বৃষভো দিদীহি পুরো বিশ্বাঃ সৌভগা সংজিগীবান্।
যজ্ঞস্য নেতা প্রথমস্য পায়োর্জাতবেদো বৃহতঃ সুপ্রণীতে ॥৪॥

অগ্নি, তুমি অদম্য এবং (ধনের) বর্ষয়িতা, (শত্রুর) সকল পুরী এবং সকল শোভন সম্পদ বিজয় করতে করতে প্রদীপ্ত থাকো। তুমি যজ্ঞের সম্পদক এবং মুখ্য মহান রক্ষাকর্তা, সুষ্ঠু নিয়ামক হে জাতবেদস্/(সকল প্রাণীর বিষয়ে জ্ঞান সম্পন্ন) ॥৪॥

অচ্ছিদ্রা শর্ম জরিতঃ পুরূণি দেবাঁ অচ্ছা দীদ্যানঃ সুমেধাঃ।
রথো ন সস্নিরভি বক্ষি বাজমগ্নে ত্বং রোদসী নঃ সুমেকে ॥৫॥

তোমার (প্রদত্ত) আশ্রয়সকল ত্রুটিহীন এবং বহুসংখ্যক; হে স্তোতা, (অগ্নি?)! প্রাজ্ঞ তুমি দেবগণের প্রতি জ্যোতিঃ বিকিরণরত অবস্থায়, বিজয়শীল রথের ন্যায় সম্পদের/শক্তির প্রতি (আমাদের) বহন কর; (তোমার দীপ্তি দ্বারা) দ্যাবা পৃথিবীকে সুষ্ঠু আলোকিত কর ॥৫॥

প্র পীপয় বৃষভ জিন্ব বাজানগ্নে ত্বং রোদসী নঃ সুদোঘে।
দেবেভির্দেব সুরুচা রুচানো মা নো মর্তস্য দুর্মতিঃ পরি ষ্ঠাৎ ॥৬॥

হে ফলদাতা! পরিপূর্ণ হও, আমাদের জন্য (প্রচুর) সম্পদকে ত্বরান্বিত কর। স্বর্গ ও পৃথিবীকে হে অগ্নি আমাদের প্রতি বহু দুগ্ধদায়িনী (গাভীর) ন্যায় কর। হে দেব, সম্যক দীপ্তিময় দেবগণের সঙ্গে সঙ্গে দীপ্যমান তুমি যেন আমাদের বিরুদ্ধে কোনও মর্তবাসীর অসদভিপ্রায় সফল হতে দিও না ।।৬।।

ইলামগ্নে পুরুদংসং সনিং গোঃ শশ্বত্তমং হবমানায় সাধ ।
স্যান্নঃ সূনুস্তনয়ো বিজাবা ঽগ্নে সা তে সুমতির্ভূত্বস্মে ॥৭॥

হে অগ্নি! পবিত্র দুগ্ধ আহুতির ন্যায় গাভীর মাধ্যমে সমৃদ্ধ, চিরস্থায়ী এবং বহুভাবে আশ্চর্যকর সম্পদ সম্পাদন কর তাঁর জন্য, যিনি নিয়ত তোমাকে আহ্বান করেন। আমাদের জন্য পুত্র এবং বংশধারা দান কর এবং হে অগ্নি! সর্বদা যেন আমরা তোমার অনুগ্রহ লাভ করি ।।৭।।

(সূক্ত-১৬)

অগ্নি দেবতা। উৎকীল ঋষি। প্রগাথ (১,৩,৪ বৃহতী, ২,৪,৬ সতোবৃহতী) ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা- ৬।

অয়মগ্নিঃ সুবীর্যস্যেশে মহঃ সৌভগস্য ।
রায় ঈশে স্বপত্যস্য গোমত ঈশে [1]বৃত্রহথানাম্ ॥১॥

এই অগ্নি উত্তম বীরত্বের এবং বিপুল সৌভাগ্যের প্রভু। শোভনসন্তানযুক্ত এবং গাভীসমৃদ্ধ ধনের অধিপতি, তিনি বিঘ্ন (বৃত্র) বিনাশনেরও অধিনায়ক ।।১।।

১. বৃত্রহথ –বৃত্র-বাধার প্রতীক তারে যে বিনষ্ট করে।

ইমং নরো মরুতঃ সশ্চতা বৃধং যস্মিন্ রায়ঃ শেবৃধাসঃ ।
অভি যে সন্তি পৃতনাসু দূঢ্যো বিশ্বাহা শত্রুমাদভুঃ ॥২॥

এই (সমৃদ্ধি) বর্ধনকারীকে, যাঁর মধ্যে কল্যাণকারী সম্পদ বিদ্যমান থাকে, যিনি যুদ্ধকালে দুর্বৃত্তদের সর্বদা জয় করেন এবং প্রত্যহ শত্রুদের পরাজিত করে থাকেন ইঁহাকে সহায়তা কর হে বীর মরুৎগণ! ।।২।।

স ত্বং নো রায়ঃ শিশীহি মীঢ্বো অগ্নে সুবীর্যস্য ।
তুবিদ্যুম্ন বর্ষিষ্ঠস্য প্রজাবতো ঽনমীবস্য শুষ্মিণঃ ॥৩॥

সেইরূপ তুমি, হে উদার অগ্নি, আমাদের বহু-সন্তান-সমৃদ্ধ সম্পদের অংশ দানে শাণিত কর। হে প্রভূত জ্যোতির্দীপ্ত, তুমি শ্রেষ্ঠ যশস্বী, সন্তান সমন্বিত, ব্যাধিমুক্ত এবং তেজোময় ।।৩।।

চক্রির্যো বিশ্বা ভুবনাভি সাসহিশ্চক্রির্দেবেষ্বা দুবঃ ।
আ দেবেষু যতত আ সুবীর্য আ শংস উত নৃণাম্ ॥৪॥

যিনি সকল জীবজগৎকে সৃজন করেন এবং পরিব্যাপ্ত করে থাকেন, যিনি দেবগণের অভিমুখে (সখ্য) বহন করেন; তিনি দেবগণের মধ্যে এই স্থানে গমন করেন, এই স্থানে বহু বীরগণের মধ্যে এবং মানুষের প্রশস্তির মধ্যে (অবস্থান করেন) ।।৪।।

মা নো অগ্নেঽমতয়ে মাবীরতায়ৈ রীরধঃ ।
মাগোতায়ৈ সহসস্পুত্র মা নিদে ঽপ দ্বেষাংস্যা কৃধি ॥৫॥

হে অগ্নি! আমাদের যেন বোধহীন অবস্থার প্রতি নিক্ষেপ কোরো না। সন্তানহীনতার মধ্যে নিক্ষেপ কোরো না। অথবা গো-হীন পরিস্থিতিতে, নিন্দাজনক পরিস্থিতিতে, হে বলের পুত্র, যেন (আমরা) পতিত না হই; সকল বিরোধিতাকে এই স্থান হতে অপসারণ কর ।।৫।।

শগ্ধি বাজস্য সুভগ প্রজাবতো ঽগ্নে বৃহতো অধ্বরে ।
সং রায়া ভূয়সা সৃজ ময়োভুনা তুবিদ্যুম্ন যশস্বতা ॥৬॥

হে সৌভাগ্যদাতা অগ্নি! আমাদের বলের/সম্পদের জন্য সহায়তা কর। যে সম্পদ সন্তান দান করে এবং যজ্ঞকে মহান করে, হে প্রভূত-তেজস্বিন্ আমরা যেন আরও সুপ্রচুর সুখকর এবং যশস্কর সম্পদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারি ।।৬।।

(সূক্ত-১৭)

অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্রের অপত্য কত ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা- ৫।

সমিধ্যমানঃ প্রথমানু ধর্মা সমক্তুভিরজ্যতে বিশ্ববারঃ ।
শোচিষ্কেশো ঘৃতনির্ণিক্ পাবকঃ সুযজ্ঞো অগ্নির্যজথায় দেবান্ ॥১॥

পূর্বতন বিধি অনুযায়ী সম্যক প্রজ্জ্বলিত হয়ে যিনি সকল প্রার্থনা পূরণ করেন তিনি অনুলেপন প্রভৃতি দ্বারা লিপ্ত হয়ে থাকেন; সেই তিনি শিখারূপ কেশযুক্ত, ঘৃত আচ্ছাদিত, পবিত্রকারী অগ্নি যিনি যজ্ঞসমূহের দক্ষ নির্বাহক, দেবগণের প্রতি যজ্ঞসাধনের উদ্দেশে (অনুলিপ্ত হয়ে থাকেন) ।।১।।

যথাযজো হোত্রমগ্নে পৃথিব্যা যথা দিবো জাতবেদশ্চিকিত্বান্ ।
এবানেন হবিষা যক্ষি দেবান্ মনুষ্বদ্ যজ্ঞং প্র তিরেমমদ্য ॥২।।

হে অগ্নি! যখন তুমি পৃথিবীর হোতাস্বরূপ যজ্ঞকর্ম সম্পাদন করেছ, হে সুদক্ষ জাতবেদস্, যখন তুমি স্বর্গের (জন্যও সেই কর্ম করেছ), তখন এই হবিঃ দ্বারা দেবগণের প্রতি যজ্ঞ সম্পন্ন কর। অদ্য মনুর (যজ্ঞ কর্মের ন্যায়) এই যজ্ঞকেও সুসম্পাদন কর ।।২।।

ত্রীণ্যায়ূংষি তব জাতবেদস্তিস্র আজানীরুষসস্তে অগ্নে ।
তাভির্দেবানামবো যক্ষি বিদ্বানথা ভব যজমানায় শং যোঃ ॥৩।।

হে জাতবেদস্ তোমার ত্রি অস্তিত্বকাল আছে এবং ত্রিসংখ্যক উষাকালে তোমার জন্ম হে অগ্নি। সেই সকল দ্বারা, হে প্রাজ্ঞ, যজ্ঞের মাধ্যমে দেবগণের সহায়তা অর্জন কর। অনন্তর যজমানের প্রতি কল্যাণ বিতরণ কর ।।৩।।

টীকা— তিন প্রকার অস্তিত্ব— ইন্ধনের পার্থক্যে তিন প্রকার, কাষ্ঠ দ্বারা, ঘৃত দ্বারা এব সোমলতা— তিন প্রকার ইন্ধন।

অগ্নিং সুদীতিং সুদৃশং গৃণন্তো নমস্যামস্ত্বেড্যং জাতবেদঃ ।
ত্বাং দূতমরতিং হব্যবাহং দেবা অকৃণ্বন্নমৃতস্য নাভিম্ ॥৪।।

শোভনদীপ্ত, সুদর্শন, আহ্বানের যোগ্য অগ্নির উদ্দেশে স্তুতিরত আমরা প্রণতি জানাই হে জাতবেদস্। দেবগণ তোমাকে তাঁদের দূত করেছেন, যে তুমি অনাসক্ত হব্যবাহক এবং অমৃতের কেন্দ্রস্বরূপ ।।৪।।

টীকা—অরতি – Jamison (শিখা সকলের) অরাযুক্ত চক্রস্বরূপ।

যস্ত্বদ্ধোতা পূর্বো অগ্নে যজীয়ান্ দ্বিতা চ সত্তা স্বধয়া চ শম্ভুঃ ।
তস্যানু ধর্ম প্র যজা চিকিত্বো ২থ নো ধা অধ্বরং দেববীতৌ ॥৫।।

হে অগ্নি! তোমার পূর্ববতী যে ঋত্বিক, হোতা, যিনি যজ্ঞকর্মে দক্ষতর, পূর্বকাল হতে সুপ্রতিষ্ঠিত, যিনি স্বভাবত সুখদায়ক, যথাবিধি তাঁর পরে যজ্ঞ সম্পাদন কর। হে জ্ঞানী, আমাদের যজ্ঞকে যথাস্থানে দেবগণের উপভোগের জন্য সন্নিবেশিত কর ।।৫।।

(সূক্ত-১৮)

অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্রের অপত্য কত ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা- ৫।

ভবা নো অগ্নে সুমনা উপেতৌ সখেব সখ্যে পিতরেব সাধুঃ ।
পুরুদ্রুহো হি ক্ষিতয়ো জনানাং প্রতি প্রতীচীর্দহতাদরাতীঃ ॥১।।

হে অগ্নি! সমীপে উপস্থিত আমাদের প্রতি যেন অনুকূলচিত্ত হতে পার, যেমন বন্ধুর প্রতি বন্ধু সাফল্য (আনয়ন করে), পিতা ও মাতার ন্যায় (যেন হতে পার)। যখন মানব গোষ্ঠীসকল মানবের প্রতি বিবিধ প্রকারে বিরোধিতা করে থাকে, তখন (তুমি) আমাদের প্রতি সকল বিরুদ্ধতাকে দহন কর ।।১।।

তপো ষ্বগ্নে অন্তরাঁ অমিত্রান্ তপা শংসমররুষঃ পরস্য ।
তপো বসো চিকিতানো অচিত্তান্ বি তে তিষ্ঠন্তামজরা অয়াসঃ ॥২।।

হে অগ্নি! আমাদের নিকটস্থিত শত্রুদের দগ্ধ কর। দূরস্থিত যজ্ঞহীনের স্তুতিকেও দহন কর। হে উত্তম (অগ্নি), তুমি ক্রমে অভিজ্ঞ হতে হতে নির্বোধগণকে দহন কর। যেন তোমার অক্ষয় অদম্য (শিখা সকল) বিস্তার লাভ করে ।।২।।

ইধ্মেনাগ্ন ইচ্ছমানো ঘৃতেন জুহোমি হব্যং তরসে বলায় ।
যাবদীশে ব্রহ্মণা বন্দমান ইমাং ধিয়ং শতসেয়ায় দেবীম্ ॥৩।।

হে অগ্নি! সমিৎ(কাষ্ঠ) ও ঘৃত সহযোগে, বিজয় ও শক্তির জন্য প্রত্যাশী আমি হব্যপ্রদান করি। স্তোত্র দ্বারা যেহেতু আমি প্রভুত্ব অর্জন করেছি, তাই তোমাকে বন্দনা করতে করতে আমি এই দৈবী মতি শতসংখ্যক (সম্পদ) জয়ের জন্য (অর্পণ করি) ।।৩।।

উচ্ছোচিষা সহসম্পুত্র স্তুতো বৃহদ্ বয়ঃ শশমানেষু ধেহি ।
রেবদগ্নে বিশ্বামিত্রেষু শং যোর্মর্মৃজ্মা তে তন্বং ভূরি কৃত্বঃ॥৪।।

(তোমার) উজ্জ্বল শিখা দ্বারা উন্নত হও। হে বলের পুত্র, যখন তোমাকে স্তুতি করা হয় তখন পরিচর্যাকারীদের প্রতি প্রচুর জীবনীশক্তি। (অন্ন) দান কর। হে অগ্নি! বিশ্বামিত্র-বংশীয়গণকে পর্যাপ্ত (শক্তি) দান কর তাদের সৌভাগ্য ও জীবৎকালের জন্য। আমরা বহুবার তোমার আকৃতিকে সজ্জিত করেছি ।।৪।।

কৃধি রত্নং সুসনিতর্ধনানাং স ঘেদগ্নে ভবসি যৎ সমিদ্ধঃ ।
স্তোতুর্দুরোণে সুভগস্য রেবৎ সৃপ্রা করস্না দধিষে বপূংষি ॥৫।।

হে অনুকূল দাতা, আমাদের শ্রেষ্ঠ মূল্যবান সম্পদ দান কর— কারণ, হে অগ্নি! যখন প্রজ্জ্বলিত হও তখন তুমি এই রূপই ধারণ করে থাক। সৌভাগ্যবান স্তোতার গৃহে তুমি প্রসারিত বাহু দ্বারা বিচিত্র আকৃতি ধারণ করে প্রচুর ধন (দান করে থাক) ।।৫।।

(সূক্ত-১৯)

অগ্নি দেবতা। কুশিকের অপত্য গাথী ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা- ৫।

অগ্নিং হোতারং প্র বৃণে মিয়েধে গৃৎসং কবিং বিশ্ববিদমমূরম্ ।
স নো যক্ষদ্ দেবতাতা যজীয়ান্ রায়ে বাজায় বনতে মঘানি ॥১।।

এই আহুতির কালে আমি অগ্নিকে হোতারূপে বরণ করি—যিনি ধীমান কবি, সর্বজ্ঞ, সদা তৎপর। দক্ষতর যজ্ঞসম্পাদক তিনি দেব পরিচর্যার কার্যে আমাদের (জন্য) যজ্ঞ সম্পন্ন করবেন; যেন তিনি সম্পদ ও শক্তির পুরস্কার আমাদের জন্য অর্জন করেন ।।১।।

তে অগ্নে হবিষ্মতীমিয়র্ম্যচ্ছা সুদ্যুম্নাং রাতিনীং ঘৃতাচীম্ ।
প্রদক্ষিণিদ্ দেবতাতিমুরাণঃ সং রাতিভির্বসুভির্যজ্ঞমশ্রেৎ ॥২।।

হে অগ্নি! এইখানে তোমার প্রতি এই হবি পূর্ণ (পাত্র) উন্নয়ন করি যা সম্যকভাবে উজ্জ্বল, অন্নসমৃদ্ধ এবং ঘৃতপূর্ণ। দেবসভার সম্মুখে সশ্রদ্ধ প্রদক্ষিণ করতে করতে তিনি এই যজ্ঞকে ধনসমৃদ্ধ করে সুসম্পন্ন করেছেন ।।২।।

স তেজীয়সা মনসা ত্বোত উত শিক্ষ স্বপত্যস্য শিক্ষোঃ ।
অগ্নে রায়ো নৃতমস্য প্রভূতৌ ভূয়াম তে সুষ্টুতয়শ্চ বস্বঃ ॥৩।।

যে মানবকে তুমি সাহায্য কর সে তীক্ষ্ণতম ধীসম্পন্ন। স্বচ্ছন্দে দানকারী তুমি যেন আমাদের শোভন অপত্য দান কর। হে অগ্নি, যেন আমরা এবং আমাদের (কৃত) সুষ্ঠু প্রশস্তি, শ্রেষ্ঠ বীর-সমৃদ্ধ, উত্তম ধনের প্রাচুর্য দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে থাকে ।।৩।।

ভূরীণি হি ত্বে দধিরে অনীকা ঽগ্নে দেবস্য যজ্যবো জনাসঃ ।
স আ বহ দেবতাতিং যবিষ্ঠ শর্ধো যদদ্য দিব্যং যজাসি ॥৪।।

যে হেতু যজ্ঞকার্যে সমুৎসুক জনেরা তোমার (অগ্নির) মধ্যে বহুবিচিত্র এবং প্রদীপ্ত রূপসকল প্রতিষ্ঠিত করেছে, সেই জন্য হে তরুণতম দেবতা, যখন তুমি আজ দেবসংঘের প্রতি যজনা করবে, এই স্থানের অভিমুখে দেবমণ্ডলীকে আনয়ন কর ।।৪।।

যৎ ত্বা হোতারমনজন্মিয়েধে নিষাদয়ন্তো যজথায় দেবাঃ ।
স ত্বং নো অগ্নেঽবিতেহ বোধ্যধি শ্রবাংসি ধেহি নস্তনূষু ॥৫।।

যখন তোমাকে, আহুতিকালে যজ্ঞস্থানে উপবেশনকারীকে, হোতৃরূপে দেবগণ প্রলেপন যুক্ত করে থাকেন, তখন, হে অগ্নি, এইস্থানে আমাদের প্রতি অনুকূল সহায়ক হয়ে থাক। আমাদের সন্তানদের প্রতি সুপ্রচুর খ্যাতিদান কর ।।৫।।

(সূক্ত-২০)

অগ্নি; ১,৫ বিশ্বদেবগণ দেবতা। কুশিকের অপত্য গাথিন ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৫।

অগ্নিমুষসমশ্বিনা দধিক্রাং ব্যুষ্টিষু হবতে বহ্নিরুক্থৈঃ ।
সুজ্যোতিষো নঃ শৃণ্বন্তু দেবাঃ সজোষসো অধ্বরং বাবশানাঃ ॥১।।

প্রত্যূষকালে (হবিঃ)বাহক/ ঋত্বিক তাঁর স্তোত্রসকল দ্বারা অগ্নি, উষা, দধিক্রা এবং অশ্বিনদ্বয়কে আবাহন করেন। উত্তম দ্যুতিসম্পন্ন দেবগণ যেন একত্রিত ভাবে যজ্ঞের প্রতি উপভোগের আকাঙ্ক্ষায় আমাদের (স্তুতি) শ্রবণ করেন ॥১॥

অগ্নে ত্রী তে বাজিনা ত্রী ষধস্থা তিস্রস্তে জিহ্বা ঋতজাত পূর্বীঃ ।
তিস্র১ উ তে তন্বো দেববাতাস্তাভির্নঃ পাহি গিরো অপ্রযুচ্ছন্ ॥২॥

হে সত্যজাত অগ্নি! ত্রিসংখ্যক তোমার বিজয়ীশক্তি, ত্রিসংখ্যক তোমার নিবাসস্থল, ত্রি তোমার জিহ্বা (শিখা); এবং (এইরূপ ত্রিসংখ্যক) বহু; তোমার আকৃতি ত্রিবিধ যার দ্বারা দেবগণ প্রীত থাকেন; অবিরাম প্রযত্নসহ আমাদের স্তুতিসমূহকে রক্ষা কর ॥২॥

১. তিস্র তন্বো—তিন প্রকার অগ্নি—পাবক, পবমান, শুচি; তিন প্রকারশক্তি খাদ্য—ঘৃত, ইন্ধন, সোম; তিন প্রকার আবাস—তিন বেদি/ত্রিলোক; তিন জিহ্বা—গার্হপত্য, আহবনীয়, দক্ষিণ।

অগ্নে ভূরীণি তব জাতবেদো দেব স্বধাবোঽমৃতস্য নাম ।
যাশ্চ মায়া মায়িনাং বিশ্বমিন্ব ত্বে পূর্বীঃ সংদধুঃ পৃষ্টবন্ধো ॥৩॥

হে অগ্নি! বহুবিধ তোমার নাম। হে মৃত্যুহীন, হে জাতবেদস্ (সর্ব প্রাণীকে যিনি অবগত থাকেন), হে দেব, হে স্বাভিপ্রায়বান্/অন্নের অধিপতি, যে তুমি সর্বনিয়ন্তা, মায়াবী দেবগণের বিবিধ মায়া (তোমারই); তাঁরা সেই সকল শক্তি তোমার মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেছেন হে সেবকগণের স্বজন ॥৩॥

অগ্নির্নেতা ভগ ইব ক্ষিতীনাং দৈবীনাং দেব ঋতুপা ঋতাবা ।
স বৃত্রহা সনয়ো বিশ্ববেদাঃ পর্ষদ্ বিশ্বাতি দুরিতা গৃণন্তম্ ॥৪॥

অগ্নিও, ভগের ন্যায় দিব্য জনগণের নায়ক। সেই তিনি, দেবতা, যিনি সত্যসন্ধ এবং ঋতুসকলকে রক্ষা করেন (অথবা যিনি যথাকালে পান করেন)। চিরন্তন বৃত্রহন্তা তিনি সকল জ্ঞানের অধিকারী, তিনি তাঁর স্তোতাকে সর্ববিধি দুরবস্থা হতে উত্তীর্ণ করবেন ॥৪॥

দধিক্রামগ্নিমুষসং চ দেবীং বৃহস্পতিং সবিতারং চ দেবম্ ।
অশ্বিনা মিত্রাবরুণা ভগং চ বসূন্ রুদ্রাঁ আদিত্যাঁ ইহ হুবে ॥৫॥

দধিক্রা অগ্নি ও দেবী উষা, বৃহস্পতি ও দেব সবিতৃ, অশ্বিনদ্বয়, মিত্র ও বরুণ এবং ভগ, বসুগণ, রুদ্রগণ ও আদিত্যগণ সকলকে এইস্থানে আহ্বান করি ॥৫॥

(সূক্ত-২১)

অগ্নি দেবতা। কুশিকের অপত্য গাথিন ঋষি। ১ ত্রিষ্টুপ্, ২-৩ অনুষ্টুপ, ৪ বিরাড্রূপা, ৫ সতোবৃহতী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৫।

ইমং নো যজ্ঞমমৃতেষু ধেহীমা হব্যা জাতবেদো জুষস্ব ।
স্তোকানামগ্নে মেদসো ঘৃতস্য হোতঃ প্রাশান প্রথমো নিষদ্য ॥১॥

আমাদের এই যজ্ঞকে অমর মণ্ডলমধ্যে স্থাপন কর। হে জাতবেদস্ (জীবজগতকে যিনি অবগত), এই সকল হবিঃ উপভোগ কর। হে অগ্নি! হে আমাদের হোতা, (বেদিতে) উপবিষ্ট অবস্থায় প্রথমে (তুমি) ঘৃতবিন্দু ও মেদবিন্দুসকল আহার কর ॥১॥

টীকা— সায়ণ মতে এই সূক্তটি পশুযাগে প্রযোজ্য।

ঘৃতবন্তঃ পাবক তে স্তোকাঃ শ্চোতন্তি মেদসঃ ।
স্বধর্মন্ দেববীতয়ে শ্রেষ্ঠং নো ধেহি বার্যম্ ॥২॥

মেদের বিন্দুসকল ঘৃতযুক্ত হয়ে তোমার প্রতি ক্ষরিত হয়। হে পবিত্র (অগ্নি)! তোমার নিজ আবাসস্থানে (যজ্ঞস্থলে) তুমি আমাদের প্রতি সর্বোত্তম বরণীয় ধন দাও যেন দেবগণকে আমরা প্রসন্ন করতে পারি ॥২॥

তুভ্যং স্তোকা ঘৃতশ্চুতো ঽগ্নে বিপ্রায় সন্ত্য ।
ঋষিঃ শ্রেষ্ঠঃ সমিধ্যসে যজ্ঞস্য প্রাবিতা ভব ॥৩॥

তোমার জন্য হে কবি, হে সখা অগ্নি! ঘৃতযুক্ত বিন্দু সকল ক্ষরিত হয়ে থাকে। তুমি শ্রেষ্ঠ ঋষিরূপে, প্রজ্জ্বলিত হয়ে যেন আমাদের যজ্ঞে প্রকৃষ্ট সহায়ক হতে পার ॥৩॥

তুভ্যং শ্চোতন্ত্যধ্রিগো শচীবঃ স্তোকাসো অগ্নে মেদসো ঘৃতস্য ।
কবিশস্তো বৃহতা ভানুনাগা হব্যা জুষস্ব মেধির ॥৪॥

তোমার জন্য ক্ষরিত হয় মেদের ও ঘৃতের বিন্দুসকল, হে অদম্য, শক্তিমান অগ্নি! ঋষিগণ দ্বারা স্তুত হয়ে তুমি অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিসহ আগমন করেছ। হে প্রাজ্ঞ, হব্যাদি দ্বারা প্রীতি লাভ কর ।।৪।।

ওজিষ্ঠং তে মধ্যতো মেদ উদ্ভৃতং প্র তে বয়ং দদামহে ।
শ্চোতন্তি তে বসো স্তোকা অধি ত্বচি প্রতি তান্ দেবশো বিহি ॥৫।।

আমরা তোমার প্রতি (বলির) শরীর মধ্য হতে নিষ্কাশিত পৃথুতম/সর্বাধিক বলবান মেদ নিবেদন করি। হে উত্তম(অগ্নি)! তোমার জন্য এই সকল বিন্দু তোমার ত্বকের উপরে ক্ষরিত হতে থাকে। প্রত্যেক দেবতার জন্য যথাক্রমে তাদের গ্রহণ কর ।।৫।।

(সূক্ত-২২)

অগ্নি দেবতা। কুশিকের অপত্য গাথিন ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, ৪ অনুষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৫।

অয়ং সো অগ্নির্যস্মিন্ত্সোমমিন্দ্রঃ সুতং দধে জঠরে বাবশানঃ ।
সহস্রিণং বাজমত্যং ন সপ্তিং সসবান্ৎসন্ স্তূয়সে জাতবেদঃ ॥১।।

এই সেই অগ্নি, যাঁর মধ্যে (সোমপানে) আগ্রহী ইন্দ্র অভিষুত সোমরসকে উদরে ধারণ করেছিলেন। সহস্রসংখ্যক সম্পদবিজয়ী অশ্বের ন্যায় তোমাকে প্রশস্তি করা হয় হে জাতবেদস্, কারণ তুমি জয়শীল ।।১।।

অগ্নে যৎ তে দিবি বর্চঃ পৃথিব্যাং যদোষধীষ্বপ্স্বা যজত্র ।
যেনান্তরিক্ষমুর্বাততন্থ ত্বেষঃ স ভানুরর্ণবো নৃচক্ষাঃ ॥২।।

হে অগ্নি! তুমি যজনার যোগ্য, স্বর্গে ও মর্ত্যে তোমার দীপ্তি ব্যাপৃত। যা এইস্থানে ওষধিকুলে এবং জলমধ্যে বিদ্যমান এবং যার মাধ্যমে তুমি বিস্তৃত অন্তরিক্ষলোকে ব্যাপ্ত হয়েছ সেই দীপ্তি সমুজ্জ্বল, তরঙ্গায়িত এবং তা মানববৃন্দকে পর্যবেক্ষণ করে ।।২।।

অগ্নে দিবো অর্ণমচ্ছা জিগাস্যচ্ছা দেবাঁ উচিষে ধিষ্ণ্যা যে ।
যা রোচনে পরস্তাৎ সূর্যস্য যাশ্চাবস্তাদুপতিষ্ঠন্ত আপঃ ॥৩।।

হে অগ্নি! তুমি স্বর্গের সমুদ্রের অভিমুখে গমন করে থাক। যে সকল দেবতা পবিত্র, তাঁদের সম্ভাষণ করে থাক; যে জলরাশি জ্যোতির্ময়লোকে সূর্যের উপরিতলে অবস্থান করে এবং যা তার নিম্নভাগেও নিকটে অবস্থান করে সেই (জলকেও) ।।৩।।

টীকা— স্বর্গের সমুদ্র ইত্যাদি—ধূমরূপী অগ্নি, ধিষ্ণ্যা—প্রাণবায়ুরূপী দেবতা।

পুরীষ্যাসো অগ্নয়ঃ[১] প্রাবণেভিঃ[২] সজোষসঃ ।
জুষন্তাং যজ্ঞমদ্রুহো হনমীবা ইষো মহীঃ ॥৪।।

অগ্নিকুণ্ড হতে উদ্‌গত অগ্নিসকল যেন জলরাশির (অভ্যন্তরস্থিত অগ্নির) সঙ্গে সমন্বিতভাবে ত্রুটিহীন ও সর্বতো ব্যাধিমুক্ত হয়ে এই বিপুল হব্যসমন্বিত যজ্ঞকে উপভোগ করেন ।।৪।।

১. পুরীষ্যাসঃ অগ্নয়ঃ —সায়নের অনুবাদ—বালুকাযুক্ত অগ্নি।

২. প্রাবণেভিঃ—মৃত্তিকা খননের জন্য প্রয়োজনীয় কোদাল ইত্যাদি অর্থাৎ যাগের জন্য অগ্নিচয়ন বোঝানো হয়েছে।

ইলামগ্নে পুরুদংসং সনিং গোঃ শশ্বত্তমং হবমানায় সাধ ।
স্যান্নঃ সূনুস্তনয়ো বিজাবা হগ্নে সা তে সুমতির্ভূত্বস্মে ॥৫।।

হে অগ্নি! পবিত্র দুগ্ধ আহুতির ন্যায় গাভীর মাধ্যমে সমৃদ্ধ, চিরস্থায়ী এবং বহুভাবে আশ্চর্যকর সম্পদ সম্পাদন কর তাঁর জন্য, যিনি নিয়ত তোমাকে আহ্বান করেন। আমাদের জন্য পুত্র এবং বংশধারা দান কর এবং হে অগ্নি! সর্বদা যেন আমরা তোমার অনুগ্রহ লাভ করি ।।৫।।

(সূক্ত-২৩)

অগ্নি দেবতা। ভরতের অপত্য দেবশ্রবা দেবরাত ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, ৩ সতোবৃহতী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৫।

নির্মথিতঃ সুধিত আ সধস্থে যুবা কবিরধ্বরস্য প্রণেতা ।
জূর্যৎস্বগ্নিরজরো বনেষ্বত্রা দধে অমৃতং জাতবেদাঃ ॥১।।

সম্যক আলোড়িত এবং নিজ নিবাসে সুষ্ঠুভাবে নিবেশিত, সেই নবীন কবি, যজ্ঞের পরিচালক, ক্ষয়শীল কাষ্ঠসমূহের মধ্যে সেই অক্ষয় অগ্নি—জাতবেদস্ এইস্থানে অমরত্ব লাভ করেছেন ।।১।।

অমন্থিষ্টাং ভারতা রেবদগ্নিং দেবশ্রবা দেববাতঃ সুদক্ষম্ ।
অগ্নে বি পশ্য বৃহতাভি রায়েষাং নো নেতা ভবতাদনু দ্যূন্ ॥২।।

দেবশ্রবস ও দেববাত এই দুই ভরতবংশীয় সেই ধনবান অগ্নিকে সুনিপুণভাবে সম্যক ঘর্ষণ করেছেন। অগ্নি, আমাদের প্রত্যেকের প্রতি প্রভূত ধনসহ বিশেষ দৃষ্টিপাত কর। অনন্তর দিনে দিনে আমাদের জন্য খাদ্য আনয়ন কর ।।২।।

দশ ক্ষিপঃ পূর্ব্যং সীমজীজনন্ ৎসুজাতং মাতৃষু প্রিয়ম্ ।
অগ্নিং স্তুহি দৈববাতং দেবশ্রবো যো জনানামসদ্ বশী ॥৩।।

সেই প্রাচীন (অগ্নিকে), সুষ্ঠুভাবে জাত-কে, দশ অঙ্গুলি সৃজন করেছে। তাঁকে যিনি মাতৃগণের নিকট প্রিয় দেববাতের অগ্নিকে স্তুতি কর, ওহে দেবশ্রবস্, যে (অগ্নি) জনগণের উপরে প্রাধান্য বিস্তার করবে ।।৩।।

নি ত্বা দধে বর আ পৃথিব্যা ইলায়াস্পদে সুদিনত্বে অহ্নাম্ ।
দৃষদ্বত্যাং মানুষ আপয়ায়াং সরস্বত্যাং রেবদগ্নে দিদীহি ॥৪।।

তিনি তোমাকে স্থাপিত করেছেন, হে অগ্নি, এইখানে, ভূমিপৃষ্ঠে সর্বাধিক আকাঙ্ক্ষিত স্থানে, ইলার আসনে, দিবসগুলির মধ্যে শোভনতম দিনে, মনুর (অগ্নিরূপে) তুমি উজ্জ্বলভাবে দৃষদ্বতী, আপয়া এবং সরস্বতীর উপরে দীপ্তি বিতরণ কর ।।৪।।

টীকা— সরস্বতী, আপয়া দৃষদ্বতী—নদী সমূহ
ভূমির আকাঙ্ক্ষিত স্থান—উত্তরবেদি—সায়ণ।

ইলামগ্নে পুরুদংসং সনিং গোঃ শশ্বত্তমং হবমানায় সাধ ।
স্যান্নঃ সূনুস্তনয়ো বিজাবা ঽগ্নে সা তে সুমতির্ভূত্বস্মে ॥৫।।

হে অগ্নি! পবিত্র দুগ্ধ আহুতির ন্যায় গাভীর মাধ্যমে সমৃদ্ধ, চিরস্থায়ী এবং বহুভাবে আশ্চর্যকর সম্পদ সম্পাদন কর তাঁর জন্য, যিনি নিয়ত তোমাকে আহ্বান করেন। আমাদের জন্য পুত্র এবং বংশধারা দান কর এবং হে অগ্নি! সর্বদা যেন আমরা তোমার অনুগ্রহ লাভ করি ।।৫।।

(সূক্ত-২৪)

অগ্নি দেবতা। গাথিনো বিশ্বামিত্র ঋষি। গায়ত্রী, ১ অনুষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৫।

অগ্নে সহস্ব পৃতনা অভিমাতীরপাস্য ।
দুষ্টরস্তরন্নরাতীর্বর্চো ধা যজ্ঞবাহসে ॥১।।

হে অগ্নি! বিরোধীদের সংঘগুলিকে পরাভূত কর এবং সকল দুর্বুদ্ধি অপসারিত কর। দুর্জয়, তথাপি শত্রুগণকে জয় করে যজ্ঞসম্পাদক (যজমানের) জন্য অন্ন/জ্যোতিঃ দান কর ।।১।।

অগ্ন ইলা সমিধ্যসে বীতিহোত্রো অমর্ত্যঃ ।
জুষস্ব সূ নো অধ্বরম্ ॥২।।

হে অগ্নি! ঘৃতাহুতির দ্বারা তুমি সম্যক প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠ—তুমি অবিনাশী, দেবগণকে হোতৃরূপে উপভোগের জন্য আহ্বান কর। আমাদের যজ্ঞকে তুমি সানন্দে স্বীকার কর ।।২।।

অগ্নে দ্যুম্নেন জাগৃবে সহসঃ সূনবাহুত ।
এদং বর্হিঃ সদো মম ॥৩।।

হে অগ্নি, হে বলের পুত্র, যে তুমি ঔজ্জ্বল্যসহ জাগ্রত থাক, যাঁকে আহুতি প্রদান করা হয় (সেই তুমি) আমার এই কুশের (আসনে) উপবেশন কর ।।৩।।

অগ্নে বিশ্বেভিরগ্নিভির্দেবেভির্মহয়া গিরঃ ।
যজ্ঞেষু য উ চায়বঃ ॥৪।।

হে অগ্নি, তোমার সকল (অপর) অগ্নিগণের সঙ্গে, সকল (অন্য) দেবগণের সঙ্গে এবং যজ্ঞসমূহের মান্য (ঋত্বিক)গণের সঙ্গে সমবেতভাবে আমাদের (গীত) প্রশস্তি উপভোগ কর ।।৪।।

অগ্নে দা দাশুষে রয়িং বীরবন্তং পরীণসম্ ।
শিশীহি নঃ সূনুমতঃ ॥৫॥

হে অগ্নি! হবির্দাতাকে বীর (যোদ্ধা) সমন্বিত সুপ্রচুর ধন দান কর। আমাদের বীরপুত্র লাভের জন্য শাণিত কর ॥৫॥

(সূক্ত-২৫)

অগ্নি, ৪র্থ ঋকের অগ্নি ও ইন্দ্র দেবতা। গাথিনো বিশ্বামিত্র ঋষি। বিরাট্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৫।

অগ্নে দিবঃ সূনুরসি প্রচেতাস্তনা পৃথিব্যা উত বিশ্ববেদাঃ ।
ঋধগ্দেবাঁ ইহ যজা চিকিত্বঃ ॥১॥

হে অগ্নি! তুমি স্বর্গের প্রাজ্ঞ পুত্র এবং পৃথিবীরও সন্তান, তুমি সর্বজ্ঞানের আধার অথবা তুমি (তোমার অগ্নিশিখার) বিস্তারের মাধ্যমে স্বর্গ ও পৃথিবীর নিয়ত অবেক্ষক সন্তান, তুমি সর্ববিষয়ের অধিপতি) হে জ্ঞানবান! দেবগণকে এখানে যথাক্রমে যজনা কর ॥১॥

অগ্নিঃ সনোতি বীর্যাণি বিদ্বান্ ৎসনোতি বাজমমৃতায় ভূষন্ ।
স নো দেবাঁ এহ বহা পুরুক্ষো ॥২॥

প্রাজ্ঞ অগ্নি শক্তি প্রদান করে থাকেন, তিনি বলবর্ধক অন্ন দান করে থাকেন, (তার মাধ্যমে) অমরত্ব পোষণ করার জন্য, হে বহু অন্নের অধিপতি, আমাদের অভিমুখে দেবগণকে এই স্থানে বহন কর ॥২॥

অগ্নির্দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বজন্যে আ ভাতি দেবী অমৃতে অমূরঃ ।
ক্ষয়ন্ বাজৈঃ পুরুশ্চন্দ্রো নমোভিঃ ॥৩॥

সেই ভ্রান্তিহীন অগ্নি, দ্যৌঃ ও পৃথিবী মৃত্যুরহিত দেবীদ্বয়কে— যাঁরা সর্বজনের জন্য (অনুকূল তাঁদের) উদ্ভাসিত করে থাকেন; তিনি তাঁর শক্তির দ্বারা অধিপতি, প্রণতির দ্বারা প্রদীপ্ততর ॥৩॥

অগ্ন ইন্দ্রশ্চ দাশুষো দুরোণে সুতাবতো যজ্ঞমিহোপ যাতম্ ।
অমর্ধন্তা সোমপেয়ায় দেবা ॥৪॥

হে অগ্নি! তুমি এবং ইন্দ্র এইস্থানে সোম সবনরত যজমানের গৃহে যজ্ঞস্থানের অভিমুখে আগমন কর। (আহ্বান) অস্বীকার না করে, হে দেবদ্বয় সোমপানের জন্য (আগমন কর) ॥৪॥

অগ্নে অপাং সমিধ্যসে দুরোণে নিত্যঃ সূনো সহসো জাতবেদঃ ।
সধস্থানি মহয়মান উতী ॥৫॥

হে অগ্নি জলের আবাসস্থানে তোমাকে প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছে, হে জাতবেদস, হে চিরন্তন, বলের পুত্র! তোমার সাহায্যের মাধ্যমে সভাস্থল সকল মহিমান্বিত হয়েছে। জলের আবাসে – ইত্যাদি অন্তরিক্ষে বিদ্যুৎকে বলা হয়েছে ॥৫॥

(সূক্ত-২৬)

১-৩ বৈশ্বানর অগ্নি, ৪-৬ মরৎগণ, ৭-৮ আত্মা (অগ্নি), ৯ বিশ্বামিত্রের উপাধ্যায় দেবতা। গাথিনো বিশ্বামিত্র,৭ম ঋকের আত্মা ঋষি। ১-৬ জগতী,৭-৯ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৯।

বৈশ্বানরং মনসাগ্নিং নিচায্যা হবিষ্মন্তো অনুষত্যং স্বর্বিদম্ ।
সুদানুং দেবং রথিরং বসূয়বো গীর্ভী রণ্বং কুশিকাসো হবামহে ॥১॥

অনুগত চিত্তে বৈশ্বানর অগ্নি, যিনি সত্যনিষ্ঠ এবং আলোককে যিনি জ্ঞাত আছেন, তাঁর প্রতি আমরা, কুশিকবংশীয়গণ হবিঃ বহন করে থাকি এবং সম্পদের আকাঙ্ক্ষায় স্তুতি সহযোগে সেই শোভনদাতা, আনন্দকর রথীকে আবাহন করে থাকি ॥১॥

তং শুভ্রমগ্নিমবসে হবামহে বৈশ্বানরং মাতরিশ্বানমুক্থ্যম্ ।
বৃহস্পতিং মনুষো দেবতাতয়ে বিপ্রং শ্রোতারমতিথিং রঘুষ্যদম্ ॥২॥

সেই সমুজ্জ্বল বৈশ্বানর অগ্নিকে, সুরক্ষার জন্য আমরা আবাহন করি, যিনি মাতরিশ্বন্ এবং স্তোত্র দ্বারা বন্দনীয়। যিনি মানবগণের (নিরূপিত) দেবতামণ্ডলের/ যজ্ঞানুষ্ঠানের (অধিপতিস্বরূপ) বৃহস্পতি, যিনি মেধাবী, ক্ষিপ্র শ্রবণক্ষম; যিনি শীঘ্রবিচরণকারী অতিথি ॥২॥

অশ্বো ন ক্রন্দঞ্জনিভিঃ সমিধ্যতে বৈশ্বানরঃ কুশিকেভির্যুগেযুগে।
স নো অগ্নিঃ সুবীর্যং স্বশ্ব্যং দধাতু রত্নমমৃতেষু জাগৃবিঃ ॥৩॥

হ্রেষারত অশ্বের ন্যায়, বৈশ্বানরকে নারীগণ (ঋত্বিকের অঙ্গুলি?) দ্বারা প্রজ্জ্বলিত করা হয়ে থাকে কুশিকবংশীয়দের দ্বারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে। যেন অমরগণের মধ্যে সদা জাগ্রত অগ্নি আমাদের সুপর্যাপ্ত, শোভন বীরযুক্ত এবং শোভন অশ্ব যুক্ত ধন দান করেন ॥৩॥

প্র যন্ত বাজাস্তবিষীভিরগ্নয়ঃ শুভে সংমিশ্লাঃ পৃষতীরযুক্ষত।
বৃহদুক্ষো মরুতো বিশ্ববেদসঃ প্র বেপয়ন্তি পর্বতাঁ অদাভ্যাঃ ॥৪॥

যেন সেই ক্ষিপ্র শক্তিসংবলিত অগ্নি শিখাসকল বিস্তার লাভ করে। জয়লাভের জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে তাঁরা বিচিত্রবর্ণা মৃগীকে সংযোজিত করেছে। (অথবা তাঁরা পবিত্র (জলরাশির) প্রতি গমন করে বৃষ্টি বিন্দুগুলিকে একত্রিত করে)। বৃহৎ ভাবে বর্ধনশীল, সর্ব সম্পদের অধীশ্বর সেই অদম্য মরুৎগণ পর্বতসকলকে প্রকম্পিত করে থাকেন ॥৪॥

অগ্নিশ্রিয়ো মরুতো বিশ্বকৃষ্টয় আ ত্বেষমুগ্রমব ঈমহে বয়ম্।
তে স্বানিনো রুদ্রিয়া বর্ষনির্ণিজঃ সিংহা ন হেষক্রতবঃ সুদানবঃ ॥৫॥

সকল মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে (মিত্ররূপে) সম্পর্কিত মরুৎগণ অগ্নির ন্যায় যশঃ/শোভাযুক্ত— আমরা তাঁদের বলিষ্ঠ এবং দীপ্তিময় সুরক্ষার জন্য প্রার্থনা করি; তাঁরা রুদ্রের গর্জনরত পুত্রগণ, বৃষ্টি দ্বারা আচ্ছাদিত, সিংহের ন্যায় বিধ্বংসী কিন্তু শোভনদাতা ॥৫॥

ব্রাতংব্রাতং গণংগণং সুশস্তিভিরগ্নের্ভামং মরুতামোজ ঈমহে।
পৃষদশ্বাসো অনবভ্ররাধসো গন্তারো যজ্ঞং বিদথেষু ধীরাঃ ॥৬॥

আমরা দলে দলে —গোষ্ঠীর পর গোষ্ঠীবদ্ধ অবস্থায় সুষ্ঠু স্তুতিসকল দ্বারা অগ্নির তেজ এবং মরুৎগণের শক্তির জন্য প্রার্থনা করে থাকি। বিচিত্রবর্ণা (মৃগী যাঁদের) অশ্ব, যাঁরা অব্যর্থভাবে ধন বিতরণ করেন, সেই প্রাজ্ঞ মরুৎগণ সভাস্থলে যজ্ঞের প্রতি আগমন করেন ॥৬॥

অগ্নিরস্মি জন্মনা জাতবেদা ঘৃতং মে চক্ষুরমৃতং ম আসন্।
অর্কস্ত্রিধাতু[১] রজসো বিমানো ঽজস্রো ঘর্মো হবিরস্মি নাম ॥৭॥

[অগ্নি] আমি অগ্নি; জন্মক্ষণেই আমি জীবজগৎকে অবধান করেছি। ঘৃত (দীপ্তি) আমার দৃষ্টিতে; আমার মুখগহ্বরে অমৃত (সোম); আমি ত্রিস্তর আলোক যা অন্তরিক্ষলোককে পরিমাপ করে থাকে; আমি অশেষ ঘর্ম (উত্তপ্ত দুগ্ধ) এবং হবিঃ এই নামে (পরিচিত) ॥৭॥

১. অর্কস্ত্রিধাতুঃ— আকাশে সূর্য, অন্তরিক্ষে বিদ্যুৎ এবং পৃথিবীতে অগ্নি। Jamison এর অনুবাদ করেছেন তিন ভাগে বিভক্ত স্তোত্র (অর্ক)।

[১]ত্রিভিঃ পবিত্রৈরপুপোদ্ধ্যর্কং হৃদা মতিং জ্যোতিরনু প্রজানন্।
বর্ষিষ্ঠং রত্নমকৃত স্বধাভিরাদিদ্ দ্যাবাপৃথিবী পর্যপশ্যৎ ॥৮॥

যেহেতু তিনি (অগ্নি?) অন্তরে অনুধাবনযোগ্য আলোককে সম্যক উপলব্ধি করে স্তোত্রকে/সূর্যকে ত্রিবিধ সংশুদ্ধির দ্বারা পরিমার্জন করেছেন, (সেই কারণে) তিনি নিজের জন্য তাঁর স্বেচ্ছানুসারে শ্রেষ্ঠ সম্পদ অর্জন করেছেন, এবং অতঃপর স্বর্গ ও মর্তলোককে পর্যবেক্ষণ করেছেন ॥৮॥

১. ত্রিভিঃ পবিত্রৈঃ— অগ্নির তিন শুদ্ধিকারক আকৃতি—অগ্নি, বায়ু ও সূর্য—সায়ণাচার্য।

শতধারমুৎসমক্ষীয়মাণং বিপশ্চিতং পিতরং বক্তানাম্।
মেলিং মদন্তং পিত্রোরুপস্থে তং রোদসী পিপৃতং সত্যবাচম্ ॥৯॥

তাঁকে সম্মুখে আনয়ন কর যিনি অনিঃশেষ শতধারার উৎসস্বরূপ, বাচনীয় (স্তুতির) যিনি ধীমান জনয়িতাস্বরূপ, তাঁর পিতামাতার ক্রোড়ে যিনি আনন্দকর স্ফুলিঙ্গের ন্যায়, সেই সত্যভাষী অগ্নিকে (আনয়ন কর) হে পৃথিবী ও দ্যুলোক ॥৯॥

(সূক্ত-২৭)

অগ্নি,১ম ঋকের ঋতুগণ দেবতা। গাথিনো বিশ্বামিত্র ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১৫।

প্র বো বাজা অভিদ্যবো হবিষ্মন্তো ঘৃতাচ্যা ।
দেবাঞ্জিগাতি সুম্নয়ুঃ ॥১॥

তোমাদের অভিমুখে স্বর্গের প্রতি হব্যবহনকারী ঘৃতপূর্ণ (হোমপাত্র) দ্বারা অন্নসকল (গমন করে), তিনি (অগ্নি) মঙ্গল কামনায় দেবগণের নিকট গমন করেন ॥১॥

ঈলে অগ্নিং বিপশ্চিতং গিরা যজ্ঞস্য সাধনম্ ।
শ্রুষ্টীবানং ধিতাবানম্ ॥২॥

স্তুতির মাধ্যমে আমি অগ্নিকে বন্দনা করি যিনি বিদ্বান, যজ্ঞ-নিষ্পাদক, তন্নিষ্ঠ শ্রোতা এবং সম্পদের আধার ॥২॥

অগ্নে শকেম তে বয়ং যমং দেবস্য বাজিনঃ ।
অতি দ্বেষাংসি তরেম ॥৩॥

অগ্নি, যেন আমরা মহাতেজা/মহাদানী তোমার ন্যায় দেবতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি (যজ্ঞকালে); তখন আমরা সকল বিরোধকে অতিক্রম করব ॥৩॥

সমিধ্যমানো অধ্বরে ঽগ্নিঃ পাবক ঈড্যঃ ।
শোচিষ্কেশস্তমীমহে ॥৪॥

যজ্ঞস্থলে প্রজ্জ্বলিত সেই অগ্নি, শুদ্ধিকারী, স্তত্য সেই (জ্বলন্ত) শিখারূপ কেশযুক্ত অগ্নির নিকট আমরা প্রার্থনা করি ॥৪॥

পৃথুপাজা অমর্ত্যো ঘৃতনির্ণিক্ স্বাহুতঃ ।
অগ্নির্যজ্ঞস্য হব্যবাট্ ॥৫॥

বিস্তৃত জ্যোতির অধিকারী, মৃত্যুহীন, ঘৃতসিক্ত সুষ্ঠু আহুতিপ্রাপ্ত এই অগ্নি যজ্ঞস্থলে হবিঃ বহন করেন ॥৫॥

তং সবাধো যতস্রুচ ইথা ধিয়া যজ্ঞবন্তঃ ।
আ চক্রুরগ্নিমূতয়ে ॥৬॥

তাদের যজ্ঞীয় দর্বি (স্রুক্‌পাত্র) প্রসারিত অবস্থায় (ঋত্বিগ্‌গণ) এইভাবে মনীষা দ্বারা যজ্ঞ সাধন করতে করতে সাগ্রহে সাহায্যের উদ্দেশে অগ্নিকে এইস্থানে স্থাপন করেছেন ॥৬॥

হোতা দেবো অমর্ত্যঃ পুরস্তাদেতি মায়য়া ।
বিদথানি প্রচোদয়ন্ ॥৭॥

হোতৃরূপে সেই মৃত্যুহীন দেবতা তাঁর বিচিত্র শক্তিযোগে/অভিজ্ঞতাযোগে সম্মুখে আগমন করে থাকেন, যজ্ঞীয় কর্মসকলকে অনুপ্রেরিত করেন ॥৭॥

বাজী বাজেষু ধীয়তে ঽধ্বরেষু প্র ণীয়তে ।
বিপ্রো যজ্ঞস্য সাধনঃ ॥৮॥

সেই শক্তিধর (অগ্নি)কে শক্তিব্যঞ্জক কর্মমধ্যে সন্নিবিষ্ট করা হয়। তাঁকে যজ্ঞকালে অগ্রভাগে আনয়ন করা হয়, যেহেতু কবি/ মনীষী (অগ্নি) যজ্ঞের সম্পাদক ॥৮॥

ধিয়া চক্রে বরেণ্যো ভূতানাং গর্ভমা দধে ।
দক্ষস্য পিতরং তনা[১] ॥৯॥

সুমতির সাহায্যে সেই মাননীয়কে (প্রতিষ্ঠা) করা হয়েছে, সকল জীবের বীজ (তাঁরই মধ্যে) ধারণ করেছেন, এবং তাঁর বিস্তারের দ্বারা কর্মশক্তির প্রভুকেও (লাভ করেছেন) ॥৯॥

১. দক্ষস্য পিতরং তনা—দক্ষপ্রজাপতির কন্যা অর্থাৎ পৃথিবী বেদিরূপা, তিনি জগতের পালক অগ্নিকে ধারণ করেন—সায়ণাচার্য।

নি ত্বা দধে বরেণ্যং দক্ষস্যেলা সহস্কৃত ।
অগ্নে সুদীতিমুশিজম্ ॥১০॥

আমি তোমাকে সন্নিবেশিত করেছি, হে বরণীয়, ঋষিকবিকৃত আহুতি দ্বারা তুমি অধিকতর শক্তিমান হয়েছে। হে অগ্নি, তুমি উজ্জ্বল দীপ্তিমান ও কামনাশীল ঋত্বিক স্বরূপ ॥১০॥

অগ্নিং যন্তুরমপ্তুরমৃতস্য যোগে বনুষঃ ।
বিপ্রা বাজৈঃ সমিন্ধতে ॥১১॥

অগ্নিকে, (জগৎ)নিয়ামককে, জলরাশি অতিক্রমকারীকে, যজ্ঞানুষ্ঠানকালে ঋত্বিকগণ সাগ্রহে হব্যাদি সহযোগে প্রজ্জ্বলিত করে থাকেন ॥১১॥

উর্জো নপাতমধ্বরে দীদিবাংসমুপ দ্যবি ।
অগ্নিমীলে কবিক্রতুম্ ॥১২॥

বলের সন্তান, যজ্ঞকালে যিনি দীপ্তিমান হয়ে আকাশ স্পর্শ করেন, সেই মেধাবীগণের নির্মাণস্বরূপ অগ্নিকে বন্দনা করি ॥১২॥

ঈলেন্যো নমস্যস্তিরস্তমাংসি দর্শতঃ ।
সমগ্নিরিধ্যতে বৃষা ॥১৩॥

যিনি আহ্বানের উপযুক্ত, শ্রদ্ধার্হ, অন্ধকার ভেদ করেও যিনি দর্শনীয় সেই বলিষ্ঠ/কামনাপূরক অগ্নিকে প্রজ্বালন করা হয়েছে ॥১৩॥

বৃষো অগ্নিঃ সমিধ্যতে হশ্বো ন দেববাহনঃ ।
তং হবিষ্মন্ত ঈলতে ॥১৪॥

সেই কামনাপূরক/বলবান অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছেন যেন দেব(গণকে) বহনকারী অশ্বের ন্যায়। হবিঃ আনয়নকারী (ঋত্বিক)গণ তাঁকে আহ্বান করে ॥১৪॥

বৃষণং ত্বা বয়ং বৃষন্ বৃষণঃ সমিধীমহি ।
অগ্নে দীদ্যতং বৃহৎ ॥১৫॥

স্বয়ং প্রভূত হব্যদানকারী আমরা যেন তোমাকে প্রজ্বালন করি হে বলবান ও অত্যন্ত দীপ্তিমান অগ্নি! হে সকল অভীষ্টের বর্ষক ॥১৫॥

(সূক্ত-২৮)

অগ্নি দেবতা। গাথিনো বিশ্বামিত্র ঋষি। ১-২,৬ গায়ত্রী, ৩ উষ্ণিক্, ৪ ত্রিষ্টুপ, ৫ জগতী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৬।

অগ্নে জুষস্ব নো হবিঃ পুরোলাশং জাতবেদঃ ।
প্রাতঃসাবে ধিয়াবসো ॥১॥

হে অগ্নি! আমাদের (প্রদত্ত) আহুতি আমাদের পুরোডাশ, উপভোগ কর। এই প্রাতঃসবনকালে, হে জাতবেদস্, হে প্রভূত স্তুতি সম্পন্ন ॥১॥

টীকা— পুরোডাশ—আহুতির জন্য প্রস্তুত পিষ্টক; জাতবেদস্—যিনি সকল জীবকে জ্ঞাত আছেন; ধিয়াবসু—স্তুতি যাঁর রত্নস্বরূপ।

পুরোলা অগ্নে পচতস্তুভ্যং বা ঘা পরিষ্কৃতঃ ।
তং জুষস্ব যবিষ্ঠ্য ॥২॥

হে অগ্নি, পুরোডাশ প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তোমার জন্য বিশেষভাবে সংস্কার করা হয়েছে, হে নবীনতম! তাকে উপভোগ কর ॥২॥

অগ্নে বীহি পুরোলাশমাহুতং তিরোঅহ্ন্যম্[১] ।
সহসঃ সূনুরস্যধ্বরে হিতঃ ॥৩॥

এই পুরোডাশ যা আহুতিরূপে প্রদত্ত এবং একদিন/তিনদিন পূর্বে প্রস্তুত (সোমরস?)—এই সকল গ্রহণ কর। তুমি বলের পুত্র, যজ্ঞে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত (করা হয়েছে) ॥৩॥

১. তিরোঅহ্ন্যম্— শব্দটির অর্থ হতে পারে—এক দিন/রাত্রি উত্তীর্ণ হয়েছে যা প্রস্তুত করার পরে সম্ভবতঃ শব্দটি সোমরসের বিশেষণ যদিও মন্ত্রে কোন উল্লেখ নেই—Jamison. আবার Griffith বলছেন, তিনদিন পূর্বে প্রস্তুত সোমরস। সায়ণ বলেন— তিরোঅহ্ন্যম্— অহঃ বা দিন তিরোহিত হলে অর্থাৎ রাত্রিকালে যা আহুতি দেওয়া হয়েছে।

মাধ্যন্দিনে সবনে[২] জাতবেদঃ পুরোলাশমিহ কবে জুষস্ব ।
অগ্নে যহ্বস্য তব ভাগধেয়ং ন প্র মিনন্তি বিদথেষু ধীরাঃ ॥৪॥

এই স্থানে মাধ্যন্দিন সবনে হে জ্ঞানী জাতবেদস্ পুরোডাশ উপভোগ কর। হে অগ্নি! বিদ্বান (ঋত্বিগ্‌গণ) যজ্ঞস্থলে তোমার নির্দিষ্ট অংশ কখনই সংক্ষেপিত করেন না, হে নবীন/বলবান (অগ্নি) ।।৪।।

১. মাধ্যন্দিন সবন—সোমরসের তিনবার সবনের মধ্যে মধ্যাহ্নে কৃত সবন।

অগ্নে তৃতীয়ে সবনে হি কানিষঃ পুরোলাশং সহসঃ সূনবাহুতম্ ।
অথা দেবেষ্বধ্বরং বিপন্যয়া ধা রত্নবন্তমমৃতেষু জাগৃবিম্ ॥৫।।

হে অগ্নি! যখন তৃতীয়সবনে তোমার প্রতি আহুত পুরোডাশের মাধ্যমে তুমি প্রসন্ন হবে, হে বলের পুত্র, তখন দেবগণের প্রতি সুষ্ঠু স্তুতির মাধ্যমে আমাদের যজ্ঞকে বহন কর, যা সম্পদ বহন করে সদা জাগ্রত থাকে, (তাকে) অমর দেবগণের প্রতি (বহন কর) ।।৫।।

অগ্নে বৃধান আহুতিং পুরোলাশং জাতবেদঃ ।
জুষস্ব তিরোঅহ্ন্যম্ ॥৬।।

হে জাতবেদস্, হে অগ্নি, বর্ধমানরূপে (প্রদত্ত) আহুতি, পুরোডাশ এবং পূর্বদিনে প্রস্তুত (সোমকে) উপভোগ কর ।।৬।।

(সূক্ত-২৯)

অগ্নি,কেবল ৫ম ঋকটির ঋত্বিজ বা অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, ১,৪,১০,১২ অনুষ্টুপ্, ৬,১১,১৪,১৫ জগতী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১৬।

অস্তীদমধিমন্থনমস্তি প্রজননং কৃতম্ ।
এতাং বিশ্‌পত্নীমা ভরাগ্নিং মন্থাম পূর্বথা ॥১।।

এইস্থানে অগ্নিমন্থনের ভিত্তিতল প্রস্তুত আছে, এই (স্ফুলিঙ্গ) উদ্‌গমনের (কাষ্ঠ ও তৃণগুচ্ছাদি) প্রস্তুত আছে। গোষ্ঠীপতির পত্নীকে এই স্থানে আনয়ন কর। পুরাতন রীতিতে আমরা অগ্নি প্রজ্বালন করব। ।১।।

টীকা—অধিমন্থনম্ —সায়ণ মতে উপরিস্থিত কাষ্ঠখণ্ড এবং প্রজনন অর্থে শুষ্ক কুশগুচ্ছ যার উপর ঘর্ষণের ফলে অগ্নি বিন্দু পতিত হয় ও জ্বলে ওঠে। অথবা অধিমন্থন অর্থ যে মূলভূমির উপরে অগ্নি মন্থন করা হয়। বিশ্‌পত্নী—নিম্নভাগে রক্ষিত মন্থনের কাষ্ঠ খণ্ড।

অরণ্যোর্নিহিতো জাতবেদা গর্ভ ইব সুধিতো গর্ভিণীষু ।
দিবেদিব ঈড্যো জাগৃবদ্ভির্হবিষ্মদ্ভির্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ ॥২।।

দুই খন্ড মন্থন কাষ্ঠের মধ্যে জাতবেদস্ বিদ্যমান থাকেন যেমন গর্ভবতী রমণীগণের মধ্যে (গর্ভাবস্থায়) জাতক সুস্থিত থাকে। জাগ্রত এবং হব্যবহনকারী মনুষ্যগণের দ্বারা সেই অগ্নি প্রতিদিন স্তুতির যোগ্য ।।২।।

উত্তানায়ামব ভরা চিকিত্বান্ৎসদ্যঃ প্রবীতা বৃষণং জজান ।
অরুষস্তূপো রুশদস্য পাজ ইলায়াস্পুত্রো বয়ুনেঽজনিষ্ট ॥৩।।

সযত্নে, ঊর্ধ্বমুখে শায়িত (নিচস্থিত কাষ্ঠখণ্ডের) উপরে ইহাকে (অপর কাষ্ঠ) স্থাপন কর, এইক্ষণে গর্ভাধানের পরে সেই (কাষ্ঠ) শক্তিমান (অগ্নিকে) জন্ম দিয়েছেন। তার রক্তবর্ণ (শিখার) স্তূপসদৃশ আকৃতি তেজের সঙ্গে দীপ্যমান। সেই ইলার[১] (আহুতির) পুত্র যজ্ঞবিধি অনুসারে জন্মলাভ করেছেন ।।৩।।

১. ইলার পুত্র—অগ্নি।

ইলায়াস্ত্বা পদে[১] বয়ং নাভা পৃথিব্যা অধি ।
জাতবেদো নি ধীমহ্যগ্নে হব্যায় বোল্‌হবে ॥৪।।

ইলার (নির্দিষ্ট) স্থানে আমরা তোমাকে সন্নিবেশিত করি পৃথিবীর মধ্যবিন্দুতে; যেন, হে অগ্নি, হে জাতবেদস্, তুমি আমাদের আহুতিকে (দেবতাদের প্রতি) বহন করতে পার।।৪।।

১. ইলায়াঃ পদে—উত্তর বেদিতে।

মন্থতা নরঃ কবিমদ্বয়ন্তং প্রচেতসমমৃতং সুপ্রতীকম্ ।
যজ্ঞস্য কেতুং প্রথমং পুরস্তাদগ্নিং নরো জনয়তা সুশেবম্ ॥৫।।

ওহে মনুষ্যগণ! সেই মহাজ্ঞানী, মেধাবী, অনিন্দ্য, অমর, শোভন আকৃতিসম্পন্ন (অগ্নিকে) মন্থন কর—যজ্ঞের প্রজ্ঞাপক পতাকাস্বরূপ প্রধান এবং পরম উপকারী অগ্নিকে উৎপাদন কর। তাঁকে অগ্রভাগে পূর্বভাগে স্থাপন কর ।।৫।।

টীকা—অদ্বয়ন্তম্—যিনি মন ও বাক্যের দ্বারা একই রূপ আচরণ করেন—সায়ণভাষ্য।

যদী মন্থন্তি বাহুভির্বি রোচতে হশ্বো ন বাজ্যরুষো বনেষ্বা ।
চিত্রো ন যামন্নশ্বিনোরনিবৃতঃ পরি বৃণক্ত্যশ্মনস্তৃণা দহন্ ॥৬॥

যখন তাদের বাহুদ্বারা (ঋত্বিক-সকল) তাঁকে ঘর্ষণ করতে থাকেন, তিনি উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন যেন বনের মধ্যে তেজস্বী রক্তবর্ণ অশ্ব, যেন অশ্বিনদ্বয়ের পথমধ্যে দীপ্তিমান (সূর্য?)। অদম্য তিনি প্রস্তরখণ্ডগুলিকে পরিহার করে তৃণসকলকে দহন করেন ॥৬॥

জাতো অগ্নী রোচতে চেকিতানো বাজী বিপ্রঃ কবিশস্তঃ সুদানুঃ ।
যং দেবাস ঈড্যং বিশ্ববিদং হব্যবাহমদধুরধ্বরেষু ॥৭॥

জন্মমাত্রেই অগ্নি জ্যোতির্ময় এবং ক্রমেই দর্শনীয় হতে থাকেন। তিনি যেন জয়শীল অশ্ব, ক্রান্তদর্শী কবিগণ দ্বারা প্রশংসিত, সেই শোভনদাতা যাঁকে দেবগণ যজ্ঞস্থানে প্রতিস্থাপন করেছেন, তিনি স্তুত্য, সর্বজ্ঞ এবং হব্যবহনকারী ॥৭॥

সীদ হোতঃ স্ব উ লোকে চিকিত্বান্ৎসাদয়া যজ্ঞং সুকৃতস্য যোনৌ ।
দেবাবীর্দেবান্ হবিষা যজাস্যগ্নে বৃহদ্ যজমানে বয়ো ধাঃ ॥৮॥

হে হোতা! তুমি স্বস্থানে উপবেশন করে সযত্নে অবধান কর। এই পুণ্যকর্মের উৎপত্তিস্থলে যজ্ঞকে সন্নিবেশিত কর। দেবগণের পরিচর্যাকারী তুমি হবিঃ দ্বারা দেবগণকে যজনা কর। হে অগ্নি! এই যজমানকে দীর্ঘায়ু দান কর ॥৮॥

কৃণোত ধূমং বৃষণং সখায়ো হস্রেধন্ত ইতন বাজমচ্ছ ।
অয়মগ্নিঃ পৃতনাষাট্ সুবীরো যেন দেবাসো অসহন্ত দস্যূন্ ॥৯॥

হে সখাগণ! তোমরা বিপুল ধূম উদ্‌গত (করার আয়াজন) কর, যে-ধূম কাম্য ফল বর্ষণ করবে এবং অবাধে সম্পদের অভিমুখে গমন কর। এই সেই শোভনবীর অগ্নি যিনি যুদ্ধে সর্বজয়ী এবং যার দ্বারা দেবগণ দস্যুদলকে পরাজিত করে থাকেন ॥৯॥

অয়ং তে যোনির্ঋত্বিয়ো যতো জাতো অরোচথাঃ ।
তং জানন্নগ্ন আ সীদাথা নো বর্ধয়া গিরঃ ॥১০॥

ঋতু অনুসারে এই তোমার নির্দিষ্ট উৎপত্তিস্থল, সেই স্থান হতে তুমি জন্মমাত্রে উদ্ভাসিত হয়েছ; এই তত্ত্ব অবগত হয়ে, অগ্নি এইস্থানে আসন গ্রহণ কর এবং আমাদের সূক্ত-সকলকে সমৃদ্ধ কর ॥১০॥

তনূনপাদুচ্যতে গর্ভ আসুরো নরাশংসো ভবতি যদ্ বিজায়তে ।
মাতরিশ্বা যদমিমীত মাতরি বাতস্য সর্গো অভবৎ সরীমণি ॥১১॥

দৈব জাতকরূপে তাঁকে বলা হয় তনূনপাৎ এবং বিবিধ আকৃতিতে যখন জন্ম নিয়েছেন (তখন) তিনি নরাশংস; যখন মাতার মধ্যে আকার গ্রহণ করেছেন তখন তিনি মাতরিশ্বন্ এবং তাঁর ক্ষিপ্র গতিতে তিনি বায়ুর অভিঘাতস্বরূপ ॥১১॥

সুনির্মথা নির্মথিতঃ সুনিধা নিহিতঃ কবিঃ ।
অগ্নে স্বধ্বরা কৃণু দেবান্ দেবয়তে যজ ॥১২॥

নিপুণ ঘর্ষণ দ্বারা সেই কবিকে মন্থন করা হয় এবং সযত্নে (তাঁকে) প্রতিস্থাপন করা হয়। হে অগ্নি! যজ্ঞ সকলকে সুষ্ঠুভাবে (নির্বাহিত) কর এবং দেবকামী যজমানের জন্য দেবগণকে যজনা কর ॥১২॥

অজীজনন্নমৃতং মর্ত্যাসো হস্রেমাণং তরণিং বীলুজম্ভম্[1] ।
দশ স্বসারো[2] অগ্রুবঃ সমীচীঃ পুমাংসং জাতমভি সং রভন্তে ॥১৩॥

মর্তবাসীগণ সৃষ্টি করেছেন সেই অমরকে যিনি অক্ষয়, জয়শীল এবং দৃঢ় আস্যের অধিকারী, একত্রিতভাবে দশ কুমারী ভগিনীগণ সেই সদ্যোজাত পুরুষ শিশুকে আলিঙ্গন করে থাকে ॥১৩॥

১. বীলুজম্ভম্ —দৃঢ় মুখ যার। অগ্নি সর্বভুক তাই তার মুখ, চোয়াল ইত্যাদি সবকিছু গ্রাস করার মত দৃঢ়।
২. দশ স্বসারো—ঋত্বিকের হাতের দশ অঙ্গুলি।

প্র সপ্তহোতা সনকাদরোচত মাতুরুপস্থে যদশোচদূধনি ।
ন নি মিষতি সুরণো দিবেদিবে যদসুরস্য জঠরাদজায়ত ॥১৪॥

চিরদিন হতে, সপ্তসংখ্যক হোতার পরিচর্যায় তিনি মাতৃক্রোড়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন এবং (তাঁর) বক্ষে তিনি জ্যোতির্ময়রূপে শোভিত হয়েছেন। দিনে দিনে অত্যন্ত সুখকর তিনি কখনও নিমেষ পাত করেন না যখন হতে তিনি দিব্য গর্ভ হতে জন্ম লাভ করেছেন ॥১৪॥

টীকা— অসুর—দ্যৌঃ।

অমিত্রায়ুধো মরুতামিব প্রয়াঃ প্রথমজা ব্রহ্মণো বিশ্বমিদ্ বিদুঃ ।
দ্যুম্নবদ্ ব্রহ্ম কুশিকাস এরির একএকো দমে অগ্নিং সমীধিরে ॥১৫॥

শক্রকে আক্রমণকারী অগ্রগামী মরুৎগণের ন্যায় সেই প্রথম জাত (কুশিকগণ) স্তোত্রের সম্যক মহিমা অবগত আছেন। সেই কুশিকগণ দ্যুতিময় ব্রহ্মস্তোত্রকে উদ্গত করেছেন এবং প্রত্যেকে তাঁরা নিজ নিজ গৃহে অগ্নি প্রজ্বালন করেছেন ।।১৫।।

যদদ্য ত্বা প্রয়তি যজ্ঞে অস্মিন্ হোতশ্চিকিত্বোঽবৃণীমহীহ ।
ধ্রুবময়া ধ্রুবমুতাশমিষ্ঠাঃ প্রজানন্ বিদ্বাঁ উপ যাহি সোমম্ ॥১৬॥

অদ্য এইস্থানে আমরা যখন যজ্ঞ সম্পাদনকালে তোমাকে বরণ করেছি হে বিচক্ষণ হোতা, তখন তুমি নিশ্চয় তার সঙ্গে যজনা করেছ, নিশ্চিতভাবে শ্রম করেছ হে প্রাজ্ঞ, সর্ববিৎ তুমি সোমের অভিমুখে গমন কর ।।১৬।।

অনুবাক-৪

(সূক্ত-৩০)

ইন্দ্র দেবতা। গাথিনো বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-২২।

ইচ্ছন্তি ত্বা সোম্যাসঃ সখায়ঃ সুন্বন্তি সোমং দধতি প্রয়াংসি ।
তিতিক্ষন্তে অভিশস্তিং জনানামিন্দ্র ত্বদা কশ্চন হি প্রকেতঃ ॥১॥

সোমদাতা বন্ধুগণ তোমাকেই আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁরা সোমরস নিষ্পেষণ করেন এবং সুখকর হব্য আহুতি দেন। তাঁরা জনগণের অপবাদ সহন করেন কারণ, হে ইন্দ্র! তোমার অপেক্ষা খ্যাতিমান/জ্ঞানী কেউ নেই ।।১।।

ন তে দূরে পরমা চিদ্ রজাংস্যা তু প্র যাহি হরিবো হরিভ্যাম্ ।
স্থিরায় বৃষ্ণে সবনা কৃতেমা যুক্তা গ্রাবাণঃ সমিধানে অগ্নৌ ॥২॥

অন্তরিক্ষের দূরতম অঞ্চল ও তোমা হতে দূরবর্তী নয় তবু হে হরী, অশ্বদ্বয়ের অধিপতি, তোমার পিঙ্গল দুই অশ্বযোগে এইস্থানে আগমন কর। এই সকল সুত (সোম) অথবা সবনসমূহ হে দৃঢ় বৃষভ (বলিষ্ঠ/ফলবর্ষক), তোমার জন্য প্রস্তুত হয়েছে এবং নিষ্পেষণের গ্রাবদ্বয় সংযোজিত ও অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছে ।।২।।

ইন্দ্রঃ সুশিপ্রো[১] মঘবা তরুত্রো মহাব্রাতস্তুবিকূর্মিঋঘাবান্ ।
যদুগ্রো ধা বাধিতো মর্ত্যেষু ক্ব ত্যা তে বৃষভ বীর্যাণি ॥৩॥

হে শোভন হনূ সমন্বিত ইন্দ্র, তুমি ধনসমৃদ্ধ, ত্রাতা/বিজেতা, বিপুল দলের অধিপতি, প্রভূত কর্মের অনুষ্ঠাতা বিঘ্নবিনাশক। হে শক্তিমান্! যা তুমি বিপুল বিরোধ সত্ত্বেও মর্তবাসীগণের মধ্যে স্থাপন করেছিলে ইদানীং কোথায় তোমার সেই বীরত্বব্যঞ্জক কর্ম? ।।৩।।

১. সুশিপ্র—শিপ্র শব্দের অর্থান্তর—শিরস্ত্রাণ।

ত্বং হি ষ্মা চ্যাবয়ন্নচ্যুতান্যেকো বৃত্রা চরসি জিঘ্নমানঃ ।
তব দ্যাবাপৃথিবী পর্বতাসো হনু ব্রতায় নিমিতেব তস্থুঃ ॥৪॥

একাকী তুমি স্থিরবদ্ধ সকলকে প্রকম্পিত করে, সকল বাধা চূর্ণ করে বিচরণ কর। তোমারই বিধান মান্য করে দ্যাবাপৃথিবী ও পর্বতবৃন্দ দৃঢ় প্রোথিতের ন্যায় অবস্থান করে ।।৪।।

উতাভয়ে পুরুহূত শ্রবোভিরেকো দৃলহমবদো বৃত্রহা সন্ ।
ইমে চিদিন্দ্র রোদসী অপারে যৎ সংগৃভ্ণা মঘবন্ কাশিরিৎ তে ॥৫॥

একাকী তুমি সুখ্যাতির সঙ্গে বারংবার আহূত হয়ে নির্ভয়ভাবে অনমনীয় চিত্তে কথা বল কারণ তুমি বৃত্রহন্তা; এমন কী এই দুই সীমাহীন দ্যাবাপৃথিবী, যখন তাদের তুমি যুগপৎ গ্রহণ কর, হে ধনসমৃদ্ধ ইন্দ্র, তারা তোমার মুষ্টি পরিমিত ।।৫।।

প্র সূ ত ইন্দ্র প্রবতা হরিভ্যাং প্র তে বজ্রঃ প্রমৃণন্নেতু শত্রূন্ ।
জহি প্রতীচো অনূচঃ পরাচো বিশ্বং সত্যং কৃণুহি বিষ্টমস্তু ॥৬॥

যেন হে ইন্দ্র, তোমার পিঙ্গল দুই অশ্ব সুগম নিম্নমুখী পথে অবতরণ করে; যেন তোমার বজ্র শত্রু দমন করে অগ্রসর হয়। যারা তোমার বিপরীতে (সম্মুখে আসে), যারা পশ্চাতে (অনুসরণ করে, যারা (তোমা হতে) পলায়ন করে তাদের বিনাশ কর। তোমার সকল সংকল্প যেন সত্য হয়, সম্পূর্ণ হয় ।।৬।।

যস্মৈ ধায়ুরদধা মর্ত্যায়াভক্তং চিদ্ ভজতে গেহ্যং সঃ ।
ভদ্রা ত ইন্দ্র সুমতির্ঘৃতাচী সহস্রদানা পুরুহূত রাতিঃ ॥৭॥

যে মর্তবাসীকে তুমি পোষণ দান করেছ সে অখণ্ডভাবে গার্হস্থ্য সম্পদ উপভোগ করে। তোমার অনুগ্রহ কল্যাণকর এবং ঘৃতসিক্ত। হে বহুজন কর্তৃক আহূত ইন্দ্র, তোমার বদান্যতা সহস্র সম্পদ দান করে ।।৭।।

সহদানুং পুরুহূত ক্ষিয়ন্তমহস্তমিন্দ্র সং পিণক্ কুণারুম্ ।
অভি বৃত্রং বর্ধমানং পিয়ারুমপাদমিন্দ্র তবসা জঘন্থ ॥৮।।

(তার জননী) দানুর সঙ্গে বাসরত সেই বিগতহস্ত দানবকে তুমি নিঃশেষে চূর্ণ করেছিলে, হে বারংবার আহূত ইন্দ্র! তোমার বলবান (অস্ত্র) দ্বারা তুমি শক্তিতে বৃদ্ধিরত সেই বিরোধী বৃত্রকে ছিন্নপাদ করে বধ করেছিলে ।।৮।।

নি সামনামিষিরামিন্দ্র ভূমিং মহীমপারাং সদনে সসথ ।
অস্তভ্নাদ্ দ্যাং বৃষভো অন্তরিক্ষমর্ষন্ত্বাপস্ত্বয়েহ প্রসূতাঃ ॥৯।।

হে ইন্দ্র! তুমি (এই) সম্পূর্ণ, বৃহৎ, অসীম, প্রাণচঞ্চল পৃথিবীকে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছ। সেই বলবান দ্যুলোক ও অন্তরিক্ষলোককে (স্তম্ভবৎ) দৃঢ় ধারণ করেছ। যেন তোমার দ্বারা উৎ সারিত জলরাশি এইস্থানে প্রবাহিত হয় ।।৯।।

অলাতৃণো[১] বল ইন্দ্র ব্রজো গোঃ পুরা হন্তোর্ভয়মানো ব্যার ।
সুগান্ পথো অকৃণোন্নিরজে গাঃ প্রাবন্ বাণীঃ পুরুহূতং ধমন্তীঃ ॥১০।।

হে ইন্দ্র! সেই বল-(নামে দানব), গাভী (জল) সকলকে যে অবরোধ করেছিল, সভয়ে তোমার আঘাতের পূর্বেই নিঃশব্দে (অবরোধ) উন্মুক্ত করেছিল; তিনি (ইন্দ্র) গাভীদের গমনের জন্য পথগুলিকে সুগম করেছিলেন। (অঙ্গিরসগণের) সোচ্চার প্রশস্তি সকল সেই বারংবার আহূত ইন্দ্রকে সহায়তা করেছিল ।।১০।।

১. অলাতৃণ—নিঃশব্দে—ম্যাক্সমূলার কৃত অনুবাদ (Vedic hymns)' Jamison বলেছেন 'অশান্ত'। অথবা যাস্কের অনুসরণে— প্রবল মেঘ।

একো দ্বে বসুমতী সমীচী ইন্দ্র আ পপ্রৌ পৃথিবীমুত দ্যাম্ ।
উতান্তরিক্ষাদভি নঃ সমীক ইষো রথীঃ সযুজঃ শূর বাজান্ ॥১১।।

একাকী সেই ইন্দ্র ভূলোক ও দ্যুলোক—(যাঁরা) রত্নের যুগ্ম ভাণ্ডার স্বরূপ– উভয়কে পূর্ণ করেছিলেন। তুমি অন্তরিক্ষলোক হতে আমাদের অভিমুখে (উভয়ের) সম্মেলন-স্থলে অন্নের রথীরূপে একত্রে সংযোজিত শক্তিসমূহ আনয়ন কর, হে বীর ।।১১।।

দিশঃ সূর্যো ন মিনাতি প্রদিষ্টা দিবেদিবে হর্যশ্বপ্রসূতাঃ ।
সং যদানলধ্বন আদিদশ্বৈর্বিমোচনং কৃণুতে তত্ত্বস্য ॥১২।।

দিনে দিনে পিঙ্গল অশ্বের অধিপতি দ্বারা প্রেরিত, নির্দেশিত দিকসমূহের সীমা সূর্য লঙ্ঘন করেন না। যখন তিনি সম্পূর্ণভাবে পথের (প্রান্তে) উপস্থিত হয়ে থাকেন, মাত্র তখনই তিনি অশ্বের (বন্ধন) মোচন করে থাকেন; তাঁর এইরূপ (কর্মপদ্ধতি) ।।১২।।

দিদৃক্ষন্ত উষসো যামন্নক্তোর্বিবস্বত্যা মহি চিত্রমনীকম্ ।
বিশ্বে জানন্তি মহিনা যদাগাদিন্দ্রস্য কর্ম সুকৃতা পুরূণি ॥১৩।।

রাত্রির আবর্তনকালে উষার আগমনে তারা সেই দীপ্যমানা (উষা)র সমুজ্জ্বল মহান মুখচ্ছবি দর্শন করার কামনা করেন; যখন তিনি মহিমাভরে আগমন করেন তারা সকলেই অবগত থাকেন, যে ইন্দ্রের কৃত শোভনকর্মের সংখ্যা বহু ।।১৩।।

মহি জ্যোতির্নিহিতং বক্ষণাস্বামা পক্বং চরতি বিভ্রতী গৌঃ ।
বিশ্বং স্বাদ্ম সম্ভৃতমুস্রিয়ায়াং যৎ সীমিন্দ্রো অদধাদ্ ভোজনায় ॥১৪।।

তাঁর বক্ষদেশ বিপুল জ্যোতিঃ শোভিত; স্বয়ং অপক্ব হয়েও সেই গাভী সুপক্ব (দুগ্ধ)সহ বিচরণ করেন। এই রক্তবর্ণার মধ্যে সর্ববিধ মিষ্টত্ব একত্র সঞ্চিত আছে, যা ইন্দ্র উপভোগের জন্য নিহিত করেছেন ।।১৪।।

ইন্দ্র দৃহ্য যামকোশা অভূবন্ যজ্ঞায় শিক্ষ গৃণতে সখিভ্যঃ ।
দুর্মায়বো দুরেবা মর্ত্যাসো নিষঙ্গিণো রিপবো হন্ত্বাসঃ ॥১৫।।

হে ইন্দ্র! অবিচল থাক! পথের বাধা(রূপে শত্রুরা) সমাগত হয়েছে। যজ্ঞের জন্য, স্তোতৃবৃন্দের জন্য, তোমার মিত্রগণের জন্য সহায়তা কর। দুর্বুদ্ধি মানবগণ, যারা দুরাচারী কপট সেই সকল ধনুর্ধর শত্রুকে তুমি অবশ্যই নিধন কর ।।১৫।।

সং ঘোষঃ শৃণ্বেঽবমৈরমিত্রৈর্জহী ন্যেষ্বশনিং তপিষ্ঠাম্ ।
বৃশ্চেমধস্তাদ্ বি রুজা সহস্ব জহি রক্ষো মঘবন্ রন্ধয়স্ব ॥১৬॥

(আমাদের) নিকটস্থ শত্রুগণ দ্বারা চতুর্দিকে যুদ্ধনাদ শ্রুত হয়েছে; তোমার উগ্রতম দাহকারী অস্ত্র তাদের প্রতি নিক্ষেপ কর। নিম্নদেশ হতে তাদের ভগ্ন কর, তাদের চূর্ণিত কর, অবদমন কর, বিনাশ কর! হে মঘবন/ ধনশালিন! তাদের আমাদের দাস কর ।।১৬।।

উদ্ বৃহ রক্ষঃ সহমূলমিন্দ্র বৃশ্চা মধ্যং প্রত্যগ্রং শৃণীহি ।
আ কীবতঃ সললূকং চকর্থ ব্রহ্মদ্বিষে তপুষিং হেতিমস্য ॥১৭॥

রাক্ষস শক্তিকে উন্মূল কর, হে ইন্দ্র! মধ্যভাগে তাদের ছেদন কর, শীর্ষদেশকে ভগ্ন কর। এই সকল পাপীদের তুমি কত দূরদেশে বিতাড়ন করেছ? তোমার প্রদাহক অস্ত্র এই সকল ব্রহ্মদ্বেষী (বেদবিরোধী)র প্রতি ক্ষেপণ কর ।।১৭।।

স্বস্তয়ে বাজিভিশ্চপ্রণেতঃ সং যন্মহীরিষ আসৎসি পূর্বীঃ ।
রায়ো বন্তারো বৃহতঃ স্যামাংস্মে অস্তু ভগ ইন্দ্র প্রজাবান্ ॥১৮॥

আমাদেরই কল্যাণার্থে বলবান অশ্বসকল বাহিত হয়ে, হে নায়ক (ইন্দ্র), তুমি প্রচুর উত্তম অন্নের নিকট অধিষ্ঠান কর। যেন আমরা প্রভূত সম্পদ লাভ করতে পারি। ইন্দ্র যেন আমাদের সন্তানসমৃদ্ধ অংশ (সম্পদ)রূপে স্থাপিত থাকেন ।।১৮।।

আ নো ভর ভগমিন্দ্র দ্যুমন্তং নি তে দেষ্ণস্য ধীমহি প্ররেকে ।
উর্ব ইব পপ্রথে কামো অস্মে তমা পৃণ বসুপতে বসূনাম্ ॥১৯॥

হে ইন্দ্র! আমাদের অভিমুখে দীপ্তিময় ঐশ্বর্য আনয়ন কর। তোমার দানের প্রাচুর্যে আমরা আস্থা রাখি। আমাদের আকাঙ্ক্ষা (সমুদ্রতুল্য) বিস্তার লাভ করেছে। হে সকল সম্পদের অধীশ্বর, তা পূরণ কর ।।১৯।।

ইমং কামং মন্দয়া গোভিরশ্বৈশ্চন্দ্রবতা রাধসা পপ্রথশ্চ ।
স্বর্যবো মতিভিস্তুভ্যং বিপ্রা ইন্দ্রায় বাহঃ কুশিকাসো অক্রন্ ॥২০॥

হে ইন্দ্র! এই প্রার্থনাকে গাভীদ্বারা, অশ্বদ্বারা সমুজ্জ্বল সম্পদ সহযোগে তৃপ্ত কর। (তাকে) প্রসারিত কর। প্রাজ্ঞ কুশিকগণ স্বর্গের আকাঙ্ক্ষায়, তাঁদের অনুপ্রেরিত ধী সহযোগে তোমার প্রতি স্তুতি নিবেদন করেন ।।২০।।

আ নো গোত্রা দর্দৃহি গোপতে গাঃ সমস্মভ্যং সনয়ো যন্তু বাজাঃ ।
দিবক্ষা অসি বৃষভ সত্যশুষ্মো ঽস্মভ্যং সু মঘবন্ বোধি গোদাঃ ॥২১॥

হে গাভী (কুলের) অধীশ্বর, গোষ্ঠসকল বিদারণ করতে থাক। গাভীগুলি আমাদের জন্য সম্পদ জয় করার শক্তি (যেন আগমন করে)। তুমি স্বর্গের শাসন কর্তা, হে বলবান। তোমার শক্তি যথার্থ। হে ধনবান, আমাদের জন্য গো দান কর ।।২১।।

শুনং হুবেম মঘবানমিন্দ্রমস্মিন্ ভরে নৃতমং বাজসাতৌ ।
শৃণ্বন্তমুগ্রমূতয়ে সমৎসু ঘ্নন্তং বৃত্রাণি সংজিতং ধনানাম্ ॥২২॥

আমরা ধনবান ইন্দ্রকে, শ্রেষ্ঠ বীরকে মঙ্গলের জন্য আবাহন করি এই সংগ্রামে সম্পদ জয়ের উদ্দেশে। সেই ঘোররূপ শ্রোতাকে যুদ্ধে সহায়তার জন্য (আবাহন করি) যিনি বাধাচূর্ণ করেন, সম্পদ জয় করেন ।।২২।।

(সূক্ত-৩১)

ইন্দ্র দেবতা। ইষীরথের অপত্য কুশিক অথবা গাথিনো বিশ্বামিত্র ঋষি।
ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-২২।

[1]শাসদ্ বহ্নির্দুহিতুর্নপ্ত্যং গাদ্ বিদ্বাঁ ঋতস্য দীধিতিং সপর্যন্ ।
পিতা যত্র দুহিতুঃ সেকমৃঞ্জন্ৎসং শগ্ম্যেন মনসা দধন্বে ॥১॥

প্রাজ্ঞ, ন্যায়ের বিধান অনুসারে অনুপ্রেরিত অবস্থায় নিয়ন্ত্রণে রত হয়ে সেই অপুত্রক (অগ্নি) তাঁর কন্যার (নিকট হতে) দৌহিত্র প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। সেই পিতা, তাঁর কন্যার গর্ভাধানের আকাঙ্ক্ষায় সাগ্রহে তার সাক্ষাতের জন্য ধাবিত হন ।।১।।

১. শাসদ্বহ্নিঃ—ইত্যাদি, বহ্নি শব্দের অর্থ সাধারণভাবে হব্যবহনকারী/যজমান বা পুরোহিত ইত্যাদি। কিন্তু আলোচ্য শ্লোকে সায়ন এবং অবশ্যই H.H.Wilson বলেছেন 'বহ্নিঃ শব্দের অর্থ পুত্রহীন ব্যক্তি, যে কেবলমাত্র কন্যার পিতা। কারণ তাঁর সম্পত্তিকে তিনি কন্যার মাধ্যমে অপর পরিবারে বহন করেন। তিনি বিধি অনুসারে কন্যার পুত্রকে নিজের পুত্ররূপে জ্ঞান করেন এবং এইভাবে উত্তরাধিকারী ও শ্রাদ্ধাধিকারী প্রাপ্ত হয়ে তৃপ্ত থাকেন।' যদিও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে অগ্নি প্রজ্বালনের বিষয়ে এইরূপ ব্যাখ্যা কষ্টকল্পনা।

ন জাময়ে তান্বো রিক্থমারৈক্ চকার গর্ভং সনিতুর্নিধানম্ ।
যদী মাতরো জনয়ন্ত বহ্নিমন্যঃ কর্তা সুকৃতোরন্য ঋন্ধন্ ॥২॥

শরীর হতে জাত পুত্র তার ভগ্নির প্রতি সম্পদের অংশ দান করে না। সে (কন্যার) গর্ভকে বিজেতাকে ধারণ করার জন্য আশ্রয়রূপে নির্দিষ্ট করে। যখন পিতামাতা বহনকারীকে জন্ম দিয়ে থাকেন তখন উভয় শোভনকর্মীর মধ্যে অন্যতম, কার্যসম্পাদন করেন এবং অপর জন সমৃদ্ধি সম্পাদন করেন ।।২।।

টীকা— পাশ্চাত্ত্য ব্যাখ্যা অনুসারে এই দুটি শ্লোকের অর্থ এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

Jamison বলেছেন শ্লোক দুটিতে —বহ্নি বা বাহক হলেন অগ্নি, তাঁর কন্যা বলা হয়েছে গার্হপত্য অগ্নিকে এবং দৌহিত্র হলেন আহবনীয় অগ্নি। প্রথম শ্লোকে উল্লেখিত 'সেক' শব্দের অর্থ ঘৃতাহুতি। দ্বিতীয় শ্লোকে পুত্র—অগ্নি, তাঁর ভগ্নি—গার্হপত্য অগ্নি, এবং গর্ভ—আহবনীয় অগ্নি।

পিতামাতা—ঋত্বিকের অঙ্গুলি-সকল এবং দুই কর্মী হল অরণি বা অগ্নি প্রজ্জ্বলনের কাষ্ঠ খণ্ড।

অগ্নির্জজ্ঞে জুহ্বা রেজমানো মহস্পুত্রাঁ অরুষস্য[১] প্রযক্ষে ।
মহান্ গর্ভো মহ্যা জাতমেষাং মহী প্রবৃদ্ধর্যশ্বস্য যজ্ঞৈঃ ॥৩॥

অগ্নি জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁর জিহ্বাগুলি আন্দোলিত করতে করতে, সেই মহান রক্তবর্ণ (পুরুষের) পুত্রদের সম্মান করার উদ্দেশে। সেই জন্মস্থান মহিমাময়, এইস্থানে তাদের জন্মও মহিমাময়; যজ্ঞ সমূহের মাধ্যমে সেই পিঙ্গল অশ্বযুক্তের (ইন্দ্রের) সমৃদ্ধিও মহিমাময় ।।৩।।

১. পুত্রাঁ অনুষস্য—প্রজ্জ্বলন্ত অগ্নির উত্তপ্ত শিখাসকল। মহ্যা জাতমেষাং—যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বলনের ফলে ইন্দ্রের আগমন।

অভি জৈত্রীরসচন্ত স্পৃধানং মহি জ্যোতিস্তমসো নিরজানন্ ।
তং জানতীঃ প্রত্যুদায়ন্নুষাসঃ পতির্গবামভবদেক ইন্দ্রঃ ॥৪॥

জয়শীল (সংঘসকল) (মরুৎগণ/অঙ্গিরসগণ) সেই যোদ্ধার (ইন্দ্রের) সহচর ছিলেন। তাঁরা অন্ধকার হতে (নিঃসৃত) মহান দীপ্তিকে পরিজ্ঞাত হয়েছিলেন। তাঁকে জ্ঞাত হয়ে উষা সকল তাঁর অভিমুখে উদ্‌গমন করেছিলেন এবং ইন্দ্র—তিনি সমস্ত গাভী যূথের/ আলোকচ্ছটার অদ্বিতীয় অধিপতি হয়েছিলেন ।।৪।।

বীলৌ সতীরভি ধীরা অতৃন্দন্ প্রাচাহিন্বন্ মনসা সপ্ত বিপ্রাঃ ।
বিশ্বামবিন্দন্ পথ্যামৃতস্য প্রজানন্নিত্তা নমসা বিবেশ ॥৫॥

সেই মনীষীগণ যদিও দৃঢ় (আবেষ্টনে) বদ্ধ ছিলেন তবুও (গাভীদের) অভিমুখে গভীরে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন। সপ্ত[১] কবি তাঁদের মনীষা দ্বারা তাদের (গাভীদের?) সম্মুখদিকে চালিত করেছিলেন। তাঁরা ন্যায়ের সকল পথকে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি (ইন্দ্র) স্বয়ং জ্ঞানের অধিকারী হয়ে (তাদের) মধ্যে সশ্রদ্ধভাবে প্রবেশ করেছিলেন ।।৫।।

১. সপ্ত ঋষিকবি—অাঙ্গিরসগণ।

বিদদ্ যদী সরমা রুগ্ণমদ্রের্মহি পাথঃ পূর্ব্যং সধ্রযক্কঃ ।
অগ্রং নয়ৎ সুপদ্যক্ষরাণামচ্ছা রবং প্রথমা জানতী গাৎ ॥৬॥

যখন সরমা পর্বতের ভগ্ন (প্রবেশপথ) খুঁজে পেয়েছিলেন, তিনি সেই বিস্তৃত প্রাচীন অঞ্চলকে বিশদভাবে অনুসন্ধান করেছিলেন; নিশ্চিত পদসঞ্চারে তিনি গাভীযূথের অগ্রভাগে গমন করেছিলেন; প্রথমে (তাদের বিষয়ে) পরিজ্ঞাত হয়ে, তিনি তাদের রেভণের[১] প্রতি গমন করেছিলেন।।৬।।

১. রেভণ—গাভীর হাম্বারব।

অগচ্ছদু বিপ্রতমঃ সখীয়ন্নসূদয়ৎ সুকৃতে গর্ভমদ্রিঃ ।
সসান মর্যো যুবভির্মখস্যন্নথাভবদঙ্গিরাঃ সদ্যো অর্চন্ ॥৭॥

সেই মুখ্য কবি (ইন্দ্র) (অঙ্গিরসগণের) মিত্রতার অভিলাষী হয়ে আগমন করেছিলেন। শোভন কর্মকারীর প্রতি পর্বত তার অন্তঃস্থ (সম্পদ) প্রদান করেছিল। সেই বীর নবীন (সঙ্গী)গণের সাহচর্যে যুদ্ধ করেছিলেন এবং জয়লাভ করেছিলেন। অতঃপর অঙ্গিরস তৎক্ষণাৎ প্রশস্তি গান করেছিলেন ।।৭।।

সতঃসতঃ প্রতিমানং পুরোভূর্বিশ্বা বেদ জনিমা হন্তি শুষ্ণম্ ।
প্র ণো দিবঃ পদবীর্গব্যুরর্চন্ ৎসখা সখীঁরমুঞ্চন্নিরবদ্যাৎ ॥৮॥

প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ অস্তিত্বের প্রতিকৃতিস্বরূপ, তিনি অগ্রবর্তী থাকেন, তিনি সকল জাতককে অবগত থাকেন, শুষ্মকে বিনাশ করেন। আমাদের নেতা গাভীর যুদ্ধের অভিলাষী এবং স্বর্গ হতে প্রশস্তিরত সেই মিত্র যিনি আমাদের, তাঁর মিত্রদের বিপদ হতে মুক্ত করেছেন ।।৮।।

টীকা—পদবী—সায়ণ-শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, দূরদর্শী, অমুঞ্চন্নিরবদ্যাৎ—সায়নের অনুবাদ—যেন তিনি সকল নিন্দা হতে মুক্ত হতে পারেন। এখানে সায়ন পুরাণ কথার ইঙ্গিত করেছেন যে, বৃত্রকে হত্যা করে ইন্দ্র ব্রহ্ম হত্যার পাপে পাপী হয়েছিলেন যেন তার থেকে মুক্ত হতে পারেন।

নি গব্যতা মনসা সেদুরর্কৈঃ কৃণ্বানাসো অমৃতত্বায় গাতুম্ ।
ইদং চিন্নু সদনং ভূর্যেষাং যেন মাসাঁ অসিষাসন্নৃতেন[1] ॥৯।।

(অঙ্গিরসগণ), গাভীযূথের সম্পদের প্রতি অভিনিবিষ্ট চিত্তে, স্তুতির মাধ্যমে (ইন্দ্রকে অর্চনার জন্য) অমৃতত্ব লাভের উপায় নির্দিষ্ট করতে করতে উপবিষ্ট হয়েছিলেন। এইরূপেই তাঁরা বহুশঃ উপবেশন (করেছেন), যার সাহায্যে মাসসমূহ কে সত্যের মাধ্যমে জয় করার জন্য প্রচেষ্টা করেছেন। (ব্যাপী) সাধনা করেছেন ।।৯।।

১. মাসাঁ অসিষাসন—মাসগত ইষ্টি সকল সাধন করার জন্য— griffith.

সংপশ্যমানা অমদন্নভি স্বং পয়ঃ প্রত্নস্য রেতসো দুঘানাঃ ।
বি রোদসী অতপদ্ ঘোষ এষাং জাতে নিঃষ্ঠামদধুর্গোষু বীরান্ ॥১০।।

তাঁদের স্বকীয় গাভীগুলিকে পূর্বতন প্রজন্মের প্রতি দুগ্ধ দান করতে দেখে অঙ্গিরসগণ প্রীত হয়েছিলেন, দ্যাবাপৃথিবীতে তাঁদের উচ্চনাদ ঘোষিত হয়েছিল; তাঁরা উদ্ধারিত গাভীগুলিকে তাদের স্বস্থানে স্থাপন করেছিলেন এবং গাভীর জন্য রক্ষক স্থাপিত করেছিলেন—সায়ণাচার্য অনুসারে Wilson; ।।১০।।

স জাতেভির্বৃত্রহা সেদু হব্যৈরুদুস্রিয়া অসৃজদিন্দ্রো অর্কৈঃ ।
উরূচ্যস্মৈ ঘৃতবদ্ ভরন্তী মধু স্বাদ্ম দুদুহে জেন্যা গৌঃ ॥১১।।

তিনি বৃত্রহন্তা হয়েছিলেন (যুগপৎ)সঞ্জাত (মরুৎগণের) সাহচর্যে এবং উজ্জ্বল (গাভী)গুলিকে পরিচালনা করেছিলেন। হব্য ও প্রশস্তি সকল ঊর্ধ্বে উন্নীত হয়েছিল—তিনিই ইন্দ্র। তাঁর জন্য সেই বহু বিস্তৃতা ঘৃত সমৃদ্ধ (দুগ্ধ)দাত্রী উত্তম গাভী সুস্বাদু মধু ক্ষরণ করে থাকেন ।।১১।।

পিত্রে চিচ্চক্রুঃ সদনং সমস্মৈ মহি ত্বিষীমৎ সুকৃতো বি হি খ্যন্ ।
বিষ্কভ্নন্তঃ স্কম্ভনেনা জনিত্রী আসীনা উর্ধ্বং রভসং বি মিন্বন্ ॥১২।।

পিতার জন্য তাঁরা[1] যজ্ঞকর্মের অনুষ্ঠান করেছিলেন এবং আবাস নির্মাণ করেছিলেন যা, বিপুল ও সমুজ্জ্বল এবং বিশেষ রূপে খ্যাত ছিল। স্তম্ভের ন্যায় দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে করতে জনক ও জননী উভয়ে (স্বর্গ ও পৃথিবী) উপবিষ্ট অবস্থাতেই উর্ধ্বে সেই শক্তিমানকে ঋজুভাবে ধারণ করেছিলেন ।।১২।।

১. তাঁরা—অঙ্গিরসগণ—সায়ণ।

মহী যদি ধিষণা শিশ্নথে ধাৎ সদ্যোবৃধং বিভ্বং রোদস্যোঃ ।
গিরো যস্মিন্নবদ্যাঃ সমীচীর্বিশ্বা ইন্দ্রায় তবিষীরনুত্তাঃ ॥১৩।।

যখন সেই বিপুলা, সেই পবিত্র (মনীষা), দ্রুত বর্ধিত তাঁকে বহু বিস্তৃত দ্যুলোক ও ভূলোককে কঠোরভাবে পৃথক করার জন্য নিয়োজিত করেছিলেন এবং যাঁর প্রতি অনিন্দ্য স্তুতিসকল একত্রিত করা হয়েছিল; তখন সমস্ত অজেয় ক্ষমতা সেই ইন্দ্রের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত হয়েছিল ।।১৩।।

টীকা—মহী, ধিষণা—সায়ণ—স্তুতি। অন্য অর্থ—সোমরসের কলশ।

মহ্যা তে সখ্যং বশ্মি শক্তীরা বৃত্রঘ্নে নিযুতো যন্তি পূর্বীঃ ।
মহি স্তোত্রমব আগন্ম সূরেরস্মাকং সু মঘবন্ বোধি গোপাঃ ॥১৪।।

তোমার মহান মৈত্রী (প্রাপ্তির জন্য) এবং তোমার শক্তির জন্যও কামনা করি। বৃত্রহন্তার অভিমুখে অগণিত (অশ্ব/স্তুতি)সকল ধাবিত হয়ে থাকে। এই প্রশস্তি মহিমাময়; আমরা সেই প্রভুর/বীরের (ইন্দ্রের) অনুগ্রহ কামনা করি। এই মঘবন যেন আমাদের রক্ষক হয়ে থাকেন ।।১৪।।

মহি ক্ষেত্রং পুরু শ্চন্দ্রং বিবিদ্বানাদিৎ সখিভ্যশ্চরথং সমৈরৎ ।
ইন্দ্রো নৃভিরজনদ্ দীদ্যানঃ সাকং সূর্যমুষসং গাতুমগ্নিম্ ॥১৫।।

তিনি বিস্তৃত স্থান, প্রভূত আনন্দজনক সম্পদ বিষয়ে জ্ঞাত হয়ে তাঁর মিত্রগণের প্রতি বিচরণশীল (ধন/পশু) প্রেরণ করেছিলেন, ইন্দ্র দীপ্যমান অবস্থায়, মানবগণের সঙ্গে সূর্য, উষস্ অগ্নি ও স্তোত্রকে/পথকে সৃষ্টি করেছিলেন ।।১৫।।

অপশ্চিদেষ বিভ্বে দমূনাঃ প্র সধ্রীচীরসৃজদ্ বিশ্বশ্চন্দ্রাঃ ।
মধ্বঃ পুনানাঃ ¹কবিভিঃ পবিত্রৈর্দ্যুভির্হিন্বন্ত্যক্তুভির্ধনুত্রীঃ ॥১৬॥

সর্বত্র সমুজ্জ্বল জলরাশিকে এই গৃহপতি সবিস্তারে একই লক্ষ্যের প্রতি প্রবাহিত করেছিলেন। বহুদিন এবং বহুরাত্রি ব্যাপ্ত করে ঋত্বিক্‌গণের দ্বারা পরিস্রুত মধুধারা পবিত্র রূপে দ্রুত বয়ে চলে। ।১৬॥

১. কবিভিঃ পবিত্রৈঃ—টীকা অনুসারে এই শোধনকারী ঋষিগণ হলেন অগ্নি, বায়ু ও সূর্য—সায়ণ।

অনু কৃষ্ণে বসুধিতী জিহাতে উভে সূর্যস্য মংহনা যজত্রে ।
পরি যৎ তে মহিমানং বৃজধ্যৈ সখায় ইন্দ্র কাম্যা ঋজিপ্যাঃ ॥১৭॥

উভয় কৃষ্ণবর্ণ ধনভাণ্ডার (দিবা ও রাত্রি) সূর্যের মহিমা বশতঃ যাঁরা যজ্ঞার্হ, যথাক্রমে (একে অপরকে) অনুসরণ করেন। যখন তোমার অনুকূল এবং ক্ষিপ্রগামী বন্ধুগণ (মরুৎগণ), হে ইন্দ্র! তোমার মাহাত্ম্যকে নিজেদের অভিমুখে নির্দেশিত করার জন্য চতুর্দিকে সমবেত হয়ে থাকেন ॥১৭॥

পতির্ভব বৃত্রহন্ৎসূনৃতানাং গিরাং বিশ্বায়ুর্বৃষভো বয়োধাঃ ।
আ নো গহি সখ্যেভিঃ শিবেভির্মহান্ মহীভিরূতিভিঃ সরণ্যন্ ॥১৮॥

হে বৃত্র হননকারী! যেন শোভন স্তুতিসকলের অধীশ্বর হয়ে থাক। হে বলবান/ফলদায়ক! তুমি সম্পূর্ণ জীবৎকাল ব্যাপ্ত করে শক্তি সঞ্চার কর। তোমার অনুকূল মৈত্রীসহ আমাদের অভিমুখে আগমন কর। হে শক্তিমান! তোমার বলিষ্ঠ সহায়তার সঙ্গে দ্রুত আগমন কর ॥১৮॥

তমঙ্গিরস্বন্নমসা সপর্যন্ নব্যং কৃণোমি সন্যসে পুরাজাম্ ।
দ্রুহো বি যাহি বহুলা অদেবীঃ স্বশ্চ নো মঘবন্ৎসাতয়ে ধাঃ ॥১৯॥

অঙ্গিরসগণের ন্যায় তাঁকে সশ্রদ্ধ পরিচর্যা করতে করতে সেই প্রাচীন (ইন্দ্রের) জন্য পুরাতন স্তুতি সমূহকে নূতনতর ভাবে (পরিমার্জনা) করি। তুমি বিবিধ দেবহীন বিরোধীগণকে তাড়না কর এবং হে মঘবন আমাদের সহায়তা করার জন্য দিব্য আলোক দান কর ॥১৯॥

মিহঃ পাবকাঃ প্রততা অভূবন্ৎস্বস্তি নঃ পিপৃহি পারমাসাম্ ।
ইন্দ্র ত্বং রথিরঃ পাহি নো রিষো মক্ষূমক্ষূ কৃণুহি গোজিতো নঃ ॥২০॥

পবিত্রকারী এই কুয়াশা/জলরাশি বহুদূর পরিব্যাপ্ত; আমাদের তার সীমা উত্তরণ করে কল্যাণের অভিমুখে নয়ন কর। হে ইন্দ্র; রথীস্বরূপে আমাদের বিঘ্ন হতে ত্রাণ কর। শীঘ্র, শীঘ্র আমাদের গাভীযূথের অধীশ্বর করে দাও ॥২০॥

অদেদিষ্ট বৃত্রহা গোপতির্গা অন্তঃ কৃষ্ণাঁ অরুষৈর্ধামভির্গাৎ ।
প্র সূনৃতা দিশমান ঋতেন দুরশ্চ বিশ্বা¹ অবৃণোদপ স্বাঃ ॥২১॥

সেই বৃত্রহননকারী, গাভীকুলের প্রভু তাঁর পশুগুলিকে প্রদর্শিত করেছেন; তিনি কৃষ্ণবর্ণ (রাত্রিসমূহ এবং উজ্জ্বল দিবসসকলের) মধ্যে রক্তিম তেজের প্রকাশ (উষার) করে আগমন করেছেন এবং ন্যায়ের বিধান অনুসারে শোভন কর্ম শিক্ষা দিতে দিতে তিনি আমাদের অভিমুখে সকল দ্বার উদ্‌ঘাটন করেছেন ॥২১॥

১. দুরশ্চ বিশ্বা—ইত্যাদির সায়নকৃত অর্থ গাভী সকলকে গোষ্ঠে রেখে নির্বিঘ্ন থাকার জন্য সকলদ্বার বন্ধন করেছেন।

শুনং হুবেম মঘবানমিন্দ্রমস্মিন্ ভরে নৃতমং বাজসাতৌ ।
শৃণ্বন্তমুগ্রমূতয়ে সমৎসু ঘ্নন্তং বৃত্রাণি সংজিতং ধনানাম্ ॥২২॥

আশীর্বাদের জন্য আমরা সেই বহুধনের অধিকারী ইন্দ্রকে আবাহন করি। যিনি এই ধন জয়ের সংগ্রামে সর্বশ্রেষ্ঠ বীর। যিনি বলিষ্ঠ এবং উত্তম শ্রোতা, যুদ্ধে সহায়তার জন্য (তাঁকে আহ্বান করি) যিনি বাধা অপপসারণকারী এবং ধনঞ্জয় ॥২২॥

(সূক্ত-৩২)

ইন্দ্র দেবতা। গাথিনো বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১৭।

ইন্দ্র সোমং সোমপতে পিবেমং মাধ্যন্দিনং সবনং চারু যৎ তে ।
প্রপ্রুথ্যা শিপ্রে মঘবন্নৃজীষিন্ বিমুচ্যা হরী ইহ মাদয়স্ব ॥১॥

হে সোমের অধীশ্বর ইন্দ্র! এই সোমরস, যা তোমার প্রিয়, তাকে এই মাধ্যন্দিন সবনে (অনুষ্ঠানে) পান কর। তোমার গণ্ডদ্বয় পরিপূরিত করে, হে শ্বেত পানীয়ের অধিকারী, ধনাধিপতি (মঘবন), তোমার পিঙ্গল অশ্বদ্বয়কে এইস্থানে বিমুক্ত কর এবং আনন্দ উপভোগ কর ।।১।।

টীকা— ঋজীষিন্ —উদ্দাম—Griffith; সোমরসের অনুত্তেজক অবশিষ্টাংশ পান করে—সায়ন ও Wilson

মাধ্যন্দিন সবন—মধ্যদিবসে অনুষ্ঠিত সবন কার্য।

পপ্রুথ্যা শিপ্রে—সোমবিন্দুর জন্য ওষ্ঠাধর লেহন করে। সায়ন এর অনুবাদ করেছেন—(ইন্দ্রর) অশ্বদ্বয়ের মুখ গহ্বর পশুখাদ্যদ্বারা পূরিত করে।

গবাশিরং মন্থিনমিন্দ্র শুক্রং পিৰা সোমং ররিমা তে মদায় ।
ব্রহ্মকৃতা মারুতেনা গণেন সজোষা রুদ্রৈস্তৃপদা বৃষস্ব ॥২॥

হে ইন্দ্র! এই দুগ্ধমিশ্রিত, (খাদ্যসহ) মথিত অথবা তক্রযুক্ত, সদ্যপ্রস্তুত/পরিশুদ্ধ সোমরস পান কর। তোমার উত্তেজনা লাভের জন্য তোমার প্রতি আমরা নিবেদন করেছি। সানন্দে প্রার্থনাপূরক মরুৎগণ ও রুদ্রগণের সঙ্গে যোগদান করে পরিতৃপ্তিলাভ পর্যন্ত পান কর ।।২।।

টীকা— মন্থিনম্—দধি মথন করে প্রস্তুত ঘোল (তক্র) মিশ্রিত।

যে তে শুষ্মং যে তবিষীমবর্ধন্নর্চন্ত ইন্দ্র মরুতস্ত ওজঃ ।
মাধ্যন্দিনে সবনে বজ্রহস্ত পিৰা রুদ্রেভিঃ সগণঃ সুশিপ্র ॥৩॥

যাঁরা তোমার প্রবল শক্তি ও তেজকে বর্ধিত করেছেন; হে ইন্দ্র! যে মরুৎগণ তোমার ক্ষমতার স্তুতিতে রত থাকেন; মাধ্যন্দিন সবনকালে, হস্তে বজ্রধারণ করে, শোভনশিরস্ত্রাণে-(সজ্জিত হয়ে) রুদ্রগণের সঙ্গে একত্রে পান কর ।।৩।।

ত ইন্নস্য মধুমদ্ বিবিপ্র ইন্দ্রস্য শর্ধো মরুতো য আসন্ ।
যেভির্বৃত্রস্যেষিতো বিবেদামর্মণো মন্যমানস্য মর্ম ॥৪॥

তাঁরা ইন্দ্রের মধুময় (পানীয়) দ্বারা অনুপ্রেরিত হয়েছিলেন, (যাঁরা) ইন্দ্রের সহচর, যাঁরা ছিলেন মরুৎগণ; যাঁদের দ্বারা কর্মে অনুপ্রেরিত হয়ে তিনি যে বৃত্র (নিজেকে) অবধ্য মনে করত সেই বৃত্রের অন্তঃস্তল ভেদ করেছিলেন ।।৪।।

মনুষ্বদিন্দ্র সবনং জুষাণঃ পিৰা সোমং শশ্বতে বীর্যায় ।
স আ ববৃৎস্ব হর্যশ্ব যজ্ঞৈঃ সরণ্যুভিরপো অর্ণা সিসর্ষি ॥৫॥

হে ইন্দ্র! মানুষের ন্যায় সবনকে উপভোগ করতে করতে চিরস্থায়ী বীরত্বের জন্য এই সোমরস পান কর। হে পিঙ্গল অশ্বদ্বয়ের প্রভু, আমাদের যজ্ঞ দ্বারা (এই স্থান) অভিমুখে যেন বিনিবর্তিত হয়ে থাক। দ্রুতগামী (মরুৎগণের) সাহচর্যে তুমি জলরাশিকে ও সমুদ্রকে প্রবাহিত করে থাক ।।৫।।

ত্বমপো যদ্ধ বৃত্রং জঘন্বাঁ অত্যাঁ ইব প্রাসৃজঃ সর্তবাজৌ ।
শয়ানমিন্দ্র চরতা বধেন বব্রিবাংসং পরি দেবীরদেবম্ ॥৬॥

যখন তুমি প্রতিযোগিতায় ধাবনের জন্য অশ্ব সকলের ন্যায়জলরাশিকে প্রেরণ করেছিলে, বৃত্রকে বিনাশ করে, হে ইন্দ্র, তোমার ঘূর্ণমান হন্তারক অস্ত্র দ্বারা সেই শায়িত দেবহীনকে (বধ করেছিলে) যে দেবীগণকে[১] পরিবেষ্টন করেছিল ।।৬।।

১. দেবীগণ—জলধারা সকল।

যজাম ইন্নমসা বৃদ্ধমিন্দ্রং বৃহন্তমৃষ্বমজরং যুবানম্ ।
যস্য প্রিয়ে মমতুর্যজ্ঞিয়স্য ন রোদসী মহিমানং মমাতে ॥৭॥

আমরা ইন্দ্রের উদ্দেশে যজ্ঞ করব, যে ইন্দ্র শ্রদ্ধার দ্বারা সমৃদ্ধ, মহান এবং অসামান্য, চিরন্তন এবং চিরনবীন; যাঁর মহিমা সেই প্রিয় দ্যুলোক ও ভূলোক পরিমাপ করতে সমর্থ হয় না; যে যজনীয়ের মহিমা অবধারণ করতে পারে না ।।৭।।

ইন্দ্রস্য কর্ম সুকৃতা পুরূণি ব্রতানি দেবা ন মিনন্তি বিশ্বে ।
দাধার যঃ পৃথিবীং দ্যামুতেমাং জজান সূর্যমুষসং সুদংসাঃ ॥৮॥

ইন্দ্রকৃত সুষ্ঠু কর্মের সংখ্যা বহু, সকল দেবগণ (কেউ) তাঁর বিধান ভঙ্গ করেন না। তিনি এই পৃথিবী ও স্বর্গলোককে ধারণ করেছেন এবং বিস্ময়কর শক্তির অধিকারী তিনি সূর্যকে ও উষাকে সৃষ্টি করেছেন ।।৮।।

অদ্রোঘ সত্যং তব তন্মহিত্বং সদ্যো যজ্জাতো অপিবো হ সোমম্ ।
ন দ্যাব ইন্দ্র তবসস্ত ওজো নাহা ন মাসাঃ শরদো বরন্ত ॥৯॥

হে অভ্রান্ত! তোমার এই মহিমা যথার্থ যে জন্মমাত্রেই তুমি সোমরস পান করেছিলে। স্বর্গলোক নয়, দিবস (কেবল) বা মাস কিংবা শরৎকাল(বৎসর) সকলও নয়, হে শক্তিমান ইন্দ্র তোমার সামর্থ্যকে বাধা দিতে (কেউ) পারে না।।৯।।

ত্বং সদ্যো অপিবো জাত ইন্দ্র মদায় সোমং পরমে ব্যোমন্ ।
যদ্ধ দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশীরথাভবঃ পূর্ব্যঃ কারুধায়াঃ ॥১০॥

জন্মমাত্রেই তুমি, হে ইন্দ্র, উত্তেজনার জন্য সর্বোচ্চ স্বর্গলোকে সোম পান করেছিলে; এবং যখন তুমি দ্যুলোক ও ভূলোকে পরিব্যাপ্ত হয়েছিলে তখন তুমি স্তোতার প্রধান সহায়ক হয়েছিলে ।।১০।।

অহন্নহিং পরিশয়ানমর্ণ ওজায়মানং তুবিজাত তব্যান্ ।
ন তে মহিত্বমনু ভূদধ দ্যৌ র্যন্যয়া স্ফিগ্যা[১] ক্ষামবস্থাঃ ॥১১॥

হে প্রভূত (শক্তির সঙ্গে) জাত (ইন্দ্র)! অধিক বলবান তুমি জলরাশিকে বেষ্টিত করে শায়িত, বল প্রদর্শনকারী অহিকে বধ করেছিলে। স্বর্গও তোমার মহিমাকে অনুভব করতে সক্ষম ছিল না যখন তুমি একটি মাত্র নিতম্ব দ্বারা পৃথিবীকে আবরণ করেছিলে ।।১১।।

১. স্ফিগ্যা ইত্যাদি—প্রকৃত অর্থ দেহাংগ।

যজ্ঞো হি ত ইন্দ্র বর্ধনো ভূদুত প্রিয়ঃ সুতসোমো মিয়েধঃ ।
যজ্ঞেন যজ্ঞমব যজ্ঞিয়ঃ সন্ যজ্ঞস্তে বজ্রমহিহত্য আবৎ ॥১২॥

হে ইন্দ্র যজ্ঞসমূহ তোমার সমৃদ্ধিকারক এবং অভিষুত সোমযুক্ত প্রিয় হব্যও তোমার (প্রবর্ধক) হয়েছিল। হে যজনীয়! আমাদের (কৃত) যজ্ঞকে যজ্ঞের দ্বারা সহায়তা কর; অহিবধে এই যজ্ঞ তোমার বজ্রকে সহায়তা করেছে ।।১২।।

যজ্ঞেনেন্দ্রমবসা চক্রে অর্বাগৈনং সুম্নায় নব্যসে ববৃত্যাম্ ।
যঃ স্তোমেভির্বাবৃধে পূর্ব্যেভির্যো মধ্যমেভিরুত নূতনেভিঃ ॥১৩॥

যজ্ঞরূপ সহায়তার দ্বারা আমি ইন্দ্রকে তাঁর রক্ষণসহ নিকটে আনয়ন করেছি, যেন আমি নূতনতর আনুকূল্যের জন্য তাকে এইস্থানের প্রতি বিনিবর্তিত করতে পারি যিনি পূর্বকালীন প্রশস্তি সকলের মাধ্যমে প্রবর্ধিত হয়েছিলেন, এবং পরবর্তী ও নব্যতর (স্তুতির দ্বারাও বর্ধিত হয়েছিলেন) ।।১৩।।

বিবেষ যন্মা ধিষণা জজান স্তবৈ পুরা পার্যাদিন্দ্রমহ্নঃ ।
অংহসো যত্র পীপরদ্ যথা নো নাবেব যান্তমুভয়ে হবন্তে ॥১৪॥

যখন অনুপ্রেরণা আমাকে আবিষ্ট করেছিল, আমি স্তুতি সৃষ্টি করেছিলাম; সেই (যুদ্ধের) দিনের পূর্বে আমি ইন্দ্রকে স্তুতি করব; যেন সেই সময়ে তিনি আমাদের বিপদের পারে উত্তীর্ণ করেন যেমন নৌকার মাধ্যমে (করা হয়), যেমন উভয় তীর(সকলে) যাত্রীকে আবাহন করে ।।১৪।।

আপূর্ণো অস্য কলশঃ স্বাহা সেক্তেব কোশং সিসিচে পিবধ্যৈ ।
সমু প্রিয়া আববৃত্রন্ মদায় প্রদক্ষিণিদভি সোমাস ইন্দ্রম্ ॥১৫॥

তাঁর (সোমের) পাত্র পরিপূর্ণ; স্বাহা (ইন্দ্রের প্রতি) সেচনকারীর ন্যায় (আমি) তাঁর পান কার্যের জন্য পাত্র পূর্ণ করেছি। এবং সেই প্রিয় সোমরস যেন একত্রিত হয়ে ইন্দ্রকে শ্রদ্ধাসহ বেষ্টন করে তাঁর উপভোগের জন্য প্রবাহিত হয় ।।১৫।।

ন ত্বা গভীরঃ পুরুহূত সিন্ধুর্নাদ্রয়ঃ পরি ষন্তো বরন্ত ।
ইত্থা সখিভ্য ইষিতো যদিন্দ্রাঽঽদৃলহং চিদরুজো গব্যমূর্বম্ ॥১৬॥

হে বহুভাবে আহূত ইন্দ্র! তোমাকে গভীর নদী/সমুদ্র অথবা চতুর্দিকে (অবস্থিত) পর্বতসকল তোমাকে বাধা দিতে পারে না, যখন এইভাবে তোমার মিত্রগণের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে, হে ইন্দ্র, তুমি গাভী সকলের দৃঢ় (নির্মিত) আশ্রয়কেও ভেদ করেছিলে ।।১৬।।

শুনং হুবেম মঘবানমিন্দ্রমস্মিন্ ভরে নৃতমং বাজসাতৌ ।
শৃণ্বন্তমুগ্রমূতয়ে সমৎসু ঘ্নন্তং বৃত্রাণি সংজিতং ধনানাম্ ॥১৭॥

প্রভূত ধনবান ও শ্রেষ্ঠ বীর ইন্দ্রকে আমরা এই সংগ্রামে অন্ন/সম্পদ বিজয়ের জন্য, কল্যাণ লাভের উদ্দেশে আবাহন করি। সেই ঘোররূপ শ্রোতাকে, যিনি সকল বাধা চূর্ণ করেন, যিনি সম্পদ জয় করেন, তাঁকে সংগ্রামে সাহায্যের উদ্দেশে, (আহ্বান করি) ।।১৭।।

(সূক্ত-৩৩)

ইন্দ্র দেবতা। ঋকের নদী, অবশিষ্ট ঋকের বিশ্বামিত্র ঋষি।
ত্রিষ্টুপ্,১৩ অনুষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১৩।

প্র পর্বতানামুশতী উপস্থাদশ্বে ইব বিষিতে হাসমানে ।
গাবেব শুভ্রে মাতরা রিহাণে বিপাট্‌ছুতুদ্রী পয়সা জবেতে ॥১॥

ভাষ্য—আলোচ্য সূক্তটি বিশ্বামিত্র এবং বিপাশ ও শুতুদ্রীর (আধুনিক-বিপাশা/বিয়াস এবং শতদ্রু/সাটলেজ) মধ্যে সংলাপ। সায়ন একটি পুরাণ কথা বলেছেন। রাজা সুদাসের পুরোহিত বিশ্বামিত্র যজ্ঞের দক্ষিণারূপে প্রাপ্ত সম্পদ নিয়ে বিপাশা-শতদ্রুর সঙ্গমে এসেছিলেন এবং ভরত বংশীয়গণকে নদী উত্তীর্ণ করার জন্য নদীদের নিকট প্রার্থনা করেছিলেন। ১২নং শ্লোকে বলা হয়েছে নদী স্রোত স্তব্ধ করে ভরতগণকে উত্তরণ করেছিলেন। তারপর আবার নদীগুলি প্রবাহিত হয়। পঞ্চনদের দেশ অতিক্রম করে আর্যদের পূর্বমুখী যাত্রার একটি বিবরণ এখানে পাওয়া যায়।

পর্বত সকলের ক্রোড় হতে সোৎসাহে ধাবমানা, মুক্তরশ্মি অশ্বীযুগলের ন্যায় পরস্পর স্পর্ধমানা, দুই শুভ্রবর্ণা গাভীমাতা যারা (বৎসকে) লেহনরত সেইরূপে বিপাশা ও শুতুদ্রী (নদী দুটি) জলভারসহ ক্ষিপ্র প্রবাহিত হয়ে থাকে ।।১।।

ইন্দ্রেষিতে প্রসবং ভিক্ষমাণে অচ্ছা সমুদ্রং রথ্যেব যাথঃ ।
সমারাণে উর্মিভিঃ পিন্বমানে অন্যা বামন্যামপ্যেতি শুভ্রে ॥২॥

(ইন্দ্রের নিকট) প্রেরণা প্রার্থনা করতে করতে ইন্দ্রেরই আদেশ অনুসারে তোমরা রথারূঢ়ার ন্যায় সমুদ্রের প্রতি গমন কর। যুগপৎ ধাবিত হয়ে, তরঙ্গভঙ্গের দ্বারা উচ্ছ্বসিত হে শুভ্রবর্ণা (নদীদ্বয়), তোমাদের একজন অপর জনের প্রতি মিলিত হয়ে থাক ।।২।।

অচ্ছা সিন্ধুং মাতৃতমাময়াসং বিপাশমুর্বীং সুভগামগন্ম ।
বৎসমিব মাতরা সংরিহাণে [1]সমানং যোনিমনু সংচরন্তী ॥৩॥

[বিশ্বামিত্র]—আমি সর্বোত্তম মাতৃরূপিণী নদীর (শুতুদ্রীর) প্রতি আগমন করেছি, আমরা বিস্তৃতা সৌভাগ্যশালিনী বিপাশের প্রতি আগমন করেছি। বৎসকে লেহনরতা (গাভী) মাতাদের ন্যায় উভয়ে, যুগপৎ তাদের অভিন্ন আবাসের প্রতি অগ্রসর হতে থাকেন ।।৩।।

১. সমানং যোনিম্= সমুদ্র—সায়ণভাষ্য।

এনা বয়ং পয়সা পিন্বমানা অনু যোনিং দেবকৃতং চরন্তীঃ ।
ন বর্তবে প্রসবঃ সর্গতক্তঃ কিংয়ুর্বিপ্রো নদ্যো জোহবীতি ॥৪॥

[নদীদ্বয়] আমরা এই প্রকার—জলস্রোতের মাধ্যমে উচ্ছ্বসিত হয়ে আমাদের দেবনির্দিষ্ট নিবাসের অভিমুখে বিচরণ করতে থাকি। (আমাদের) গমনের উদ্যম, আরব্ধ হলে বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে না; কিসের সন্ধানে স্তোতা নদীগণকে আহ্বান করছেন? ।।৪।।

রমধ্বং মে বচসে সোম্যায় ঋতাবরীরুপ মুহূর্তমেবৈঃ ।
প্র সিন্ধুমচ্ছা বৃহতী মনীষা হবস্যুরহ্বে কুশিকস্য সূনুঃ ॥৫॥

[বিশ্বমিত্র] —আমার সোম-সম্পাদনের জন্য/সখ্যপূর্ণ অনুরোধের জন্য তোমাদের যাত্রা হতে (ক্ষণমাত্র) বিরত হও, হে সত্যাভিলাষিণী (নদী)দ্বয়! আমার মহিমাময়ী চিন্তা নদীর প্রতি গমন করেছে; সহায়তার প্রার্থনায়, আমি কুশিকপুত্র তোমাদের আহ্বান করেছি ।।৫।।

ইন্দ্রো অস্মাঁ অরদদ্ বজ্রবাহুরপাহন্ বৃত্রং পরিধিং নদীনাম্ ।
দেবোঽনয়ৎ সবিতা সুপাণিস্তস্য বয়ং প্রসবে যাম উর্বীঃ ॥৬॥

[নদীদ্বয়]—বজ্রহস্ত ইন্দ্র আমাদের জন্য গতিপথ খনন করেন; তিনি নদীগুলিকে আবেষ্টনকারী বৃত্রকে/বাধাকে বিনাশ করেছেন। শোভনহস্ত দেব সবিতা (আমাদের) পরিচালনা করেন; তাঁর প্রেরণাতে আমরা বিস্তৃত ভাবে প্রবাহিত হয়ে থাকি ।।৬।।

প্রবাচ্যং শশ্বধা বীর্যং তদিন্দ্রস্য কর্ম যদহিং বিবৃশ্চৎ ।
বি বজ্রেণ পরিষদো জঘানাঽঽয়ন্নাপোঽয়নমিচ্ছমানাঃ ॥৭॥

[বিশ্বমিত্র]—যখন তিনি সর্পকে খণ্ডখণ্ড করেছিলেন, ইন্দ্রের সেই কীর্তি এই পৌরুষ (ব্যঞ্জক) কর্ম চিরদিন ঘোষণার যোগ্য। তিনি বজ্রের সাহায্যে বেষ্টনীকে বিচূর্ণ করেছিলেন; গমনে আগ্রহী জলধারা প্রবাহিত হয়ে গিয়েছিল ।।৭।।

এতদ্ বচো জরিতর্মাপি মৃষ্ঠা আ যৎ তে ঘোষানুত্তরা যুগানি ।
উক্থেষু কারো প্রতি নো জুষস্ব মা নো নি কঃ পুরুষত্রা নমস্তে ॥৮॥

[নদীদ্বয়] —হে কবি, এই বাক্যাবলী কখনও যেন বিস্মৃত না হয়। যেন আগামী প্রজন্মসকল তোমার নিকট হতে শ্রবণ করে। স্তুতির মাধ্যমে, হে স্তোতা, আমাদের প্রতি তোমার আনুকূল্য ব্যক্ত কর; মানুষের মধ্যে আমাদের অবমাননা কোরোনা; তোমার প্রতি সম্মান (জানাই) ।।৮।।

ও ষু স্বসারঃ কারবে শৃণোত যযৌ বো দূরাদনসা রথেন ।
নি ষূ নমধ্বং ভবতা সুপারা অধোঅক্ষাঃ সিন্ধবঃ স্রোত্যাভিঃ ॥৯॥

[বিশ্বমিত্র] —স্তোতার প্রতি সম্যক অবহিত হও, হে ভগিনীদ্বয়। তিনি দূর(দেশ) হতে তোমাদের অভিমুখে রথ এবং ভারবাহি শকট সহ আগমন করেছেন। সম্যকভাবে নত হও; সহজে পারগম্যা হও! হে নদীদ্বয়। তোমাদের জলধারাকে তাঁর (রথচক্রের) অক্ষের নিম্নবর্তী করে রাখ ॥৯॥

টীকা—অনসা—শকট সম্ভবত সোমলতা/ সোমরস বহনের জন্য।

আ তে কারো শৃণবামা বচাংসি যযাথ দূরাদনসা রথেন ।
নি তে নংসৈ পীপ্যানেব যোষা মর্যায়েব কন্যা শশ্বচৈ তে ॥১০॥

[নদীদ্বয়]—স্তোত্রকার, তোমার বক্তব্য আমরা শুনেছি। তুমি শকট ও রথসহ বহুদূর হতে আগমন করেছ।

[এক নদী] — আমি তোমার প্রতি আনত হই, (শিশুকে) পান করাতে উৎসুক নারীর মতো; [অপর নদী] (আমি আনত হই) কোনও পুরুষকে আলিঙ্গনে উদ্যতা নারীর মতো ॥১০॥

যদঙ্গ ত্বা ভরতাঃ সংতরেয়ুর্গব্যন্ গ্রাম ইষিত ইন্দ্রজূতঃ ।
অর্ষাদহ প্রসবঃ সর্গতক্ত আ বো বৃণে সুমতিং যজ্ঞিয়ানাম্ ॥১১॥

[বিশ্বমিত্র]—হে (নদীদ্বয়), যখন ভরতবংশীয়গণ—যে গোষ্ঠী যুদ্ধ, পশু-অভিলাষী, ইন্দ্র দ্বারা অনুপ্রেরিত এবং (কর্মে)নিযুক্ত তাঁরা তোমাদের অতিক্রম করেছেন তখন তোমাদের স্রোতকে দ্রুত বেগে প্রবাহিত হতে দাও। যজনীয় তোমাদের আনুকূল্য প্রার্থনা করি ॥১১॥

অতারিষুর্ভরতা গব্যবঃ সমভক্ত বিপ্রঃ সুমতিং নদীনাম্ ।
প্র পিন্বধ্বমিষয়ন্তীঃ সুরাধা আ বক্ষণাঃ পৃণধ্বং যাত শীভম্ ॥১২॥

যুদ্ধেচ্ছু গাভীপ্রার্থী ভরতগণ (নদী) উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। নদীগণের অনুগ্রহ সেই ঋষি-কবি উপভোগ করেছিলেন। হে অন্নদায়িনী, সম্পদদায়িনী স্রোতোধারা, প্রাচুর্যের সঙ্গে বিস্তারিত হও, (নদীবক্ষ) পূর্ণ কর, দ্রুত গমন কর ॥১২॥

উদ্ ব ঊর্মিঃ শম্যা হন্ত্বাপো যোক্ত্রাণি মুঞ্চত ।
মাদুষ্কৃতৌ ব্যেনসা ঽঘ্ন্যৌ শূনমারতাম্ ॥১৩॥

যেন তোমাদের তরঙ্গসকল রথের সংযোগকীলকরে উর্দ্ধে বহন করে, হে জলধারা, সংযোগ-রজ্জু মোচন করে দাও। এবং কখনই যেন দুই অদম্য বৃষভ, যারা কোনও অমঙ্গল করে না, কোনও অপরাধ করে না, তারা বিপন্ন না হয় ॥১৩॥

টীকা— মুঞ্চত ইত্যাদি—অর্থাৎ জল যেন এই সকল স্পর্শ না করে।

সায়ণ ও Wilson মনে করেন শেষ ছত্রে অঘ্ন্যৌ বলতে নদীদ্বয়কে বোঝানো হয়েছে।

অঘ্ন্য শব্দার্থ—গাভী—যা অ-হনন যোগ্য।

(সূক্ত-৩৪)

ইন্দ্র দেবতা। গাথিনো বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১১।

ইন্দ্রঃ পূর্ভিদাতিরদ্ দাসমর্কৈর্বিদদ্ বসুর্দয়মানো বি শত্রূন্ ।
ব্রহ্মজূতস্তন্বা বাবৃধানো ভূরিদাত্র[১] আপৃণদ্ রোদসী উভে ॥১॥

পুর-ধ্বংসকারী ইন্দ্র, সম্পদের অধিপতি, শত্রু বিনাশকারী। তাঁর স্তুতি/আলোক দ্বারা দাসগণকে পরাভূত করেছিলেন ব্রহ্ম স্তোত্র দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে, দৈহিকভাবে বৃদ্ধি পেতে পেতে সেই প্রভূত দাতা (ইন্দ্র) উভয়লোককে দ্যাবাপৃথিবীকে পূর্ণ করেছিলেন ॥১॥

১. ভূরিদাত্র—সায়ণ ও Wilson— বহু অন্নের অধিপতি।

মখস্য তে তবিষস্য প্র জূতিমিয়র্মি বাচমমৃতায় ভূষন্ ।
ইন্দ্র ক্ষিতীনামসি মানুষীণাং বিশাং দৈবীনামুত পূর্বযাবা ॥২॥

বলবান ও যোদ্ধা; তোমার উৎসাহ বর্ধনের উদ্দেশে আমি আমার প্রশস্তিকে, হে অমর, তোমার জন্য শোভন করে থাকি যে তুমি ইন্দ্র, তুমি মানব গোষ্ঠীসকলের এবং দিব্যগণসমূহের অগ্রভাগে বিচরণ কর ॥২॥

ইন্দ্রো বৃত্রমবৃণোচ্ছর্ধনীতিঃ প্র মায়িনামমিনাদ্ বর্পণীতিঃ ।
অহন্ ব্যংসমুশধগ্বনেষ্বাবির্ধেনা অকৃণোদ্ রাম্যাণাম্ ॥৩॥

সহচর (মরুৎ)গণের নায়ক ইন্দ্র বৃত্রকে বাধা দিয়েছিলেন; মায়াবী (অসুর)গণকে আকৃতিগত কৌশলের দ্বারা অভিভূত করেছিলেন। ইন্দ্র ব্যংসকে হত্যা করেছিলেন, বনভূমিতে স্বচ্ছন্দ দহন করে, রাত্রিকালীন গাভীসকলকে(/অন্নদায়িনী ধারাসকলকে) প্রত্যক্ষীকৃত/উজ্জ্বল করেছিলেন ।।৩।।

টীকা— সায়ণভাষ্য—রাত্রিকালে (সংগুপ্ত) গাভীসকলকে ইত্যাদি।

ইন্দ্রঃ স্বর্ষা জনয়ন্নহানি জিগায়োশিগি্ভঃ পৃতনা অভিষ্টিঃ ।
প্রারোচয়ন্মনবে কেতুমহ্নামবিন্দজ্জ্যোতির্বৃহতে রণায় ॥৪॥

আলোকজয়ী ইন্দ্র, দিবসের জনয়িতা, উশিগ্গণ (অঙ্গিরসগণ) সহযোগে যুদ্ধক্ষেত্রে জয়শীল, বিপক্ষ সকলকে জয় করেছিলেন; এবং মানবগণের জন্য তিনি দিবসের পতাকা (সূর্য)কে প্রদীপ্ত করেছিলেন; গৌরবময় আনন্দের জন্য আলোক লাভ করেছিলেন ।।৪।।

ইন্দ্রস্তুজো বর্হণা আ বিবেশ নৃবদ্ দধানো নর্যা পুরূণি ।
অচেতয়দ্ ধিয় ইমা জরিত্রে প্রেমং বর্ণমতিরচ্ছুক্রমাসাম্ ॥৫॥

সমাগত উগ্র সংঘর্ষসকলের মধ্যে ইন্দ্র সাগ্রহে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন বীরের অনুরূপভাবে বহুবিধ বীরত্ব প্রকাশ করতে করতে; তিনি স্তোতাকে এই সকল চিন্তা অনুভব করতে (শিক্ষা দিয়েছেন); এই সকল (অনুপ্রেরণার) উজ্জ্বল দীপ্তিকে তিনিই পরিব্যাপ্ত করেছেন ।।৫।।

মহো মহানি পনয়ন্ত্যস্যেন্দ্রস্য কর্ম সুকৃতা পুরূণি ।
বৃজনেন[১] বৃজিনান্ ৎসং পিপেষ মায়াভির্দস্যূঁরভিভূত্যোজাঃ ॥৬॥

তাঁরা এই বলবান ইন্দ্রের বহুবিধ মহান এবং সুষ্ঠুকৃত কীর্তির সুখ্যাতি করে থাকেন। তিনি সবলে, সর্বজয়ী ক্ষমতার দ্বারা, বিস্ময়কর কর্মের মাধ্যমে দস্যুগণকে পরাজিত করেছিলেন ।।৬।।

১. বৃজনেন—সহচরগণের সাহায্যে—Jamison।

যুধেন্দ্রো মহ্না বরিবশ্চকার দেবেভ্যঃ সৎপতিশ্চর্ষণিপ্রাঃ ।
বিবস্বতঃ সদনে অস্য তানি বিপ্রা উক্থেভিঃ কবয়ো গৃণন্তি ॥৭॥

যুদ্ধের মাধ্যমে ইন্দ্র তাঁর মহনীয়তা দ্বারা দেবগণের জন্য এক বিস্তৃত লোক সৃজন করেছিলেন, যে ইন্দ্র সকল জনগোষ্ঠীর নেতা এবং সাহসিকদের (মানবদের) অধিপতি; বিবস্বানের গৃহে (যজ্ঞবেদিতে) তাঁর এই সকল (কর্ম) ঋষি-কবিগণ— মেধাবীগণ স্তোত্রের মাধ্যমে প্রশংসা করেন ।।৭।।

সত্রাসাহং বরেণ্যং সহোদাং সসবাংসং স্বরপশ্চ দেবীঃ ।
সসান যঃ পৃথিবীং দ্যামুতেমামিন্দ্রং মদন্ত্যনু ধীরণাসঃ ॥৮॥

সেই সর্বভাবে জয়শীল, সর্বোত্তম, শক্তিদাতা, সূর্য এবং দিব্য জলরাশির বিজেতা (ইন্দ্র)কে, যিনি পৃথিবীকে ও এই স্বর্গকে অধিকার করেছেন, তাঁর প্রতি, যাঁরা মনীষার কারণে প্রীত হন তাঁর আনন্দ অনুভব করেন ।।৮।।

সসানাত্যাঁ উত সূর্যং সসানেন্দ্রঃ সসান পুরুভোজসং গাম্ ।
হিরণ্যয়মুত ভোগং সসান হত্বী দস্যূন্ প্রার্যং বর্ণমাবৎ ॥৯॥

তিনি অশ্বসমূহকে অধিকার করেছেন, এবং সূর্যকে জয় করেছেন; ইন্দ্র বহু(জনের) খাদ্যদায়িনী গাভী অধিকার করেছেন। সুবর্ণের সম্পদ তিনি জয় করেছেন, দস্যুদের বিনাশ করে আর্যবর্ণকে[১] রক্ষা করেছেন ।।৯।।

১. আর্যবর্ণ—উত্তম জনগোষ্ঠী।

ইন্দ্র ওষধীরসনোদহানি বনস্পতীঁরসনোদন্তরিক্ষম্ ।
বিভেদ বলং নুনুদে বিবাচো ঽথাভবদ্ দমিতাভিক্রতূনাম্ ॥১০॥

ইন্দ্র ওষধিসকল এবং দিবসসকল অধিকার করেছেন; তিনি জয় করেছেন বৃক্ষজগৎ ও অন্তরিক্ষলোক। তিনি বলকে বিদারণ করেছেন, বিপক্ষগণকে বিতাড়িত করেছেন, অতঃপর বিরুদ্ধাচরণকারীগণকে পরাভূত করেছেন ।।১০।।

শুনং হুবেম মঘবানমিন্দ্রমস্মিন্ ভরে নৃতমং বাজসাতৌ ।
শৃণ্বন্তমুগ্রমূতয়ে সমৎসু ঘ্নন্তং বৃত্রাণি সংজিতং ধনানাম্ ॥১১॥

সেই বদান্য ইন্দ্রকে, কল্যাণকরকে আহ্বান করি, যিনি সম্পদ জয়ের যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ বীর; সেই বলবান যিনি অবধান করেন, যুদ্ধে সুরক্ষার জন্য তাঁকে (আহ্বান করি) যিনি বাধা বিচূর্ণ করেন, যিনি সম্পদবিজয়ী ॥১১॥

(সূক্ত-৩৫)

ইন্দ্র দেবতা। গাথিনো বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১১।

তিষ্ঠা হরী রথ আ যুজ্যমানা যাহি বায়ুর্ন নিযুতো নো অচ্ছ ।
পিবাস্যন্ধো অভিসৃষ্টো অস্মে ইন্দ্র স্বাহা ররিমা তে মদায় ॥১॥

(তোমার) পিঙ্গল অশ্বদ্বয়কে সংযোজনরত অবস্থায় রথে আরোহণ কর। বায়ু যেমন তাঁর অশ্বগুলিসহ, (আগমন করেন তেমন) আমাদের অভিমুখে আগমন কর। অথবা বায়ুর ন্যায় আমাদের (প্রেরণা)সকল অভিমুখে আগমন কর। আমাদের প্রতি ক্ষিপ্র আগমন করে তুমি সোমরস পান করবে। ইন্দ্র! স্বাহা! তোমার উত্তেজনা (উপভোগের) জন্য (এই রস) উৎসর্গ করা হয়েছে ॥১॥

উপাজিরা পুরুহূতায় সপ্তী হরী রথস্য ধূর্ষ্বা যুনজ্মি ।
দ্রবদ্ যথা সংভৃতং বিশ্বতশ্চিদুপেমং যজ্ঞমা বহাত ইন্দ্রম্ ॥২॥

তাঁর প্রতি, সেই বহুজনের আহূত (দেবতার) প্রতি আমি ক্ষিপ্র পিঙ্গল অশ্বযুগলকে রথাগ্রভাগে যোজনা করি। উভয়ে দ্রুতবেগে যেন ইন্দ্রকে, এই যজ্ঞে (যেখানে) সামগ্রিক (প্রয়োজনের) প্রস্তুতি করা হয়েছে, (সেইস্থানে) আনয়ন করে ॥২॥

উপো নয়স্ব বৃষণা তপুষ্পোতেমব[১] ত্বং বৃষভ স্বধাবঃ ।
গ্রসেতামশ্বা বি মুচেহ শোণা দিবেদিবে সদৃশীরদ্ধি ধানাঃ[২] ॥৩॥

হে (অভীষ্টফল)বর্ষক! সার্বভৌম শক্তির অধিকারী! অনুগ্রহ কর, উভয় বলিষ্ঠ অশ্বকে সমীপে আনয়ন কর। তাদের শক্র/প্রখর তাপ হতে রক্ষা করার জন্য। এই অশ্বদ্বয়কে ভক্ষণ করতে দাও, পিঙ্গল অশ্বদ্বয়কে বন্ধন মুক্ত কর, প্রত্যহ এই প্রকার ধানা গ্রহণ কর ॥৩॥

১. তপুষ্পো তেমব...ইত্যাদি অশ্বদের উত্তপ্ত হবিঃ পান করতে দাও—griffith.
২. ধানা—ভর্জিত –ভাজা যব।

ব্রহ্মণা তে ব্রহ্মযুজা যুনজ্মি হরী সখায়া সধমাদ আশূ ।
স্থিরং রথং সুখমিন্দ্রাধিতিষ্ঠন্ প্রজানন্ বিদ্বাঁ উপ যাহি সোমম্ ॥৪॥

স্তোত্র দ্বারা সংযুক্ত পিঙ্গল অশ্বযুগলকে আমি ব্রহ্ম(স্তোত্র) দ্বারা তাদের জন্য (রথে) সংযোজন করি, যারা যুদ্ধক্ষেত্রে দ্রুতগতি সহগামী; হে ইন্দ্র! দৃঢ় এবং সুনির্মিত রথে আরোহণ করে, জ্ঞানবান তুমি সম্যক অবগত হয়ে সোমের অভিমুখে গমন কর ॥৪॥

মা তে হরী বৃষণা বীতপৃষ্ঠা নি রীরমন্ যজমানাসো অন্যে ।
অত্যায়াহি শশ্বতো বয়ং তে ঽরং সুতেভিঃ কৃণবাম সোমৈঃ ॥৫॥

অপর যজমানগণ যেন তোমার (ফল)বর্ষণকারী/ বলিষ্ঠ এবং মসৃণপৃষ্ঠদেশযুক্ত পিঙ্গল অশ্বদ্বয়ের নিকটে অবস্থান না করে; তাদের প্রত্যেককে অতিক্রম করে আগমন কর; যেন আমরা যথাযথভাবে তোমার জন্য সুত সোমযোগে আয়োজন করতে পারি ॥৫॥

তবায়ং সোমস্ত্বমেহ্যর্বাঙ্ শশ্বত্তমং সুমনা অস্য পাহি ।
অস্মিন্ যজ্ঞে বর্হিষ্যা নিষদ্যা দধিষ্বেমং জঠর ইন্দুমিন্দ্র ॥৬॥

তোমার জন্য এই সোম; এই স্থানের নিকটে আগমন কর। হে শোভনহৃদয় (ইন্দ্র), এই (সোম)কে চিরকালীন ভাবে (নূতনের মত) পান কর। এই যজ্ঞস্থলে, বর্হির উপরে আসীন হয়ে, ইন্দ্র এই সকল (পানীয়)বিন্দুকে উদরে ধারণ কর॥ ৬॥

স্তীর্ণং তে বর্হিঃ সুত ইন্দ্র সোমঃ কৃতা ধানা অত্তবে তে হরিভ্যাম্ ।
তদোকসে পুরুশাকায়[১] বৃষ্ণে মরুত্বতে তুভ্যং রাতা হবীংষি ॥৭॥

তোমার জন্য কুশ আকীর্ণ করা হয়েছে, সোম অভিষুত (হয়েছে)। হে ইন্দ্র, তোমার হরী (নামে) অশ্বযুগলের ভক্ষণের জন্য ধানা প্রস্তুত করা হয়েছে। এই সকল হবিঃ তোমার উদ্দেশে প্রদত্ত হয়েছে যে তুমি বলবান ও বহুজনকে অনুগ্রহ কর, যে তুমি অভীষ্ট বর্ষণকারী এবং মরুৎ-গণের সহচর ।।৭।।

১. সায়ণ এবং Wilson—তদোকসে পুরুশাকায় ... যে তুমি সেই (পবিত্র কুশে) আসীন, এবং বহুজন দ্বারা প্রশংসিত।

ইমং নরঃ পর্বতাস্তভ্যমাপঃ সমিন্দ্র গোভির্মধুমন্তমক্রন্ ।
তস্যাগত্যা সুমনা ঋষ্ব পাহি প্রজানন্ বিদ্বান্ পথ্যা অনু স্বাঃ ।।৮।।

মানবগণ (ঋত্বিক যজমানগণ), প্রস্তরসকল এবং জল, গাভীগণের সঙ্গে একত্রে এই (সোমকে) তোমার জন্য সুমধুর করেছেন। হে ইন্দ্র, হে সুমহান, জ্ঞানবান, নিজের গমন পথ সম্যক জ্ঞাত হয়ে, শোভন হৃদয় (তুমি) আগমন করে (এই রস) পান কর ।।৮।।

যাঁ আভজো মরুত ইন্দ্র সোমে যে ত্বামবর্ধন্নভবন্ গণস্তে ।
তেভিরেতং সজোষা বাবশানো ঽগ্নেঃ পিব জিহ্বয়া সোমমিন্দ্র ।।৯।।

মরুৎগণ, যাঁদের প্রতি তুমি সোমের (অংশ) বিভাজন করেছ, যাঁরা তোমাকে বলবত্তর করেছেন এবং তোমার অনুগামী হয়েছেন, সানন্দে তাঁদের সহযোগে, সাগ্রহে, কামনার সঙ্গে হে ইন্দ্র, অগ্নিরূপ রসনার যোগে সোম পান কর ।।৯।।

ইন্দ্র পিব স্বধয়া চিৎ সুতস্যাঽগ্নের্বা পাহি জিহ্বয়া যজত্র ।
অধ্বর্যোর্বা প্রযতং শক্র হস্তাদ্ধোতুর্বা যজ্ঞং হবিষো জুষস্ব ।।১০।।

হে যজনীয় ইন্দ্র! তোমার নিজ সামর্থ্যেই তুমি সুত (রস) পান কর অথবা অগ্নির রসনাযোগে গ্রহণ কর। অধ্বর্যুর হস্তে অথবা হোতার আহুতি হতে হব্য উপভোগ কর, হে ইন্দ্র ।।১০।।

শুনং হুবেম মঘবানমিন্দ্রমস্মিন্ ভরে নৃতমং বাজসাতৌ ।
শৃণ্বন্তমুগ্রমূতয়ে সমৎসু ঘ্নন্তং বৃত্রাণি সংজিতং ধনানাম্ ।।১১।।

আমরা কল্যাণকর ইন্দ্রকে ধনবানকে আহ্বান করি যিনি এই সম্পদ জয়ের যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ বীর। সেই বলবান, যিনি (স্তুতি) অবধান করেন, যুদ্ধে সুরক্ষার জন্য তাঁকে (আহ্বান করি) যিনি বাধা বিচূর্ণ করেন, যিনি সম্পদ বিজয়ী ।।১১।।

(সূক্ত-৩৬)

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র,১০ম ঋকের অঙ্গিরা বংশীয় ঘোর ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা -১১।

ইমামূ ষু প্রভৃতিং সাতয়ে ধাঃ শশ্বচ্ছশ্বদূতিভির্যাদমানঃ ।
সুতেসুতে বাবৃধে বর্ধনেভির্যঃ কর্মভির্মহদ্ভিঃ সুশ্রুতো ভূৎ ।।১।।

আমাদের কৃত এই আহুতিকে ফলপ্রসূ করে তোল, নিরন্তর নূতনতর সহায়তার যোগে। প্রত্যেক সবনকার্যে তিনি বলবর্ধক (হব্যাদি) দ্বারা সমৃদ্ধতর হয়ে থাকেন যিনি মহৎ কার্যসমূহের জন্য সুখ্যাত হয়েছেন ।।১।।

ইন্দ্রায় সোমাঃ প্রদিবো বিদানা ঋভুর্যেভির্বৃষপর্বা বিহায়াঃ ।
প্রযম্যমানান্ প্রতি ষূ গৃভায়েন্দ্র পিব বৃষধূতস্য[১] বৃষ্ণঃ ।।২।।

অতীতকাল হতেই সোমরস ইন্দ্রের নিকট পরিজ্ঞাত, যার কারণে সেই খ্যাতিমান/সুদক্ষ (ইন্দ্র) দৃঢ় (দেহ)সন্ধি এবং প্রভূত শক্তি সম্পন্ন হয়েছেন। প্রদত্ত (পানীয়) দ্রুত গ্রহণ কর; ইন্দ্র। যা শক্তিমানগণের নিষ্পেষিত (প্রস্তুত) এবং শক্তিমানের পানীয় ।।২।।

১. বৃষধূতস্য—প্রস্তর দ্বারা নিষ্পেষিত।—সায়ণভাষ্য।

পিবা বর্ধস্ব তব ঘা সুতাস ইন্দ্র সোমাসঃ প্রথমা উতেমে ।
যথাপিবঃ পূর্ব্যাঁ ইন্দ্র সোমাঁ এবা পাহি পন্যো অদ্যা নবীয়ান্ ।।৩।।

পান কর, শক্তি লাভ কর। তোমার জন্য এই সুত সোমরস, হে ইন্দ্র—প্রথম অভিষুত/প্রাক্তন সোমাহুতি এবং এই যে সোমরস (তোমারপ্রতি আহুতি দিয়েছি) যেমন করে, ইন্দ্র, তুমি পূর্বকালীন সোমরস পান করেছিলে তেমনভাবে আজও নূতনভাবে সমাদরযোগ্য আহুতিকে পান কর ।।৩।।

মহাঁ অমত্রো বৃজনে বিরপ্শ্যুগ্রং শবঃ পত্যতে ধৃষ্ণ্বোজঃ ।
নাহ বিব্যাচ পৃথিবী চনৈনং যৎ সোমাসো হর্যশ্বমমন্দন্ ।।৪।।

সেই মহান অদম্য তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবল শক্তির অধিকারী, এবং নির্ভীক ও তেজসম্পন্ন। বিস্তীর্ণা পৃথিবী তাঁকে কখনই অবধারণ করতে পারে না যখন সেই পিঙ্গল অশ্বের অধিপতিকে সোম উত্তেজিত করে থাকে ।।৪।।

মহাঁ উগ্রো বাবৃধে বীর্যায় সমাচক্রে বৃষভঃ কাব্যেন ।
ইন্দ্রো ভগো বাজদা অস্য গাবঃ প্র জায়ন্তে দক্ষিণা অস্য পূর্বীঃ ॥৫॥

সেই মহান, ঘোররূপ (দেবতা) বীরত্বব্যঞ্জক (কর্মের) মাধ্যমে বলবত্তর হয়ে থাকেন। কবির মনীষা দ্বারা সেই অভীষ্ট-ফলবর্ষক সমৃদ্ধ হয়ে থাকেন। ইন্দ্র সৌভাগ্য স্বরূপ, তাঁর গাভীযূথ অন্ন/ধন দান করে। তাঁর দান প্রভূত ঐশ্বর্যময় ॥৫॥

প্র যৎ সিন্ধবঃ প্রসবং যথায়ন্নাপঃ সমুদ্রং রথ্যেব জগ্মুঃ ।
অতশ্চিদিন্দ্রঃ সদসো বরীয়ান্ যদীং সোমঃ পৃণতি দুগ্ধো অংশুঃ ॥৬॥

যখন নদী সকল প্রেরণালব্ধের ন্যায় নিজ নিজ পথে প্রবাহিত হয়, তাদের জলধারা, রথারূঢ়ের অনুরূপ সমুদ্রের প্রতি গমন করে। কিন্তু ইন্দ্র সেই আসন (সমুদ্র) অপেক্ষাও বিস্তৃততর (হয়ে থাকেন) যখন দুগ্ধ (মিশ্রিত) এই অল্প (সাধারণ) সোম তাঁকে পূর্ণ করে ॥৬॥

টীকা—সায়ণ ভাষ্য—যেমন নদীর অল্প জল ও সমুদ্রকে পূর্ণ করে তেমনি অল্প-অংশুভূত সোমও বৃহৎ ইন্দ্রকে পূর্ণ করে।

সমুদ্রেণ সিন্ধবো যাদমানা ইন্দ্রায় সোমং সুষুতং ভরন্তঃ ।
অংশুং দুহন্তি হস্তিনো ভরিত্রৈর্মধ্বঃ পুনন্তি ধারয়া পবিত্রৈঃ ॥৭॥

সমুদ্রের সঙ্গে মিলনে উৎসুক নদীসকল সুষ্ঠুভাবে অভিষুত সোমকে ইন্দ্রের অভিমুখে বহন করছে। তাঁদের হস্ত দ্বারা তাঁরা সোমলতাকে দোহন করেন এবং তাকে মধুরধারা ও শোধক সকল দ্বারা পরিস্রুত করেন ॥৭॥

টীকা—এখানে ঋত্বিকদের কথা বলা হয়েছে।

হ্রদা ইব কুক্ষয়ঃ সোমধানাঃ সমী বিব্যাচ সবনা পুরূণি ।
অন্না যদিন্দ্রঃ প্রথমা ব্যাশ বৃত্রং জঘন্বাঁ অবৃণীত সোমম্ ॥৮॥

তাঁর গণ্ডদ্বয় (মুখগহ্বর) অথবা (উদর) সোমরসে পূরিত সরোবরের অনুরূপ; তিনি বহু সুতরূস (আহুতি) সম্পূর্ণভাবে আত্মগত করে থাকেন। যখন ইন্দ্র প্রথম (যজ্ঞীয়) হব্যসকল ভক্ষণ করেছিলেন, বৃত্রকে হনন করে তিনি সোমরসকে গ্রহণ করেছিলেন ॥৮॥

আ তূ ভর মাকিরেতৎ পরি ষ্ঠাদ্ বিদ্মা হি ত্বা বসুপতিং বসূনাম্ ।
ইন্দ্র যৎ তে মাহিনং দত্রমস্ত্যস্মভ্যং তদ্ধর্যশ্ব প্র যন্ধি ॥৯॥

এই স্থান অভিমুখে তুমি শীঘ্র (ধন) আনয়ন কর। এবং কেউ যেন এই কার্যে বাধা না দেয়। আমরা তোমার বিষয়ে সম্যক অবগত যে তুমিই সম্পদের শ্রেষ্ঠ অধিপতি। হে ইন্দ্র, তোমার যে ঐশ্বর্যময় দান তা আমাদের দাও, হে হরী (পিঙ্গল অশ্ব)দ্বয়ের প্রভু ॥৯॥

অস্মে প্র যন্ধি মঘবন্নৃজীষিন্নিন্দ্র রায়ো বিশ্ববারস্য ভূরেঃ ।
অস্মে শতং শরদো জীবসে ধা অস্মে বীরাঞ্ছশ্বত ইন্দ্র শিপ্রিন্[১] ॥১০॥

হে ধনবান, দুর্বারগতিমান ইন্দ্র! আমাদের প্রতি অপর্যাপ্তভাবে সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় ধন দান কর। আমাদের জীবনের জন্য শত শরৎকাল নির্দিষ্ট কর; হে শিরস্ত্রাণধারি ইন্দ্র! আমাদের অসংখ্য বীর/সন্তান দান কর ॥১০॥

১. শিপ্রিন্ —হনূশোভিত/শিরস্ত্রাণ শোভিত মুখ যার।

শুনং হুবেম মঘবানমিন্দ্রমস্মিন্ ভরে নৃতমং বাজসাতৌ ।
শৃণ্বন্তমুগ্রমূতয়ে সমৎসু ঘ্নন্তং বৃত্রাণি সংজিতং ধনানাম্ ॥১১॥

সেই বদান্য ইন্দ্রকে কল্যাণকরকে আহ্বান করি, যিনি সম্পদ জয়ের যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ বীর; সেই বলবান যিনি অবধান করেন, যুদ্ধে সুরক্ষার জন্য তাঁকে (আহ্বান করি) যিনি বাধা বিচূর্ণ করেন, যিনি সম্পদবিজয়ী ॥১১॥

(সূক্ত-৩৭)

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। গায়ত্রী,১১অনষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১১।

বার্ত্রহত্যায় শবসে পৃতনাষাহ্যায় চ ।
ইন্দ্র ত্বা বর্তয়ামসি ॥১॥

হে ইন্দ্র, যে শক্তি বৃত্র হনন করতে পারে এবং যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারে। তার জন্য তোমাকে (আমাদের অভিমুখে) আবর্তিত করি ॥১॥

অর্বাচীনং সু তে মন উত চক্ষুঃ শতক্রতো।
ইন্দ্র কৃণ্বন্ত বাঘতঃ॥২॥

হে ইন্দ্র! শত যজ্ঞের/ কর্মের অধিপতি, যেন স্তোতৃবৃন্দ তোমার মনোযোগ আমাদের পক্ষপাতী করতে পারেন এবং তোমার দৃষ্টিকেও ॥২॥

নামানি তে শতক্রতো বিশ্বাভির্গীর্ভিরীমহে।
ইন্দ্রাভিমাতিষাহ্যে ॥৩॥

হে ইন্দ্র! শত শক্তির অধিপতি! আমাদের সকল স্তবের মাধ্যমে আমরা শত্রুবিজয়ের উদ্দেশে তোমার নামসকল আহ্বান করি ॥৩॥

পুরুষ্টুতস্য ধামভিঃ শতেন মহয়ামসি।
ইন্দ্রস্য চর্ষণীধৃতঃ ॥৪॥

বহুভাবে স্তুতিপ্রাপ্ত ইন্দ্রের, মানব সকলের ধারণকারীর, শত শক্তির/রূপের মাধ্যমে আমরা (তাঁকে) মহিমা মণ্ডিত করে থাকি ॥৪॥

ইন্দ্রং বৃত্রায় হন্তবে পুরুহূতমুপ ব্রুবে।
ভরেষু বাজসাতয়ে ॥৫॥

ইন্দ্রকে, যাঁকে বহুজন আহ্বান করে, বৃত্র হননের জন্য আমার প্রতি আহ্বান করি, এবং সংঘর্ষে সম্পদ জয়ের জন্য (আহ্বান করি) ॥৫॥

বাজেষু সাসহির্ভব ত্বামীমহে শতক্রতো।
ইন্দ্র বৃত্রায় হন্তবে॥৬॥

যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয় লাভ কর; হে শত কর্মের সম্পাদক, আমরা বৃত্র হননের জন্য তোমার প্রতি প্রার্থনা করি ॥৬॥

দ্যুম্নেষু পৃতনাজ্যে পৃৎসুতূর্ষু শ্রবঃসু চ।
ইন্দ্র সাক্ষ্বাভিমাতিষু ॥৭॥

যুদ্ধক্ষেত্রে বিচিত্র সংঘর্ষের সময়, যুদ্ধে জয়লাভের কালে যশোগাথাতে হে ইন্দ্র, বিরোধী শত্রুগণকে পরাজিত কর ॥৭॥

শুষ্মিন্তমং ন উতয়ে দ্যুম্নিনং পাহি জাগৃবিম্[১]।
ইন্দ্র সোমং শতক্রতো ॥৮॥

আমাদের সহায়তার জন্য উজ্জ্বলতম, খ্যাতি সম্পন্ন জাগরণশীল, সোমপান কর, হে শত শক্তির অধিপতি ইন্দ্র! ॥৮॥

১. জাগৃবিম্—সায়নভাষ্য—সোমরস নিদ্রা প্রতিহত করে।

ইন্দ্রিয়াণি শতক্রতো যা তে জনেষু পঞ্চসু।
ইন্দ্র তানি ত আ বৃণে ॥৯॥

হে শত যজ্ঞের/কর্মের সম্পাদক ইন্দ্র! তোমার যে সকল ইন্দ্রসুলভ ক্ষমতা পঞ্চজনগোষ্ঠীর মধ্যে (বিস্তারিত আছে) আমি তার জন্য তোমার প্রতি প্রার্থনা করি ॥৯॥

টীকা—ইন্দ্র পঞ্চ আর্যজনগোষ্ঠী অর্থাৎ চতুর্বর্ণ এবং পঞ্চমবর্ণ নিষাদ, তাঁদের রক্ষক।

অগন্নিন্দ্র শ্রবো বৃহদ্ দ্যুম্নং দধিষ্ব দুষ্টরম্।
উৎ তে শুষ্মং তিরামসি ॥১০॥

ইন্দ্র, তুমি প্রভূত যশ অর্জন করেছ। অন্যের দুর্লভ উজ্জ্বল খ্যাতি জয় কর। আমরা তোমার শক্তিকে বর্ধিত করি ॥১০॥

অর্বাবতো ন আ গহ্যথো শক্র পরাবতঃ।
উ লোকো যস্তে অদ্রিব ইন্দ্রেহ তত আ গহি ॥১১॥

আমাদের অভিমুখে নিকট হতে আগমন কর অথবা দূর হতে, হে শক্র (ইন্দ্র); যেখানেই তোমার নিবাসস্থল হোক, হে বজ্রধারিন! হে ইন্দ্র! সেইস্থান হতে এইস্থানে আগমন কর ॥১১॥

(সূক্ত-৩৮)

ইন্দ্র ও ইন্দ্রাবরুণ দেবতা। বিশ্বামিত্র গোত্র প্রজাপতি বা বাচের পুত্র প্রজাপতি অথবা বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১০।

অভি তষ্টেব দীধয়া মনীষামত্যো ন বাজী সুধুরো জিহানঃ।
অভি প্রিয়াণি মর্মৃশৎ পরাণি কবীঁরিচ্ছামি[১] সংদৃশে সুমেধাঃ ॥১॥

কারিগরের অনুরূপভাবে আমি আমার ধী-কে সংস্কার করি, যেমন কোনও বলিষ্ঠ অশ্ব রথাগ্রভাগে সুষ্ঠুযুক্ত হয়ে বহন করে; যা কিছু অতিপ্রিয় এবং যা মহান সকল কিছুকে বিবেচনা করে আমি মহাজ্ঞানী ঋষিগণকে দর্শনের বাসনা করি ॥১॥

১. কবীরিচ্ছামি ইত্যাদি—তাদের নিকট হতে জ্ঞানার্জনের জন্য।

ইনোত পৃচ্ছ জনিমা কবীনাং মনোধৃতঃ সুকৃতস্তক্ষত দ্যাম্।
ইমা উ তে প্রণ্যো বর্ধমানা মনোবাতা অধ নু ধর্মণি গ্মন্ ॥২॥

ঋষিগণের শক্তিধর প্রজন্মসকলকে প্রশ্ন কর; তাঁরা সুদক্ষ কর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে, স্থির মনোযোগসহ (নিজেদের জন্য) স্বর্গকে নির্মাণ করেছিলেন। তোমার জন্য এই সকল মনের অভীষ্ট পূর্বকালীন নির্দেশনা যা ক্রমে বিবর্ধিত হয় এবং (তারা) দৃঢ় ভিত্তিতে (স্থির অবস্থায়) আগমন করেছে ॥২॥

নি ষীমিদত্র গুহ্যা দধানা উত ক্ষত্রায় রোদসী সমঞ্জন্।
সং মাত্রাভির্মমিরে যেমুরুর্বী অন্তর্মহী সমৃতে ধায়সে ধুঃ ॥৩॥

এবং তাদের রহস্যকে এই স্থানে, পৃথিবীতে নিহিত করে তাঁরা উভয় লোককে তাঁদের নিবাসরূপে অলংকৃত করতে করতে (যখন) পরিমাপক দ্বারা (তাদের) সম্পূর্ণ পরিমাপ করেন তখন সেই দুই বিস্তৃত (জগৎকে) দৃঢ়ভাবে ধারণ করলেন এবং পরস্পরসংযুক্ত দুই বৃহৎকে পোষণ দান করার জন্য পৃথক পৃথক করলেন ॥৩॥

আতিষ্ঠন্তং পরি বিশ্বে অভূষঞ্ছ্রিয়ো বসানশ্চরতি স্বরোচিঃ।
মহৎ তদ্ বৃষ্ণো অসুরস্য নামাংঽবিশ্বরূপো অমৃতানি তস্থৌ ॥৪॥

আরোহণরত তাঁকে সকলে অলংকৃত করেছেন; স্বয়ম্প্রভ তিনি ঐশ্বর্যে আচ্ছাদিত রূপে বিচরণ করেন। সেই অভীষ্টবর্ষক প্রভুর নামসকল মহান; নানা আকৃতি ধারণ করে তিনি চিরন্তন (স্থানে) অবস্থান করেন ॥৪॥

অসূত পূর্বো বৃষভো[১] জ্যায়ানিমা অস্য শুরুধঃ সন্তি পূর্বীঃ।
দিবো নপাতা বিদথস্য ধীভিঃ ক্ষত্রং রাজানা প্রদিবো দধাথে ॥৫॥

প্রথমে সেই প্রাচীনতর বৃষভ (ফলদাতা) সৃষ্টি করেছিলেন। এইসকল তাঁর বিবিধ সেচনকারী সম্পদ (জলরাশি?)। অতীতের দিন হতে, (ইন্দ্র, ও বরুণ) তোমরা দুই রাজা, স্বর্গের সন্তানদ্বয়, যজ্ঞের স্তুতি দ্বারা তোমরা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছ ॥৫॥

১. বৃষভ—সূর্য।

ত্রীণি রাজানা বিদথে পুরূণি পরি বিশ্বানি ভূষথঃ সদাংসি।
অপশ্যমত্র মনসা জগন্বান্ ব্রতে গন্ধর্বাঁ অপি বায়ুকেশান্ ॥৬॥

হে রাজদ্বয়, তোমরা সেই (স্বর্গীয়) সভাতে তিনটি[১], বহুসংখ্যক, (এমন কি) সকল আসন অলংকৃত করে থাক। আমি মনে মনে গমন করে প্রত্যক্ষ করেছি এইস্থানে বায়ু(তাড়িত) কেশীগন্ধর্বগণ[২] নিজ নিজ কার্যে (বিচরণ করেন) ॥৬॥

১. তিনটি আসন—স্বর্গ, অন্তরিক্ষ ও পৃথিবী।
২. গন্ধর্ব—সোমের রক্ষকগণ। এখানে বোধ হয় সূর্যকিরণকে বোঝানো হয়েছে।

তদিন্নস্য বৃষভস্য ধেনোরা নামভির্মমিরে সক্ম্যং গোঃ।
অন্যদন্যদসুর্যং বসানা নি মায়িনো মমিরে রূপমস্মিন্ ॥৭॥

এই বলিষ্ঠ বৃষভের (কাম্যফলবর্ষণকারীর) সঙ্গে সেই গাভীর অভিন্ন সাহচর্য; (বিভিন্ন) নাম দ্বারা তাঁরা (সেই সাহচর্য) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। একের পর এক (নূতনতর) প্রভুত্বশালী অস্তিত্ব বিস্তার করে সেই সুদক্ষ শিল্পীগণ তাঁর একটি আকৃতি নির্মাণ করেছিলেন ॥৭॥

টীকা—মন্ত্রটি অত্যন্ত অস্বচ্ছ। —Wilson। সম্ভবতঃ এখানে গাভী অর্থাৎ উষস্ এবং বৃষভ—সূর্যরূপী ইন্দ্র।

তদিন্নস্য সবিতুর্নকির্মে হিরণ্যয়ীমমতিং যামশিশ্রেৎ ।
আ সুষ্টুতী রোদসী বিশ্বমিন্বে অপীব যোষা জনিমানি বব্রে ॥৮॥

এই (সৃষ্টি) কেবলমাত্র তাঁর, সেই প্রেরয়িতার। আমাকে কেউ বাধা দেবে না। (সবিতৃদেবের), —তিনি যে স্বর্ণাভ দ্যুতিকে বিস্তার করেছেন তা উপভোগ করতে। মাত্র শোভন প্রশস্তি দ্বারাই উভয় জগৎ (দ্যাবাপৃথিবী)কে সম্পূর্ণ ভাবে গতিময়/আচ্ছাদিত করেন। যেমন ভাবে কোনও নারী তাঁর জাতকদের লালন করেন ॥৮॥

যুবং প্রত্নস্য সাধথো মহো যদ্ দৈবী স্বস্তিঃ পরি ণঃ স্যাতম্ ।
গোপাজিহ্বস্য তস্থুষো বিরূপা বিশ্বে পশ্যন্তি মায়িনঃ[১] কৃতানি ॥৯॥

তোমরা উভয়ে সেই মহান প্রাচীনের কর্মকে সার্থক কর। স্বর্গীয় কল্যাণস্বরূপ তোমাদের সুরক্ষা আমাদের যেন বেষ্টন করে থাকে। সকল মায়াবীগণ তাঁর কৃত কর্মসকল নিরীক্ষণ করেন যাঁর কণ্ঠস্বর গোপালকের ন্যায়, যিনি বিচিত্র আকৃতি ধারণ করে থাকেন ॥৯॥

১. বিশ্বে মায়িনঃ—মায়া=জ্ঞান; সকল জ্ঞানী দেবগণ। গোপাজিহ্ব—যার কণ্ঠস্বর মানুষকে রক্ষা করে—সায়ন।

শুনং হুবেম মঘবানমিন্দ্রমস্মিন্ ভরে নৃতমং বাজসাতৌ ।
শৃণ্বন্তমুগ্রমূতয়ে সমৎসু ঘ্নন্তং বৃত্রাণি সংজিতং ধনানাম্ ॥১০॥

সেই বদান্য ইন্দ্রকে, কল্যাণকরকে আহ্বান করি, যিনি সম্পদ জয়ের যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ বীর; সেই বলবান যিনি অবধান করেন। যুদ্ধে সুরক্ষার জন্য তাঁকে (আহ্বান করি) যিনি বাধা বিচূর্ণ করেন, যিনি সম্পদবিজয়ী ॥১০॥

অনুবাক-৪

(সূক্ত-৩৯)

ইন্দ্র দেবতা। গাথিনো বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৯।

ইন্দ্রং মতির্হৃদ আ বচ্যমানা ঽচ্ছা পতিং স্তোমতষ্টা জিগাতি ।
যা জাগৃবির্বিদথে শস্যমানেন্দ্র যৎ তে জায়তে বিদ্ধি তস্য ॥১॥

(আমার) অন্তর হতে আগতা ধী ইন্দ্রের অভিমুখে অগ্রসর হয়; সেই প্রভুর অভিমুখে, স্তোত্ররূপে রূপায়িত হয়ে উচ্চারিত হয়ে থাকে। যজ্ঞস্থলে সেই জাগরণী (স্তুতি) প্রগীত হয়ে থাকে। ইন্দ্র, যা তোমার জন্য উৎপন্ন হয়ে থাকে সে বিষয়ে অবহিত হও ॥১॥

দিবশ্চিদা পূর্ব্যা জায়মানা বি জাগৃবির্বিদথে শস্যমানা ।
ভদ্রা বস্ত্রাণ্যর্জুনা বসানা সেয়মস্মে সনজা পিত্র্যা ধীঃ ॥২॥

পূর্বকালীন দিবসে স্বর্গ হতে উৎপন্ন হয়ে যা বিশেষভাবে জাগরণ করায় এবং যজ্ঞস্থলে গীত হতে থাকে, যা নিজেকে শুভ্র মাঙ্গল্য বসনে আবৃত করেছে এই সেই আমাদের অতীতকালীন পিতৃক্রমাগত মনীষা ॥২॥

যমা চিদত্র যমসূরসূত জিহ্বায়া অগ্রং[১] পতদা হ্যস্থাৎ ।
বপূংষি জাতা মিথুনা সচেতে তমোহনা তপুষো বুধ্ন[২] এতা ॥৩॥

সেই যুগ্ম (সন্তানের) জননী নিশ্চিত এইস্থানেই তাঁর যুগলকে (ঋক্ ও সামন?) জন্ম দিয়েছেন; (তাঁর প্রশংসাতে) আমার জিহ্বাগ্র চঞ্চল হয়ে (আবার) নীরবে অবস্থান করেছিল। সেই সদ্যজাত যুগল বিস্ময়কর রূপসকলের সঙ্গে বিচরণ করেন—উভয়ে তমঃ নাশ করতে করতে এই আলোকের উৎপত্তিস্থলে আগমন করেন ॥৩॥

১. জিহ্বায়া অগ্রম্ ইত্যাদি—আমার জিহ্বা অশ্বিন দ্বয়ের প্রশংসার জন্য উদ্যত হয়েছিল কিন্তু অক্ষম বলে নীরব ছিল।—griffith.

২. তপুষো বুধ্ন—দিনের সূচনায় যুগ্ম সন্তানের জননী—সায়ন বলেছেন, জননী উষা এবং দুই সন্তান অশ্বিনদ্বয়।

নকিরেষাং নিন্দিতা মর্ত্যেষু যে অস্মাকং পিতরো গোষু যোধাঃ ।
ইন্দ্র এষাং দৃংহিতা মাহিনাবানুদ্ গোত্রাণি সসৃজে দংসনাবান্ ॥৪॥

যাঁরা আমাদের গো (অভিলাষী) যোদ্ধা, পূর্বপুরুষ মানবসকলের মধ্যে তাঁদের কোনও বিদ্বেষী নেই; কারণ সেই মহিমময় ইন্দ্র তাঁদের শক্তিবর্ধক। ইন্দ্র সেই অদ্ভুতকর্মা, তাঁদের জন্য অগণিত গোষ্ঠকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন ॥৪॥

সখা হ যত্র সখিভির্নবগ্বৈরভিজ্ঞ্বা সত্বভির্গা অনুগ্মন্ ।
সত্যং তদিন্দ্রো দশভির্দশগ্বৈঃ সূর্যং বিবেদ তমসি ক্ষিয়ন্তম্ ॥৫॥

যখন সেই সখা তাঁর মিত্র নবগ্বগণের[1] যোদ্ধাদের সঙ্গে জানুবদ্ধ অবস্থায় গাভীগুলিকে অনুসন্ধান করেছিলেন, একথা সত্য যে ইন্দ্র দশজন দশগ্বের সঙ্গে অন্ধকারে সংগুপ্ত সূর্যকে পরিজ্ঞাত হয়েছিলেন ॥৫॥

১. নবগ্ব—অঙ্গিরসগণের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রাচীন ঋষি। সায়ণ বলেন, যাঁরা নয় মাস ধরে সত্র অনুষ্ঠান করে ফল লাভ করেছেন। দশগ্ব—যাঁরা দশ মাস ধরে সত্র অনুষ্ঠান করে ফল লাভ করেছেন। দ্রঃ ১:৩৩:৬;৬২:৪।

ইন্দ্রো মধু সংভৃতমুস্রিয়ায়াং পদ্বদ্বিবেদ শফবন্নমে গোঃ ।
গুহা হিতং গুহ্যং গূলহমপ্সু হস্তে দধে দক্ষিণে দক্ষিণাবান্ ॥৬॥

ইন্দ্র খুঁজে পেয়েছিলেন রক্তিম (গাভীর) মধ্যে সন্নিহিত মধুর সঞ্চয়, পদসমন্বিত ও খুরযুক্ত (জীবগণকে) গাভীদের বিচরণ ক্ষেত্রে আনয়ন করেছিলেন। যা গুপ্তস্থানে সন্নিহিত ছিল, যা সংগুপ্তির যোগ্য, জলমধ্যে লুক্কায়িত তাকে তিনি, সেই প্রভূত ধনদাতা, দক্ষিণ হস্তে ধারণ করেছিলেন ॥৬॥

টীকা—গুহাহিতম্ ইত্যাদি—মেঘমধ্যে স্থিত বৃষ্টি।

জ্যোতির্বৃণীত তমসো বিজানন্নারে স্যাম দুরিতাদভীকে ।
ইমা গিরঃ সোমপাঃ সোমবৃদ্ধ জুষস্বেন্দ্র পুরুতমস্য কারোঃ ॥৭॥

অন্ধকার হতে সম্যক জ্ঞাত হয়ে পৃথগভাবে তিনি আলোককে গ্রহণ করেছিলেন; আমরা যেন সংঘর্ষকালে সকল বিপত্তি হতে দূরে থাকতে পারি। হে ইন্দ্র, তুমি সোমপানকারী, সোমদ্বারা বর্ধিত (উৎফুল্ল)— সর্বাপেক্ষা আগ্রহী মন্ত্রপ্রণেতার এই সকল স্তুতি উপভোগ কর ॥৭॥

জ্যোতির্যজ্ঞায় রোদসী অনু ষ্যাদারে স্যাম দুরিতস্য ভূরেঃ ।
ভূরি চিদ্ধি তুজতো মর্ত্যস্য সুপারাসো বসবো বর্হণাবৎ ॥৮॥

যজ্ঞের জন্য দ্যাবাপৃথিবী উভয়লোককে যেন আলোক পরিব্যাপ্ত করে। যেন আমরা প্রভূত বিপর্যয় হতে দূরে থাকতে পারি। কারণ হে বসুগণ, বলবান ও উৎসাহী মানবদের জন্য যাঁরা পথকে সুগম করেন তাঁরা সংখ্যায় বহু ॥৮॥

টীকা— অথবা ভূরি চিদ্ধি... ইত্যাদি—হিংসারত মানবগণ হতে রাশীকৃত ভাবে বহু বিপদ সমাগত হয়; কিন্তু বসুগণ শোভন ভাবে পরিত্রাণ করে থাকেন।— Griffith।

শুনং হুবেম মঘবানমিন্দ্রমস্মিন্ ভরে নৃতমং বাজসাতৌ ।
শৃণ্বন্তমুগ্রমূতয়ে সমৎসু ঘ্নন্তং বৃত্রাণি সংজিতং ধনানাম্ ॥৯॥

সেই বদান্য ইন্দ্রকে কল্যাণকরকে আহ্বান করি, যিনি সম্পদ জয়ের যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ বীর; সেই বলবান যিনি অবধান করেন, যুদ্ধে সুরক্ষার জন্য তাঁকে (আহ্বান করি) যিনি বাধা বিচূর্ণ করেন, যিনি সম্পদবিজয়ী ॥৯॥

(সূক্ত-৪০)

ইন্দ্র দেবতা। গাথিনো বিশ্বামিত্র ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৯।

ইন্দ্র ত্বা বৃষভং বয়ং সুতে সোমে হবামহে ।
স পাহি মধ্বো অন্ধসঃ ॥১॥

ইন্দ্র, তোমাকে (অভীষ্ট ফল)বর্ষককে আমরা এই অভিষুত সোমের প্রতি, আবাহন করি; তুমি এই উত্তেজক রস পান কর ॥১॥

ইন্দ্র ক্রতুবিদং সুতং সোমং হর্য পুরুষ্টুত ।
পিবা বৃষস্ব তাতৃপিম্ ॥২॥

হে বহু(জন) স্তুত ইন্দ্র! এই বল/জ্ঞানবর্ধক সোমরস ভোগ কর। পান কর, এই তৃপ্তিকর পানীয়কে (জঠরে) সেচন কর ॥২॥

ইন্দ্র প্র ণো ধিতাবানং যজ্ঞং বিশ্বেভির্দেবেভিঃ ।
তির স্তবান বিশ্পতে ॥৩॥

ইন্দ্র, সকল দেবতা সহ আমাদের ধনবর্ষী যজ্ঞকে সমৃদ্ধতর কর হে মানবগণের স্তুতিপ্রাপ্ত প্রভু! ॥৩॥

ইন্দ্র সোমাঃ সুতা ইমে তব প্র যন্তি সৎপতে।
ক্ষয়ং চন্দ্রাস ইন্দবঃ ॥৪॥

হে বসতিসকলের অধিপতি! এইসকল অভিষুত সোম (বিন্দু) তোমার অভিমুখে গমন করে, এই জ্যোতির্ময় বিন্দুসকল তোমার আবাসের প্রতি (গমন করে) ॥৪॥

দধিষ্বা জঠরে সুতং সোমমিন্দ্র বরেণ্যম্।
তব দ্যুক্ষাস ইন্দবঃ ॥৫॥

হে ইন্দ্র, এই সর্বোত্তম সুত সোমকে তোমার উদরে ধারণ কর। এই দিব্য (রস)বিন্দুসকল তোমারই জন্য ॥৫॥

গির্বণঃ পাহি নঃ সুতং মধোর্ধারাভিরজ্যসে।
ইন্দ্র ত্বাদাতমিদ্ যশঃ ॥৬॥

হে স্তুতিসকলের অধিপতি! আমাদের (আহুতি) সুত (সোম) পান কর। তুমি মধুধারা দ্বারা সিক্ত হয়ে থাক। আমাদের যশ, হে ইন্দ্র তোমারই দান ॥৬॥

অভি দ্যুম্নানি বনিন ইন্দ্রং সচন্তে অক্ষিতা।
পীত্বী সোমস্য বাবৃধে ॥৭॥

যজমানের (কাষ্ঠ পাত্রের) দিব্য এবং ক্ষয়হীন রস ইন্দ্রের প্রতি ধাবিত হয়, সোমপান করে তিনি শক্তি অর্জন করেন ॥৭॥

অর্বাবতো ন আ গহি পরাবতশ্চ বৃত্রহন্।
ইমা জুষস্ব নো গিরঃ ॥৮॥

দূর দেশ হতে আমাদের অভিমুখে এই স্থানে আগমন কর এবং নিকট দেশ হতেও হে বৃত্রবিনাশক! আমাদের এই সকল স্তুতি উপভোগ কর ॥৮॥

যদন্তরা পরাবতমর্বাবতং চ হূয়সে।
ইন্দ্রেহ তত আ গহি ॥৯॥

ইন্দ্র! যখন নিকট এবং দূর উভয় স্থানের মধ্যদেশ হতে তুমি আহূত হয়ে থাক, তখন এই স্থানের অভিমুখে আগমন কর ॥৯॥

(সূক্ত-৪১)

ইন্দ্র দেবতা। গাথিনো বিশ্বামিত্র ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৯।

আ তূ ন ইন্দ্র মদ্রযগ্‌ঘুবানঃ সোমপীতয়ে।
হরিভ্যাং যাহ্যদ্রিবঃ ॥১॥

সোমরস পানের জন্য আহূত হয়ে, তোমার পিঙ্গল অশ্বদ্বয় সহ এইস্থানে আমার নিকট আগমন কর, হে বজ্রবাহু! ॥১॥

সত্তো হোতা ন ঋত্বিয়স্তিস্তিরে বর্হিরানুষক্।
অযুজ্রন্ প্রাতরদ্রয়ঃ ॥২॥

আমাদের হোতা যথাকালে উপবিষ্ট হয়েছেন, বিধি অনুসারে বর্হিঃ (কুশ) বিস্তীর্ণ হয়েছে। প্রাতঃকালেই (সবনের জন্য) প্রস্তরসকল সংযোজিত হয়েছে ॥২॥

ইমা ব্রহ্ম ব্রহ্মবাহঃ[১] ক্রিয়ন্ত আ বর্হিঃ সীদ।
বীহি শূর পুরোলাশম্ ॥৩॥

এই সকল স্তোত্র (আমাদের দ্বারা পাঠ) করা হয়েছে, হে স্তোত্র অবধানকারী। কুশের উপরে আসন গ্রহণ কর। হে বীর, পুরোডাশ (যজ্ঞীয় হব্য) উপভোগ কর ॥৩॥

১. ব্রহ্মবাহঃ—বিকল্প অর্থ—যিনি স্তোত্রসকল বহন করেন।

রারন্ধি সবনেষু ণ এষু স্তোমেষু বৃত্রহন্।
উক্থেষ্বিন্দ্র গির্বণঃ ॥৪॥

আমাদের কৃত সবনে, এই সকল প্রশস্তিতে যেন উৎফুল্ল হয়ে থাক হে বৃত্রবিনাশক। এই সকল স্তুতিতে হে স্তোত্রপ্রিয় ইন্দ্র, (আনন্দ অনুভব কর) ॥৪॥

মতয়ঃ সোমপামুরুং রিহন্তি শবসস্পতিম্।
ইন্দ্রং বৎসং ন মাতরঃ ॥৫॥

সেই শক্তির অধিপতিকে, মহান সোমরসপানকারী ইন্দ্রকে আমাদের অনুপ্রেরিত চিন্তাসকল লেহন করে যেমন মাতা বৎসগুলিকে লেহন করে ॥৫॥

স মন্দস্বা হ্যন্ধসো রাধসে তন্বা মহে ।
ন স্তোতারং নিদে করঃ ॥৬॥

(যে রস আমরা তোমার নিজ) শরীরের বিবর্ধনের জন্য আহুতি দিয়ে থাকি, সেই (রস) হতে মত্ততা অনুভব কর। তোমার স্তোতাকে নিন্দিত করোনা ॥৬॥

বয়মিন্দ্র ত্বায়বো হবিষ্মন্তো জরামহে ।
উত ত্বমস্মর্যুবসো ॥৭॥

তোমার প্রতি আহুতি প্রদান করে, তোমাকে কামনা করে আমরা স্তুতি করি, হে ইন্দ্র এবং হে বসু (শ্রেষ্ঠ ইন্দ্র) তুমিও আমাদের কামনা কর ॥৭॥

মারে অস্মদ্ বি মুমুচো হরিপ্রিয়ার্বাঙ্ যাহি ।
ইন্দ্র স্বধাবো মৎস্বেহ ॥৮॥

তোমার (অশ্বদ্বয়কে) আমাদের থেকে দূরস্থানে বন্ধনমুক্ত করোনা; হে হরী, (পিঙ্গল)অশ্বদ্বয়ের প্রিয়, (প্রভু) নিকটে আগমন কর। হে স্বরাট, (প্রভু) ইন্দ্র এইস্থানে মাদকতা উপভোগ কর ॥৮॥

অর্বাঞ্চং ত্বা সুখে রথে বহতামিন্দ্র কেশিনা ।
ঘৃতস্নূ বর্হিরাসদে ॥৯॥

যে দীর্ঘকেশশোভিত ঘৃতস্রাবী অশ্বদ্বয়, রথে দ্রুত তোমাকে এই স্থান-অভিমুখে বহন করে আনে, হে ইন্দ্র, কুশের উপরে উপবেশনের উদ্দেশ্যে ॥৯॥

(সূক্ত-৪২)

ইন্দ্র দেবতা। গাথিনো বিশ্বামিত্র ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৯।

উপ নঃ সুতমা গহি সোমমিন্দ্র গবাশিরম্ ।
হরিভ্যাং যস্তে অস্ময়ুঃ ॥১॥

আমাদের অভিষুত দধিদুগ্ধমিশ্রিত সোমের প্রতি আগমন কর; ইন্দ্র, যে তুমি আমাদের প্রতি আগ্রহী, তোমার পিঙ্গল অশ্বদ্বয় দ্বারা (বাহিত হও) ॥১॥

তমিন্দ্র মদমা গহি বর্হিঃষ্ঠাং গ্রাবভিঃ সুতম্ ।
কুবিন্নস্য তৃপ্ণবঃ ॥২॥

এই উত্তেজক পানীয়ের প্রতি আগমন কর ইন্দ্র; যা কুশের উপরে স্থাপিত (আছে), যা পাষাণ দ্বারা নিষ্কাশিত হয়েছে, তুমি কি সেই (সোম) তৃষ্ণাপূরণ পর্যন্ত গ্রহণ করবে না ? ॥২॥

ইন্দ্রমিত্থা গিরো মমাচ্ছাগুরিষিতা ইতঃ ।
আবৃতে সোমপীতয়ে ॥৩॥

ইন্দ্রের প্রতি আমার স্তুতিসকল এইভাবে গমন করেছে এই স্থান হতে দ্রুত প্রেরিত হয়ে তাঁকে সোমপানের প্রতি নিবর্তিত করবার জন্য ॥৩॥

ইন্দ্রং সোমস্য পীতয়ে স্তোমৈরিহ হবামহে ।
উক্থেভিঃ কুবিদাগমৎ ॥৪॥

স্তুতি দ্বারা ইন্দ্রকে সোমপানের জন্য এই স্থানে আহ্বান করি। তিনি কি সত্যই প্রশস্তি দ্বারা এইস্থান অভিমুখে আগমন করবেন? ॥৪॥

ইন্দ্র সোমাঃ সুতা ইমে তান্ দধিষ্ব শতক্রতো ।
জঠরে বাজিনীবসো ॥৫॥

ইন্দ্র! এই সকল অভিষুত সোমরসকে তোমার উদরে স্থাপন কর। হে শত কর্মের সম্পাদক, তুমি অশ্বের/ধনের প্রাচুর্যে সমৃদ্ধ ॥৫॥

বিদ্মা হি ত্বা ধনংজয়ং বাজেষু দধৃষং কবে ।
অধা তে সুম্নমীমহে ॥৬॥

হে ক্রান্তদর্শিন! আমরা তোমাকে সম্পদবিজেতা রূপে জ্ঞাত আছি; তুমি সংগ্রামে দুর্ধর্ষ, সেই জন্যই আমরা তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করি ॥৬॥

ইমমিন্দ্র গবাশিরং যবাশিরং চ নঃ পিব ।
আগত্যা বৃষভিঃ সুতম্ ॥৭॥

বলিষ্ঠ অশ্ব সকল দ্বারা (বাহিত হয়ে) আগমন করে আমাদের এই অভিষুত গব্য (দধি-দুগ্ধ) ও যব (শস্য) মিশ্রিত সোম পান কর ইন্দ্র ॥৭॥

তুভ্যেদিন্দ্র স্ব ওক্যে সোমং চোদামি পীতয়ে।
এষ রারন্তু তে হৃদি ॥৮॥

হে ইন্দ্র, পান করার জন্য তোমার নিজগৃহে আমি সোমরস প্রেরণ করি; এই রস যেন তোমার অন্তরকে আনন্দময় করে ।।৮।।

ত্বাং সুতস্য পীতয়ে প্রত্নমিন্দ্র হবামহে।
কুশিকাসো অবস্যবঃ ॥৯॥

ইন্দ্র, অতীতকালের ন্যায় তোমাকে আমরা সুত (সোমরস) পান করার জন্য আহ্বান করি; আমরা কুশিক বংশীয়গণ তোমার আনুকূল্য প্রার্থনা করি ।।৯।।

(সূক্ত-৪৩)

ইন্দ্র দেবতা। গাথিনো বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৮।

আ যাহ্যর্বাঙুপবন্ধুরেষ্ঠাস্তবেদনু প্রদিবঃ সোমপেয়ম্।
প্রিয়া সখায়া বি মুচোপ বর্হিস্ত্বামিমে হব্যবাহো হবন্তে ॥১॥

রথের আসনে স্থিত হয়ে, এইস্থানে, সমীপে আগমন কর। পুরাতন কাল হতে সোম তোমারই পানীয় (রূপে স্বীকৃত)। তোমার প্রিয় সহচরযুগলকে কুশের প্রতিবন্ধন মুক্ত করে দাও। এই সকল হব্যবাহক (ঋত্বিক) তোমাকে আহ্বান করছেন ।।১।।

আ যাহি পূর্বীরতি চর্ষণীরাঁ অর্য আশিষ উপ নো হরিভ্যাম্।
ইমা হি ত্বা মতয়ঃ স্তোমতষ্টা ইন্দ্র হবন্তে সখ্যং জুষাণাঃ ॥২॥

মানবসকলকে অতিক্রম করে, তোমার পিঙ্গল অশ্বদ্বয় সহ এইস্থানের অভিমুখে আমাদের আনুগত্যের প্রতি আগমন কর। কারণ আমাদের এই সকল স্তোত্র তোমাকে আহ্বান করছে, হে ইন্দ্র! প্রশংসার উদ্দেশে নির্মিত এই সকল স্তোত্র তোমার মিত্রতা অভিলাষ করে ।।২।।

আ নো যজ্ঞং নমোবৃধং সজোষা ইন্দ্র দেব হরিভির্যাহি তূয়ম্।
অহং হি ত্বা মতিভির্জোহবীমি ঘৃতপ্রয়াঃ সধমাদে মধূনাম্ ॥৩॥

এইস্থানে —আমাদের শ্রদ্ধাযোগে সমৃদ্ধ যজ্ঞের অভিমুখে, হে ইন্দ্র দেবতা, তোমার পিঙ্গল অশ্বদ্বয় সহ শীঘ্র আগমন কর। কারণ আমার ধী সহযোগে ঘৃতযুক্ত অন্ন (আহুতি) দিয়ে তোমাকে আহ্বান করতে থাকি, একত্রে মধুর (পানীয়ের) উৎসবে ।।৩।।

আ চ ত্বামেতা বৃষণা বহাতো হরী সখায়া সুধুরা স্বঙ্গা।
ধানাবদিন্দ্রঃ সবনং জুষাণঃ সখা সখ্যুঃ শৃণবদ্ বন্দনানি ॥৪॥

এই স্থানে যেন এই বলবান পিঙ্গল অশ্বদ্বয় তোমাকে বহন করে আনে, সেই দুই সুদেহী প্রিয় সঙ্গী যারা সুষ্ঠুভাবে রথে যুক্ত; শস্যমিশ্রিত সবনের (আহুতি) উপভোগরত অবস্থায় হে ইন্দ্র, (আমাদের) মিত্র তুমি যেন তার মিত্র-র কৃত প্রশস্তি শ্রবণ কর ।।৪।।

কুবিন্মা গোপাং করসে জনস্য কুবিদ্ রাজানং মঘবন্নৃজীষিন্।
কুবিন্ম ঋষিং পপিবাংসং সুতস্য কুবিন্মে বস্বো অমৃতস্য শিক্ষাঃ ॥৫॥

তুমি কি সত্যই আমাকে সকল মানবের নেতা করবে? তুমি কি সত্যই (আমাকে) প্রভু (করবে)? হে (সোমপানে) উচ্ছ্বসিত মঘমন্! তুমি কি সত্য সত্যই আমাকে সুত সোমপানকারী মেধাবী কবি (করবে)? তুমি কি আমার প্রতি অক্ষয় সম্পদ দান করবে না ।।৫।।

আ ত্বা বৃহন্তো হরয়ো যুজানা অর্বাগিন্দ্র সধমাদো বহন্তু।
প্র যে দ্বিতা দিব ঋঞ্জন্ত্যাতাঃ সুসম্মৃষ্টাসো বৃষভস্য মূরাঃ ॥৬॥

হে ইন্দ্র! এই স্থানের প্রতি যেন তোমার বিপুল (দেহী) হরী (অশ্ব)দ্বয় (রথে) সংযোজিত অবস্থায় একইসঙ্গে উৎফুল্ল হয়ে তোমাকে নিকটে বহন করে, যারা পুনরায় একবার স্বর্গের দূরতম সীমা রেখাকে প্রসারিত করে, সেই বলবানের প্রাণোচ্ছল এবং সুশিক্ষিত (অশ্বদ্বয়) ।।৬।।

টীকা— প্র যে দ্বিতা...ইত্যাদি সায়ণ ভাষ্য অনুসারে অর্থ—ফলবর্ষণকারী ইন্দ্রের শত্রু বিনাশক (অশ্বগুলি) (ইন্দ্র কর্তৃক পৃষ্ঠদেশে) সংস্পৃষ্ট এবং স্বর্গ হতে আগমন করে, দিকসমূহকে দ্বিধাবিভক্ত করে।

ইন্দ্র পিৰ বৃষধূতস্য বৃষ্ণ আ যং তে শ্যেন উশতে জভার ।
যস্য মদে চ্যাবয়সি প্র কৃষ্টীর্যস্য মদে অপ গোত্রা ববর্থ ॥৭॥

বলবান (ঋত্বিক/প্রস্তর) কর্তৃক অভিষুত তীব্র (সোম) পান কর যে (সোম) ঈগল পক্ষী কাময়মান তোমার জন্য এই স্থানে বহন করে এনেছিলেন, যার মাদকতার সাহায্যে তুমি গোষ্ঠীসকলকে উত্তেজিত করে থাক, যাদের উত্তেজনার কারণে তুমি গাভীদের আশ্রয়স্থলসকল উদ্‌ঘাটিত করেছিলে ।।৭।।

টীকা—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৩.১৩) বলা হয়েছে পূর্বকালে সোমলতা কেবলমাত্র স্বর্গে জন্মাত। দেবতা ও ঋষিগণের অনুরোধে ছন্দসকল পাখির রূপ ধরে সোমকে মর্তে আনয়ন করেন। এই কাজে কেবল শ্যেন রূপিণী গায়ত্রী ছন্দ সফল হয়েছিলেন।

শুনং হুবেম মঘবানমিন্দ্রমস্মিন্ ভরে নৃতমং বাজসাতৌ ।
শৃণ্বন্তমুগ্রমূতয়ে সমৎসু ঘ্নন্তং বৃত্রাণি সংজিতং ধনানাম্ ॥৮॥

সেই বদান্য ইন্দ্রকে কল্যাণকরকে আহ্বান করি, যিনি সম্পদ জয়ের যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ বীর; সেই বলবান যিনি অবধান করেন, যুদ্ধে সুরক্ষার জন্য তাঁকে (আহ্বান করি) যিনি বাধা বিচূর্ণ করেন, যিনি সম্পদবিজয়ী ।।৮।।

(সূক্ত-৪৪)

ইন্দ্র দেবতা। গাথিনো বিশ্বামিত্র ঋষি। বৃহতী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৫।

অয়ং তে অস্তু হর্যতঃ সোম আ হরিভিঃ সুতঃ ।
জুষাণ ইন্দ্র হরিভির্ন আ গহ্যা তিষ্ঠ হরিতং রথম্ ॥১॥

যেন এই আনন্দজনক সোমরস তোমার জন্য সুবর্ণ বর্ণের (প্রস্তর) দ্বারা নিষ্পেষিত হয়ে থাকে। উৎফুল্ল অবস্থায়, ইন্দ্র, আমাদের অভিমুখে তোমার কপিশ অশ্বযোগে আগমন কর। তোমার স্বর্ণবর্ণ রথে আরোহণ কর ।।১।।

হর্যন্নুষসমর্চয়ঃ সূর্যং হর্যন্নরোচয়ঃ ।
বিদ্বাংশ্চিকিত্বান্ হর্যশ্ব বর্ধস ইন্দ্র বিশ্বা অভি শ্রিয়ঃ ॥২॥

আনন্দিত অবস্থায় তুমি উষাকে জ্যোতির্ময়ী করেছ; আনন্দিত অবস্থায়, তুমি সূর্যকে দীপ্তিমান করেছ; ইন্দ্র, জ্ঞানবান ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন অবস্থায় সকল ঐশ্বর্যের অধিক হয়ে তুমি সমৃদ্ধি বিস্তার কর, হে কপিশ অশ্বের অধিপতি ।।২।।

দ্যামিন্দ্রো হরিধায়সং পৃথিবীং হরিবর্পসম্ ।
অধারয়দ্ধরিতোর্ভূরি ভোজনং যযোরন্তর্হরিশ্চরৎ ॥৩॥

দ্যুলোককে তার স্বর্ণাভ কিরণজালের সঙ্গে, ভূলোককে তার স্বর্ণাভ আকৃতির সঙ্গে ইন্দ্র দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছিলেন এবং সেই স্বর্ণবর্ণ যুগলকে সুপ্রচুর খাদ্যাদি দান করেছিলেন, যে যুগলের মধ্যদেশে সুবর্ণময় (সূর্য) বিচরণ করেন ।।৩।।

জজ্ঞানো হরিতো বৃষা বিশ্বমা ভাতি রোচনম্ ।
হর্যশ্বো হরিতং ধত্ত আয়ুধমা বজ্রং ৰাহ্বোর্হরিম্ ॥৪॥

জন্মমাত্রেই, সেই স্বর্ণবর্ণ বৃষ (সূর্যরূপী ইন্দ্র) সমগ্র আলোকময় লোকে দীপ্তি বিকীরণ করেন। স্বর্ণাভ অশ্বের (প্রভু) তিনি স্বর্ণময় অস্ত্র ধারণ করেন, তাঁর দুই হস্তে স্বর্ণময় বজ্র (ধৃত) ।।৪।।

ইন্দ্রো হর্যন্তমর্জুনং বজ্রং শুক্রৈরভীবৃতম্ ।
অপাবৃণোদ্ধরিভিরদ্রিভিঃ সুতমুদ্ গা হরিভিরাজত ॥৫॥

ইন্দ্র সেই যে, উজ্জ্বলবর্ণ, প্রার্থিত বজ্রকে আলোক(শিখা) দ্বারা সজ্জিত উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন, স্বর্ণাভ প্রস্তরমথিত সোমরসকে উন্মোচিত করেছিলেন, তিনি কপিশ (অশ্ব) দ্বারা গাভী সকলকে পরিচালনা করেছিলেন ।।৫।।

(সূক্ত-৪৫)

ইন্দ্র দেবতা। গাথিনো বিশ্বামিত্র ঋষি। বৃহতী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৫।

আ মন্দ্রৈরিন্দ্র হরিভির্যাহি ময়ূররোমভিঃ ।
মা ত্বা কে চিন্নি যমন্বিং ন পাশিনো হতি ধন্বেব তাঁ ইহি ॥১॥

হে ইন্দ্র তোমার আনন্দকর পিঙ্গল অশ্ব, যাদের রোম/কেশ ময়ূরের পক্ষের অনুরূপ, তাদের মাধ্যমে (আমাদের) অভিমুখে আগমন কর। কেউ যেন তোমার গতি রোধ করতে না পারে যেমন ভাবে ব্যাধ বিহঙ্গমকে (অবরুদ্ধ) করে। তাদের অতিক্রম করে যাও যেভাবে অনুর্বর/মরু প্রদেশকে (লোকে ত্যাগ করে) ।।১।।

বৃত্রখাদো বলংরুজঃ পুরাং দর্মো অপামজঃ ।
স্থাতা রথস্য হর্যোরভিস্বর ইন্দ্রো দৃলহা চিদারুজঃ ।।২।।

যিনি বৃত্রবিনাশক, বল/মেঘ বিদারণকারী, দুর্গ বিচূর্ণকারী, জলরাশিকে যিনি গতি দিয়েছেন, রথারূঢ়, উভয় হরী অশ্বকে আহ্বানকারী সেই ইন্দ্র অত্যন্ত দৃঢ়স্থিত বস্তুকেও ভগ্ন করে থাকেন ।।২।।

গম্ভীরাঁ উদধীঁরিব ক্রতুং পুষ্যসি গা ইব ।
প্র সুগোপা যবসং ধেনবো যথা হ্রদং কুল্যা ইবাশত ।।৩।।

পরিপূর্ণ গভীর জলাশয়ের ন্যায় তোমার শক্তিকে তুমি লালন কর যেমন গাভীযূথকে (লালন করা হয়); যেমন ভাবে গাভীযূথ গোপালক দ্বারা সুরক্ষিত ভাবে চারণ ক্ষেত্রে (গমন করে), ঝর্ণাগুলি যেমন ভাবে হ্রদে (উপনীত হয়) (সেইভাবে তোমার কর্মসকল) পরিপূর্ণতা লাভ করে ।।৩।।

আ নস্তুজং রয়িং ভরাংশং ন প্রতিজানতে ।
বৃক্ষং পক্বং ফলমঙ্কীব ধূনুহীন্দ্র সংপারণং বসু ।।৪।।

তুমি আমাদের বলসমৃদ্ধ সম্পদ দান কর, যেমনভাবে যে (গ্রহীতা) (দানকে) স্বীকৃতি দিয়ে থাকে তাকে অংশভাগী করা হয়; যেমনভাবে অঙ্কুশ দ্বারা বৃক্ষ হতে পক্ক ফল সংগ্রহ করা হয় সেই রূপে ইন্দ্র আমাদের জন্য আকাঙ্ক্ষা অনুরূপ ধন প্রেরিত কর ।।৪।।

স্বয়ুরিন্দ্র স্বরালসি স্মদ্দিষ্টিঃ স্বয়শস্তরঃ ।
স বাবৃধান ওজসা পুরুষ্টুত ভবা নঃ সুশ্রবস্তমঃ ।।৫।।

হে ইন্দ্র তুমি স্বশাসক, সার্বভৌমরাজ্য এবং শ্রেষ্ঠ নায়ক, সর্বোত্তম যশোমণ্ডিত। শক্তিতে সমৃদ্ধ হয়ে, হে বহুধাস্তত (ইন্দ্র), তুমি আমাদের আহ্বান ক্ষিপ্র ভাবে শ্রবণ কর ।।৫।।

(সূক্ত-৪৬)

ইন্দ্র দেবতা। গাথিনো বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৫।

যুধ্মস্য তে বৃষভস্য স্বরাজ উগ্রস্য যূনঃ স্থবিরস্য ঘৃষ্বেঃ ।
অজূর্যতো বজ্রিণো বীর্যাণীন্দ্র শ্রুতস্য মহতো মহানি ।।১।।

যে তুমি যোদ্ধা, বলবান (/ফলবর্ষী), একচ্ছত্র রাজা, ঘোররূপ, (একাধারে) নবীন তথা বয়োবৃদ্ধ, দুধর্ষ সেই তোমার, অক্ষয় বজ্রধারীর, খ্যাতিমানের, মহিমাময়ের পৌরুষ(দৃপ্ত) কর্ম সকল মহান ।।১।।

মহাঁ অসি মহিষ বৃষ্ণ্যেভির্ধনস্পৃদুগ্র সহমানো অন্যান্ ।
একো বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা স যোধয়া চ ক্ষয়য়া চ জনান্ ।।২।।

তুমি মাননীয় এবং মহাবলশালী (মহিষ), তোমার ফল বর্ষণের ক্ষমতার দ্বারা তুমি ধন জয় কর এবং হে ভয়ংকর তুমি অপর সকলকে অভিভূত কর। সমস্ত জগতের অদ্বিতীয় অধিপতি; তুমি মানবগণকে যুদ্ধে প্রেরণ কর (আবার) শান্তিতে স্থিত কর ।।২।।

প্র মাত্রাভী রিরিচে রোচমানঃ প্র দেবেভির্বিশ্বতো অপ্রতীতঃ ।
প্র মজ্মনা দিব ইন্দ্রঃ পৃথিব্যাঃ প্রোরোর্মহো অন্তরিক্ষাদৃজীষী ।।৩।।

জ্যোতির্ময় তিনি সকল মাপককে অতিক্রম করেন; সর্বদিক হতে (তিনি) দেবতাদের দ্বারা প্রকৃষ্টভাবে তুলনারহিত। প্রাণোচ্ছল ইন্দ্র তাঁর মহিমা দ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোককে এবং বিস্তৃত ও বিপুল অন্তরিক্ষলোককে একত্রে অতিক্রম করেন ।।৩।।

উরুং গভীরং জনুষাভ্যুগ্রং বিশ্বব্যচসমবতং মতীনাম্ ।
ইন্দ্রং সোমাসঃ প্রদিবি সুতাসঃ সমুদ্রং ন স্রবত আ বিশন্তি ।।৪।।

বিস্তীর্ণ, গভীর, আজন্ম যিনি উগ্র শক্তিধর, সকলকে অভিভবকারী, সুবুদ্ধির আধার-স্বরূপ সেই ইন্দ্রকে প্রত্যূষকালে সুত সোমরস যেন সংগত হয় যেমনভাবে নদীসকল সমুদ্রে প্রবেশ করেন ।।৪।।

যং সোমমিন্দ্র পৃথিবীদ্যাবা গর্ভং ন মাতা ৰিভৃতস্ত্বায়া ।
তং তে হিন্বন্তি তমু তে মৃজন্ত্যধ্বর্যবো বৃষভ পাতবা উ ॥৫॥

যে সোমকে স্বর্গ ও পৃথিবী বহন করে যেমন করে জননী বহন করেন ভ্রূণকে; তোমার প্রত্যাশায় সেই (সোম)কে অধ্বর্যুগণ তোমার উদ্দেশে প্রেরণ করেন, হে অভীষ্টবর্ষক/বলিষ্ঠ! তোমার পান করার জন্য তাকে শোধন করেন ॥৫॥

(সূক্ত-৪৭)

ইন্দ্র দেবতা। গাথিনো বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৫।

মরুত্বাঁ ইন্দ্র বৃষভো রণায় পিৰা সোমমনুষ্বধং মদায় ।
আ সিঞ্চস্ব জঠরে মধ্ব উর্মিং ত্বং রাজাসি প্রদিবঃ সুতানাম্ ॥১॥

মরুৎগণ সহ, হে ইন্দ্র, অভীষ্টবর্ষক তুমি, আনন্দের জন্য, মত্ততার জন্য তোমার রীতি অনুসারে সোম পান কর। মধু(রসের) ঢেউ তোমার উদরে সেচন কর। অতীত দিন হতে তুমি এই সুত (সোমের) অধীশ্বর ॥১॥

সজোষা ইন্দ্র সগণো মরুদ্ভিঃ সোমং পিৰ বৃত্রহা শূর বিদ্বান্ ।
জহি শত্রূঁরপ মৃধো নুদস্বাথাভয়ং কৃণুহি বিশ্বতো নঃ ॥২॥

মরুৎগণের সাহচর্যে ইন্দ্র যুগপৎ উপভোগ করতে করতে হে বীর, বৃত্র হন্তা, বিদ্বান। ইন্দ্র সোম পান কর, বিপক্ষকে চূর্ণ কর, অত্যাচারীদের অপসারিত কর এবং সর্বদিক হতে আমাদের নির্ভয় কর ॥২॥

উত ঋতুভির্ঋতুপাঃ পাহি সোমমিন্দ্র দেবেভিঃ সখিভিঃ সুতং নঃ ।
যাঁ আভজো মরুতো যে ত্বা ন্বহন্ বৃত্রমদধুস্তুভ্যমোজঃ ॥৩॥

যথাবিহিতকালে (সোম) পানকারী ইন্দ্র, (বিহিত/যজ্ঞীয়) সময় অনুসারে আমাদের দ্বারা সুত সোম তোমার মিত্রগণ ও দেবগণ (মরুৎগণ)সহ পান কর; যে মরুৎগণকে তুমি অংশভাগী করেছ, যাঁরা তোমার অনুসরণ করেছেন তুমি বৃত্রকে বধ করেছ; তাঁরা তোমাতে বল নিহিত করেছেন ॥৩॥

যে ত্বাহিহত্যে মঘবন্নবর্ধন্ যে শাম্বরে হরিবো যে গবিষ্টৌ ।
যে ত্বা নূনমনুমদন্তি বিপ্রাঃ পিবেন্দ্র সোমং সগণো মরুদ্ভিঃ ॥৪॥

যাঁরা তোমাকে অহিহননে শক্তিমান করেছেন হে ধনবান ইন্দ্র; যাঁরা শম্বরের সঙ্গে যুদ্ধে, যাঁরা গাভী সকলের অন্বেষণকালে, হে হরী (অশ্ব) যুক্ত, যে ক্রান্তদর্শী কবিগণ তোমাকে এখন প্রশস্তি করছেন, হে ইন্দ্র, সেই মরুৎগণের সঙ্গে একত্রে সোম পান কর ॥৪॥

মরুত্বন্তং বৃষভং বাবৃধানমকবারিং দিব্যং শাসমিন্দ্রম্ ।
বিশ্বাসাহমবসে নূতনায়োগ্রং সহোদামিহ তং হুবেম ॥৫॥

সেই মরুৎগণের সহচর, অভীষ্টবর্ষক সমৃদ্ধি লাভ করতে করতে যিনি উদার ভাবে দান করেন, সেই দিব্য শাসক ইন্দ্র, যিনি শক্তিমান ও শক্তিদাতা, সর্ববিজেতা, তাঁকেই আমরা বর্তমানে সহায়তার জন্য আহ্বান করি ॥৫॥

টীকা—সায়ণ—অকবারিম্—শত্রুরহিত।

(সূক্ত-৪৮)

ইন্দ্র দেবতা। গাথিনো বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৫।

সদ্যো হ জাতো বৃষভঃ কনীনঃ প্রভর্তুমাবদন্ধসঃ সুতস্য ।
সাধোঃ পিৰ প্রতিকামং যথা তে রসাশিরঃ প্রথমং সোম্যস্য ॥১॥

জন্ম মাত্রেই সেই বলবান তরুণ নিষ্পেষিত সোমরসের হবিঃর প্রতি আগ্রহী হয়েছিলেন। স্বচ্ছন্দে পান কর—যথেচ্ছানুসারে, (অন্য দেবতাদের) পূর্বে সেই মিশ্রিত সোমের নির্যাস তোমারই ॥১॥

যজ্জায়থাস্তদহরস্য কামেংশোঃ পীযূষমপিবো গিরিষ্ঠাম্ ।
তং তে মাতা পরি যোষা জনিত্রী মহঃ পিতুর্দম আসিঞ্চদগ্রে ॥২॥

যখন তুমি জন্মলাভ করেছিলে সেই দিবসে এই (সোমের) আকাঙ্ক্ষায় তুমি পর্বতে জাত লতার নির্যাস পান করেছিলে। তোমার জন্মদাত্রী যুবতী মাতা তোমার জন্য এই রস প্রথমবার তোমার মহান পিতার নিবাসের চতুর্দিকে সিঞ্চন করেছিলেন ।।২।।

টীকা— তোমার পিতা—পরবর্তী পুরাণও সায়ণের মতে কাশ্যপ। কিন্তু Griffith মনে করেন এখানে ত্বষ্টার কথা বলা হয়েছে।

উপস্থায় মাতরমন্নমৈট্ট তিগ্মমপশ্যদভি সোমমূধঃ ।
প্রযাবয়ন্নচরদ্ গৃৎসো অন্যান্ মহানি চক্রে পুরুধপ্রতীকঃ ॥৩।।

খাদ্যের সন্ধানে তিনি মাতার নিকটে উপস্থিত হয়েছিলেন; তিনি (মাতার) বক্ষদেশে সেই তীব্র সোমরস দেখেছিলেন, সাগ্রহে তিনি অগ্রসর হলেন অপর সকলকে অপসারিত করে; বিবিধ রূপ ধারণ করে তিনি স্বয়ং মহৎ (কার্যসকল) সম্পাদন করেছিলেন ।।৩।।

উগ্রস্তুরাষালভিভূত্যোজা যথাবশং তন্বং চক্র এষঃ ।
ত্বষ্টারমিন্দ্রো জনুষাভিভূয়াঽঽমুষ্যা সোমমপিবচ্চমূষু ॥৪।।

ঘোররূপ, ক্ষিপ্র যোদ্ধা, সর্বজয়ী শক্তির অধিকারী তিনি স্বেচ্ছানুসারে দেহকে নির্মাণ করেছিলেন। তার জন্মকাল হতেই ইন্দ্র ত্বষ্টাকে জয় করে, সোমকে বহন করেছিলেন এবং (যজ্ঞীয়) পাত্রসকল হতে পান করেছিলেন ।।৪।।

শুনং হুবেম মঘবানমিন্দ্রমস্মিন্ ভরে নৃতমং বাজসাতৌ ।
শৃণ্বন্তমুগ্রমূতয়ে সমৎসু ঘ্নন্তং বৃত্রাণি সংজিতং ধনানাম্ ॥৫।।

সেই বদান্য ইন্দ্রকে, কল্যাণকরকে আহ্বান করি, যিনি সম্পদ জয়ের যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ বীর; সেই বলবান যিনি অবধান করেন, যিনি বাধা বিচূর্ণ করেন, যিনি সম্পদবিজয়ী যুদ্ধে সুরক্ষার জন্য তাঁকে (আহ্বান করি) ।।৫।।

(সূক্ত-৪৯)

ইন্দ্র দেবতা। গাথিনো বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৫।

শংসা মহামিন্দ্রং যস্মিন্ বিশ্বা আ কৃষ্টয়ঃ সোমপাঃ কামমব্যন্ ।
যং সুক্রতুং ধিষণে বিভ্বতষ্টং[১] ঘনং বৃত্রাণাং জনয়ন্ত দেবাঃ ॥১।।

আমি মহান ইন্দ্রের প্রশস্তি করব, যাঁর প্রতি সকল সোমপায়ী জনগোষ্ঠী তাঁদের আকাঙ্ক্ষাকে প্রেরণ করেন। যিনি শোভনকর্মা, বিভু (ব্রহ্মা?/প্রভু?) দ্বারা নির্মিত, যাঁকে দুই পবিত্রস্থান (স্বর্গ ও পৃথিবী) এবং দেবগণ বৃত্রের/ বাধা সকলের বিনাশক রূপে সৃষ্টি করেছেন ।।১।।

১. বিভ্বতষ্টম্—ঋভুগণের অন্যতম বিভু যাঁকে জগতের প্রভুত্বের জন্য নির্মাণ করেছেন—সায়ণাচার্য।

যং নু নকিঃ পৃতনাসু স্বরাজং দ্বিতা তরতি নৃতমং হরিষ্ঠাম্ ।
ইনতমঃ সত্বভির্যো হ শূষৈঃ পৃথুজ্রয়া অমিনাদায়ুর্দস্যোঃ ॥২।।

যিনি শ্রেষ্ঠ বীর এবং একচ্ছত্র অধিপতি, পিঙ্গল অশ্বদ্বয়ের উপরে স্থিত, যাঁকে পূর্বকালে বা ইদানীংকালে যুদ্ধে কেউ পরাজিত করতে পারে না, যিনি বলবত্তম, সেই বহুবিস্তৃত (ইন্দ্র) তাঁর শক্তিমান যোদ্ধৃগণসহ দস্যুর জীবৎকালকে সংক্ষেপিত করেছেন ।।২।।

সহাবা পৃৎসু তরণির্নার্বা ব্যানশী রোদসী মেহনাবান্ ।
ভগো ন কারে হব্যো মতীনাং পিতেব চারুঃ সুহবো বয়োধাঃ ॥৩।।

যুদ্ধে ক্ষিপ্রগামী অশ্বের ন্যায় জয়শীল, উভয়লোকে বিচরণশীল, বদান্য দাতা, যুদ্ধকালে যাঁকে ভগের ন্যায় ধীযোগে আহ্বান করা হয় তিনি পিতার ন্যায় প্রিয়জন, সহজে আহ্বানের যোগ্য এবং শক্তিদাতা ।।৩।।

ধর্তা দিবো রজসস্পৃষ্ট ঊর্ধ্বো রথো ন বায়ুর্বসুভির্নিযুত্বান্ ।
ক্ষপাং বস্তা জনিতা সূর্যস্য বিভক্তা ভাগং ধিষণেব বাজম্ ॥৪।।

তিনি দ্যুলোককে, অন্তরিক্ষলোকের উপরিতলকে ঊর্দ্ধে (দৃঢ়ভাবে) ধারণ করে থাকেন, বসুগণের (মরুৎ?) সঙ্গে তিনি নিযুক্ত (বাহিত) রথের মতো বিচরণ করেন যেমন ভাবে বায়ু (করে থাকেন)। রাত্রিকালকে উদ্ভাসনকারী সেই সূর্যের স্রষ্টা, পবিত্র ভূমির (বেদির) ন্যায় সম্পদ ও অন্নের অংশ বিভাজন করে থাকেন ।।৪।।

টীকা—নিযুত—বায়ুর অশ্বসকল।

শুনং হুবেম মঘবানমিন্দ্রমস্মিন্ ভরে নৃতমং বাজসাতৌ ।
শৃণ্বন্তমুগ্রমূতয়ে সমৎসু ঘ্নন্তং বৃত্রাণি সংজিতং ধনানাম্ ॥৫॥

সেই বদান্য ইন্দ্রকে, কল্যাণকরকে আহ্বান করি, যিনি সম্পদ জয়ের যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ বীর; সেই বলবান যিনি অবধান করেন, যিনি বাধা বিচূর্ণ করেন, যিনি সম্পদবিজয়ী যুদ্ধে সুরক্ষার জন্য তাঁকে (আহ্বান করি) ।।৫।।

(সূক্ত-৫০)

ইন্দ্র দেবতা। গাথিনো বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৫।

ইন্দ্রঃ স্বাহা পিবতু যস্য সোম আগত্যা তুম্রো বৃষভো মরুত্বান্ ।
ওরুব্যচাঃ পৃণতামেভিরন্নৈরাস্য হবিস্তন্বঃ কামমৃধ্যাঃ ॥১॥

ইন্দ্র যেন স্বাহা(কার সহযোগে) পান করেন যাঁর জন্য সোমরস। (অথবা ইন্দ্র যেন এই স্বাহাকৃত সোমরস—আহুতি পান করেন, এই রস তাঁর জন্য)। সেই অতিশক্তিধর অভীষ্টবর্ষক যেন মরুৎগণসহ এই স্থান (যজ্ঞ) অভিমুখে আগমন করেন। বহুদূরব্যাপী সেই (ইন্দ্র) যেন এইসকল হব্য দ্বারা পূর্ণ হয়ে থাকেন। যেন এই হব্য তাঁর দেহের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে ।।১।।

আ তে সপর্যূ জবসে যুনজ্মি যয়োরনু প্রদিবঃ শ্রুষ্টিমাবঃ ।
ইহ ত্বা ধেয়ুর্হরয়ঃ সুশিপ্র পিবা ত্বস্য সুষুতস্য চারোঃ ॥২॥

আমি তোমাকে শীঘ্র (আনয়নের উদ্দেশে) এই দুই প্রত্যয়যোগ্য অশ্বকে যোজনা করি, যাদের বিশ্বস্ততা অতীতের দিনগুলি হতেই তোমার প্রিয়; সেই পিঙ্গল অশ্বগুলি তোমাকে এইস্থানে সন্নিবেশিত করবে। শোভন হনূদেশের (/শিরস্ত্রাণের) অধিকারী, হে ইন্দ্র, এই মনোহর এবং সুষ্ঠু সুত সোমরস পান কর ।।২।।

গোভির্মিমিক্ষুং দধিরে সুপারমিন্দ্রং জ্যৈষ্ঠ্যায় ধায়সে গৃণানাঃ ।
মন্দানঃ সোমং পপিবাঁ ঋজীষিন্ৎসমস্মভ্যং পুরুধা গা ইষণ্য ॥৩॥

স্তুতিরত (ঋত্বিগ্/যজমানগণ) গব্যাদি (দধিদুগ্ধ) সহ (সোমরসের) সংমিশ্রণের অভিলাষী ইন্দ্রকে, শোভনদাতাকে, সমৃদ্ধ করার জন্য স্থাপনা করেছেন। সোমপান করে উৎফুল্ল অবস্থা, হে দুর্দমনীয় (ইন্দ্র)— আমাদের প্রতি অপর্যাপ্ত গোধন প্রেরণ কর। অথবা (ইন্দ্রকে) স্তুতি করতে করতে (ঋত্বিগ্গণ) গাভীর (দুগ্ধের) সঙ্গে সংমিশ্রণের অভিলাষে (সোমকে) স্থাপনা করেছেন, ইন্দ্রকে, শোভনদাতাকে প্রাধান্যের সঙ্গে, বর্ধিত করার জন্য । ইত্যাদি—(Jamison) ও সায়ন ভাষ্য ।।৩।।

ইমং কামং মন্দয়া গোভিরশ্বৈশ্চন্দ্রবতা রাধসা পপ্রথশ্চ ।
স্বর্যবো মতিভিস্তুভ্যং বিপ্রা ইন্দ্রায় বাহঃ কুশিকাসো অক্রন্ ॥৪॥

এই প্রার্থনাকে গাভীদ্বারা, অশ্ব দ্বারা সমুজ্জ্বল সম্পদের সহযোগে তৃপ্ত কর এবং প্রসারিত কর। প্রাজ্ঞ কুশিকগণ স্বর্গের আকাঙ্ক্ষায়, তাঁদের অনুপ্রেরিত চিন্তাসহ তোমার উদ্দেশে স্তুতি নিবেদন করেন, হে ইন্দ্র ।।৪।।

শুনং হুবেম মঘবানমিন্দ্রমস্মিন্ ভরে নৃতমং বাজসাতৌ ।
শৃণ্বন্তমুগ্রমূতয়ে সমৎসু ঘ্নন্তং বৃত্রাণি সংজিতং ধনানাম্ ॥৫॥

সেই বদান্য ইন্দ্রকে, কল্যাণকরকে আহ্বান করি, যিনি সম্পদ জয়ের যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ বীর; সেই বলবান যিনি অবধান করেন, যিনি বাধা বিচূর্ণ করেন, যিনি সম্পদবিজয়ী যুদ্ধে সুরক্ষার জন্য তাঁকে (আহ্বান করি) ।।৫।।

(সূক্ত-৫১)

ইন্দ্র দেবতা। গাথিনো বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, ১-৩ জগতী, ১০-১২গায়ত্রী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১২।

চর্ষণীধৃতং মঘবানমুক্থ্যমিন্দ্রং গিরো বৃহতীরভ্যনূষত ।
বাবৃধানং পুরুহূতং সুবৃক্তিভিরমর্ত্যং জরমাণং দিবেদিবে ॥১॥

বহুতর মহনীয় স্তুতি ইন্দ্রের প্রতি ঘোষিত হয়েছে, যিনি মনুষ্যগণের ধারক, সম্পদের অধিপতি এবং প্রশস্তির যোগ্য—যিনি বর্ধনশীল, সুষ্ঠু-নির্মিত (স্তুতিগুলির) মাধ্যমে বারংবার আহূত হয়ে থাকেন, যিনি মৃত্যুরহিত এবং প্রত্যহ স্তুত হয়ে থাকেন অথবা প্রত্যহ সকলকে জাগরিত করেন ।।১।।

শতক্রতুমর্ণবং শাকিনং নরং গিরো ম ইন্দ্রমুপ যন্তি বিশ্বতঃ ।
বাজসনিং পূর্ভিদং তূর্ণিমপ্তুরং ধামসাচমভিষাচং স্বর্বিদম্ ॥২॥

যিনি শত শক্তির অধিপতি/(শত কর্মের সম্পাদক), সমুদ্রতুল্য, দৃঢ়বল, বীর, যে ইন্দ্র ধনঞ্জয়, পুরধ্বংসী, শীঘ্র জলরাশিকে উত্তীর্ণ হয়ে থাকেন, যিনি প্রত্যয়যোগ্য এবং যশস্বী (যিনি) আলোককে (সূর্যকে) জ্ঞাত আছেন সেই ইন্দ্রের অভিমুখে সর্বদিক হতে আমার প্রশস্তিসকল উপস্থিত হয়ে থাকে।।২।।

আকরে বসোর্জরিতা পনস্যতে হনেহসঃ স্তুভ ইন্দ্রো দুবস্যতি ।
বিবস্বতঃ সদন আ হি পিপ্রিয়ে সত্রাসাহমভিমাতিহনং স্তুহি ॥৩॥

সম্পদের উৎসরূপ (ইন্দ্রের) স্তোতাও প্রশংসা লাভ করেন যেহেতু ইন্দ্র তাঁর অনবদ্য স্তোত্রসকলের কারণে অনুকূল থাকেন। তিনি বিবস্বানের আবাসস্থলে (যজ্ঞ গৃহে) প্রীত হয়ে থাকেন; সেই নিত্য বিজয়ী, বৈরী হন্তার যশোগান কর ।।৩।।

নৃণামু ত্বা নৃতমং গীর্ভিরুক্থৈরভি প্র বীরমর্চতা সবাধঃ ।
সং সহসে পুরুমায়ে জিহীতে নমো অস্য প্রদিব এক ঈশে ॥৪॥

মানবসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বীর, (স্তোতৃবৃন্দ) স্তুতিমন্ত্র ও প্রার্থনা দ্বারা ঐকান্তিকভাবে তোমার যশঃপ্রচার করে। বহুবিধ বিস্ময়কর ক্ষমতার অধিকারী তিনি নিজেকে শক্তির জন্য সুসংহত করেন। শ্রদ্ধা তাঁরই (জন্য)। পুরাকাল হতে তিনিই অদ্বিতীয় প্রভু ।।৪।।

পূর্বীরস্য নিষ্ষিধো মর্ত্যেষু পুরূ বসূনি পৃথিবী বিভর্তি ।
ইন্দ্রায় দ্যাব ওষধীরুতাপো রয়িং রক্ষন্তি জীরয়ো বনানি ॥৫॥

মানবগণকে তিনি অপর্যাপ্ত সম্পদ দান করেন; নানাবিধ রত্ন পৃথিবী (তাঁর জন্য) বহন করেন। ইন্দ্রের জন্য স্বর্গসকল, ওষধিগণ এবং চঞ্চল জলরাশি ও বনভূমি তাদের সম্পদকে সংরক্ষণ করে ।।৫।।

তুভ্যং ব্রহ্মাণি গির ইন্দ্র তুভ্যং সত্রা দধিরে হরিবো জুষস্ব ।
বোধ্যাপিরবসো নূতনস্য সখে বসো জরিতৃভ্যো বয়ো ধাঃ ॥৬॥

তোমারই জন্য ব্রহ্মস্তোত্রসকল, ইন্দ্র, তোমারই জন্য প্রশস্তি-সকল একত্রে নিবেদিত করা হয়েছে। হে হরী (অশ্ব) দ্বয়ের অধিপতি, উপভোগ কর। এই ক্ষণে যেন তুমি নূতনভাবে সহায়তা দান কর; হে উত্তম মিত্র, যারা তোমাকে স্তুতি করে তাদের প্রতি জীবনীশক্তি দান কর ।।৬।।

ইন্দ্র মরুত্ব ইহ পাহি সোমং যথা শার্যাতে অপিবঃ সুতস্য ।
তব প্রণীতী তব শূর শর্মন্না বিবাসন্তি কবয়ঃ সুযজ্ঞাঃ ॥৭॥

এইস্থানে হে ইন্দ্র, মরুৎগণসহ সোম পান কর যেমনভাবে তুমি শার্যাতের নিকট সুত (সোমরস) পান করেছিলে। তোমার নেতৃত্বে, তোমার সুরক্ষায় স্থিত হয়ে হে বীর, শোভন যজ্ঞের (অনুষ্ঠাতা) জ্ঞানী কবিগণ (তোমাকে) পরিচর্যা করেন ।।৭।।

টীকা—তব শর্মন্ আ-ভাষ্যান্তর তোমার প্রদত্ত সুখে স্থিত হয়ে।

স বাবশান ইহ পাহি সোমং মরুদ্ভিরিন্দ্র সখিভিঃ সুতং নঃ ।
জাতং যৎ ত্বা পরি দেবা অভূষন্ মহে ভরায় পুরুহূত বিশ্বে ॥৮॥

হে ইন্দ্র! যেমন সদ্যোজাত তোমাকে বেষ্টন করে সকল দেবগণ প্রবল যুদ্ধের জন্য সজ্জিত করেছিলেন, হে বারংবার স্তুত (দেবতা) (সেইভাবে) সাগ্রহ কামনার সঙ্গে তোমার মিত্র মরুৎ গণের সাহচর্যে তুমি আমাদের দ্বারা অভিযুত সোমরস পান কর, ।।৮।।

[1]অপ্তূর্যে মরুত আপিরেষো হমন্দন্নিন্দ্রমনু দাতিবারাঃ[2] ।
তেভিঃ সাকং পিবতু বৃত্রখাদঃ সুতং সোমং দাশুষঃ স্বে সধস্থে ॥৯॥

তোমাদের উৎসাহ (ব্যঞ্জক কার্যে), হে মরুৎগণ, তিনি ছিলেন তোমাদের মিত্র; যাঁরা অনুগ্রহ করে থাকেন তাঁরা সরবে ইন্দ্রকে সমর্থন করেছিলেন। সেই বৃত্রভক্ষক (হন্তা) তাঁদের (মরুৎগণের) সঙ্গে যুগপৎ নিজগৃহে যজমানের প্রদত্ত সুত সোম পান করেন ।।৯।।

১. অপ্তুর-ভাষ্যান্তরে—জলরাশি উত্তরণের কার্যে অথবা জলভার প্রবাহিত করণের কার্যে।
২. দাতিবারাঃ—যাঁরা বরণীয় ধনের অধিকারী

ইদং হ্যন্বোজসা সুতং রাধানাং পতে । পিবা ত্বস্য গির্বণঃ ॥১০॥

হে সম্পদের অধিপতি! যখন এই (রস) এইস্থানে তার তীব্রতা/তেজ সহ অভিষুত হয়েছে, হে স্তুতিকামী, তুমি এই রস পান কর ।।১০।।

যস্তে অনু স্বধামসৎ সুতে নি যচ্ছ তন্বম্ । স ত্বা মমত্তু সোম্যম্ ॥১১॥

যে (সোমরস) তোমার প্রকৃতির অনুরূপ, সেই রসের অভিষবনে নিজেকে স্থাপিত কর। সোমপ্রিয় তোমার প্রতি যেন সেই রস হর্ষোল্লাস আনয়ন করে ।।১১।।

প্র তে অশ্নোতু কুক্ষ্যোঃ প্রেন্দ্র ব্রহ্মণা শিরঃ। প্র বাহূ শূর রাধসে ॥১২॥

হে বীর, (আমাদের) সমৃদ্ধির জন্য এই আহুতি যেন, ইন্দ্র তোমার উদরে/কপালদ্বয়ে, তোমার মস্তকে তোমার বাহুদ্বয়ে স্তোত্রসহ প্রবিষ্ট হয় ।।১২।।

(সূক্ত-৫২)

ইন্দ্র দেবতা। গাথিনো বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, ১-৪ গায়ত্রী, ৬ জগতী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৮।

[১]ধানাবন্তং [২]করম্ভিণমপূপবন্তমুক্থিনম্ ।
ইন্দ্র প্রাতর্জুষস্ব নঃ ॥১॥

হে ইন্দ্র, আমাদের প্রাতঃ(সবন) কালীন ধানা, করম্ভ, পুরোডাশ এবং স্তোত্র সমন্বিত এই (সোম) উপভোগ কর ।।১।।

১. ধানা— ভর্জিত যব;
২. করম্ভ—যবচূর্ণ ছাতু— অপূপ পুরোডাশ, পিঠার মত খাদ্য, ব্রীহি অর্থাৎ ধান বা যব হতে প্রস্তুত, সময় সময় ঘৃত মিশ্রিত।

পুরোলাশং পচত্যং জুষস্বেন্দ্রা গুরস্ব চ ।
তুভ্যং হব্যানি সিস্রতে ॥২॥

হে ইন্দ্র এই রন্ধিত পুরোডাশ স্বরূপ আহুতি গ্রহণ কর এবং উপভোগ কর। তোমার প্রতি হব্য সকল প্রদত্ত হয়ে থাকে ।।২।।

পুরোলাশং চ নো ঘসো জোষয়াসে গিরশ্চ নঃ ।
বধূযুরিব যোষণাম্ ॥৩॥

আমাদের আহুত পুরোডাশ তুমি ভক্ষণ করবে এবং তুমি আমাদের (প্রশস্তির) বাক্যাবলিতে আনন্দিত হবে যেমনভাবে পত্নীকামী ব্যক্তি কোনও কন্যাকে গ্রহণ করে ।।৩।।

পুরোলাশং সনশ্রুত প্রাতঃসাবে জুষস্ব নঃ ।
ইন্দ্র ক্রতুর্হি তে বৃহন্ ॥৪॥

চিরন্তন খ্যাতিমান ইন্দ্র, তুমি আমাদের প্রাতঃসবনে (আহুত) পুরোডাশ গ্রহণ কর। তোমার কর্মসকল/শক্তি মহিমাময় ।।৪।।

মাধ্যন্দিনস্য সবনস্য ধানাঃ পুরোলাশমিন্দ্র কৃধ্বেহ চারুম্ ।
প্র যৎ স্তোতা জরিতা তূর্ণ্যর্থো বৃষায়মাণ উপ গীর্ভিরীট্টে ॥৫॥

মাধ্যন্দিন সবনে (আহুত) ধানা এবং উত্তম পুরোডাশ যেন এখানে তোমাকে তৃপ্ত করে, হে ইন্দ্র! যে সময়ে তোমার প্রশস্তিরত স্তোতা, দ্রুত অভীষ্টপূরণের আগ্রহে বৃষের ন্যায় ব্যগ্র আচরণ করতে করতে তোমার অভিমুখে স্তোত্রসহ উপস্থিত হয়ে থাকে ।।৫।।

তৃতীয়ে ধানাঃ সবনে পুরুষ্টুত পুরোলাশমাহুতং মামহস্ব নঃ ।
ঋভুমন্তং বাজবন্তং ত্বা কবে প্রয়স্বন্ত উপ শিক্ষেম ধীতিভিঃ ॥৬॥

তৃতীয় সবনে হে বহুধাস্তুত (ইন্দ্র) শীঘ্র আমাদের নিকট হতে ধানা ও পুরোডাশ গ্রহণ কর। আহুত হব্যসহ এবং স্তুতিসহ আমরা, হে ক্রান্তদর্শিন, তোমার সমীপে আগমন করি, যে তুমি ঋভুগণ ও বাজের[১] সঙ্গে বিচরণ কর, অথবা যে তুমি ঋভুগণের সঙ্গে শক্তি সমৃদ্ধ হয়ে বিচরণ কর ।।৬।।

১. ঋভু ও বাজ—তিন জন ঋভুর সঙ্গে।

পূষণ্বতে তে চকৃমা করম্ভং হরিবতে হর্যশ্বায় ধানাঃ ।
অপূপমদ্ধি সগণো মরুদ্ভিঃ সোমং পিব বৃত্রহা শূর বিদ্বান্ ॥৭॥

পূষণসহ তোমার জন্য আমরা দধিমিশ্রিত যবচূর্ণ (করম্ভ) (প্রস্তুত) করেছি এবং হে হরী (অশ্ব)দ্বয়ের প্রভু, অশ্বদ্বয়সহ তোমার জন্য ভর্জিও যবও (আয়োজন) করেছি। মরুৎগণ সহ তুমি অপূপ (পুরোডাশ) ভক্ষণ কর, হে জ্ঞানবান বীর, বৃত্রহন্তা, তুমি সোম পান কর ।।৭।।

প্রতি ধানা ভরত তূয়মস্মৈ পুরোলাশং বীরতমায় নৃণাম্ ।
দিবেদিবে সদৃশীরিন্দ্র তুভ্যং বর্ধন্তু ত্বা সোমপেয়ায় ধৃষ্ণো ॥৮॥

শীঘ্র তাঁর প্রতি ভর্জিত যব আনয়ন কর; সেই মানবগণের শ্রেষ্ঠ বীরকে পুরোডাশ (নিবেদন কর); যেন তোমার উপযুক্ত (আহুতি/স্তুতি) সকল প্রত্যহ, হে দুর্ধর্ষ ইন্দ্র, তোমায় সোমপানের জন্য সমৃদ্ধ করে ।।৮।।

(সূক্ত-৫৩)

ইন্দ্র, ১ম ঋকের ইন্দ্র ও পর্বত, ১৫শ ও ১৬শ ঋকের বাক্, ১৭শ-২০শ ঋকের রথাঙ্গানি দেবতা। গাথিনো বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ, ১০, ১৬ জগতী, ১৩ গায়ত্রী, ১২,২০,২২ অনুষ্টুপ, ১৮ বৃহতী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-২৪।

ইন্দ্রাপর্বতা বৃহতা রথেন বামীরিষ আ বহতং সুবীরাঃ।
বীতং হব্যান্যধ্বরেষু দেবা বর্ধেথাং গীর্ভিরীলয়া মদন্তা ॥১॥

হে ইন্দ্র! সুউচ্চ রথে (আরোহণ করে), এবং পর্বত (ইন্দ্রের বজ্র?), সাহসী যোদ্ধাগণসহ আকাঙ্ক্ষিত পোষণ এই স্থান অভিমুখে বহন করে আন। হে দেবতাসকল, আমাদের এই সকল যজ্ঞস্থলে হব্য উপভোগ কর। স্তুতিগুলির দ্বারা সমৃদ্ধি লাভ কর। হবিঃ দ্বারা আনন্দিত হয়ে থাক ॥১॥

তিষ্ঠা সু কং মঘবন্ মা পরা গাঃ সোমস্য নু ত্বা সুষুতস্য যক্ষি।
পিতুর্ন পুত্রঃ সিচমা রভে ত ইন্দ্র স্বাদিষ্ঠয়া গিরা শচীবঃ ॥২॥

হে ধনশালিন (এই রূপে) অবস্থান কর; অতঃপর গমন করোনা। আমি সুষ্ঠুভাবে অভিষুত সোমের (অংশ) তোমাকে যজ্ঞে সমর্পণ করব। হে বলবান ইন্দ্র, স্বাদুতম স্তুতির মাধ্যমে আমি তোমার বসনপ্রান্ত অবলম্বন করি যেমন পুত্র পিতার প্রতি করে থাকে ॥২॥

শংসাবাধ্বর্যো প্রতি মে গৃণীহীন্দ্রায় বাহঃ কৃণবাব জুষ্টম্।
এদং বর্হির্যজমানস্য সীদাংথা চ ভূদুক্থমিন্দ্রায় শস্তম্ ॥৩॥

হে অধ্বর্যু, আমরা (উভয়ে) প্রশস্তি করব, আমার প্রতি (সঙ্গে) স্তুতি গান কর। আমরা উভয়ে ইন্দ্রের জন্য উপভোগ্য স্তব প্রস্তুত করব। এই স্থানে উভয়ে যজমানের (যজ্ঞীয়) কুশের উপর উপবেশন কর; অতঃপর ইন্দ্রের প্রতি আমাদের (কৃত) স্তোত্র গীত হবে ॥৩॥

টীকা— এখানে হোতা অধ্বর্যুকে আহ্বান করছেন।

জায়েদস্তং মঘবন্ ৎসেদু যোনিস্তদিৎ ত্বা যুক্তা হরয়ো বহন্তু।
যদা কদা চ সুনবাম সোমমগ্নিষ্ট্বা দূতো ধন্বাত্যচ্ছ ॥৪॥

গৃহিণীই গৃহ; হে মঘবন তিনিই (প্রকৃতপক্ষে) আবাসস্থল। অতএব তোমার সংযোজিত পিঙ্গল অশ্বদ্বয় যেন তোমাকে এই স্থানের প্রতি বহন করে আনে। যখনই আমরা সোমরস অভিষবন করব, দূত(স্বরূপ) অগ্নি তোমার অভিমুখে দ্রুত ধাবন করবেন ॥৪॥

পরা যাহি মঘবন্না চ যাহীন্দ্র ভ্রাতরুভয়ত্রা তে অর্থম্।
যত্রা রথস্য বৃহতো নিধানং বিমোচনং বাজিনো রাসভস্য ॥৫॥

প্রস্থান কর হে ধনবান! (পুনঃ) প্রত্যাগমন কর হে ভ্রাতঃ ইন্দ্র। যেখানে তোমার বিশাল রথের জন্য বিরামস্থল রয়েছে এবং যেখানে তোমার হ্রেষারত অশ্বের বন্ধন মোচনের (উপযুক্ত) স্থান উভয় স্থানেই তোমার প্রয়োজন আছে।॥৫॥

অপাঃ সোমমস্তমিন্দ্র প্র যাহি কল্যাণীর্জায়া সুরণং গৃহে তে।
যত্রা রথস্য বৃহতো নিধানং বিমোচনং বাজিনো দক্ষিণাবৎ[১] ॥৬॥

হে ইন্দ্র! (তুমি) সোমপান করেছ, গৃহের প্রতি গমন কর; (তোমার জন্য) শোভন আনন্দের সঙ্গে তোমার কল্যাণময়ী পত্নী গৃহে (অবস্থিতা) যেখানে তোমার বিশাল রথের জন্য আশ্রয়স্থল রয়েছে, যেখানে তোমার বলবান অশ্বকে খাদ্যপানীয়সহ বন্ধন মোচন করা হয় ॥৬॥

১. দক্ষিণাবতঃ— যেখানে (যজ্ঞীয়) দক্ষিণা থাকে অশ্বের জন্য।

ইমে ভোজা অঙ্গিরসো বিরূপা দিবস্পুত্রাসো অসুরস্য বীরাঃ।
বিশ্বামিত্রায় দদতো মঘানি সহস্রসাবে প্র তিরন্ত আয়ুঃ ॥৭॥

এই সকল সমৃদ্ধিশালী, বিচিত্ররূপধারী অঙ্গিরসগণ, যাঁরা স্বর্গের সন্তান এবং অসুরের (সর্বাপেক্ষা বলবানের, রুদ্রের?) যোদ্ধাগণ, তাঁরা বিশ্বামিত্রের প্রতি প্রভূত ধন দান করতে করতে সহস্র (অসংখ্য) সোম সবনের মাধ্যমে তাঁর আয়ু বর্ধিত করেন ॥৭॥

টীকা—সায়নের ভাষ্য অনুসারে এই যজমানগণ সুদাসের বংশধর ভোজগণ এবং বিবিধ মেধাতিথি প্রভৃতি অঙ্গিরসগণ (তাদের যাজক)। দেবগণের অপেক্ষাও বলবান রুদ্রের স্বর্গীয় পুত্রগণ... ইত্যাদি।

রূপংরূপং মঘবা বোভবীতি মায়াঃ কৃণ্বানস্তন্বং পরি স্বাম্।
ত্রির্যদ্ দিবঃ পরি মুহূর্তমাগাৎ স্বৈর্মন্ত্রৈরনৃতুপা ঋতাবা ॥৮॥

সেই মঘবন (ধনবান/ইন্দ্র) তাঁর নিজ দেহকে ঘিরে মায়াজাল (বিস্তার) করে বহুবিধ রূপ ধারণ করেন। যখন তিনবার ইচ্ছামাত্রেই স্বর্গ হতে এই স্থানে আগমন করে নিজ (স্তুতি)মন্ত্র বলে অসময়েও সোম পান করেন (যদিও) তিনি সত্যনিষ্ঠ ।।৮।।

টীকা— ত্রি—প্রাত্যহিক ত্রি সবন; অনুতুপা—ইচ্ছামাত্রেই সোমপান করেন, অনির্দিষ্ট সময়েও।

মহাঁ ঋষির্দেবজা দেবজূতোঽস্তভ্নাৎ সিন্ধুমর্ণবং নৃচক্ষাঃ ।
বিশ্বামিত্রো যদবহৎ সুদাসমপ্রিয়ায়ত কুশিকেভিরিন্দ্রঃ ॥৯॥

সেই মহিমময় ঋষি (যিনি) দেবতাসম্ভূত এবং দেবতা(কর্তৃক) অনুপ্রেরিত, (বিশ্বামিত্র); মনুষ্যোচিত দৃষ্টির অধিকারী (হলেও) স্ফীতকায় জলবাহী নদীকে রুদ্ধগতি করেছিলেন। যখন (নদী উত্তীর্ণ হতে) বিশ্ব মিত্র সুদাসের সহগামী ছিলেন (তখন) ইন্দ্র কুশিকগণের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করেছিলেন ।।৯।।

হংসা ইব কৃণুথ শ্লোকমদ্রিভির্মদন্তো গীর্ভিরধ্বরে সুতে সচা ।
দেবেভির্বিপ্রা ঋষয়ো নৃচক্ষসো বি পিবধ্বং কুশিকাঃ সোম্যং মধু ॥১০॥

হংসকুলের মতো (অভিষব) প্রস্তরগুলির সাহায্যে (সোমরস) নিষ্পেষণের যজ্ঞে স্তোত্র দ্বারা উৎফুল্ল হতে হতে মন্ত্রধ্বনির অনুরূপ শব্দ কর। হে কবি ঋষিগণ, দেবতাদের সাহচর্যে মনুষ্যগণের অবেক্ষক তোমরা কুশিকগণ, সোমজাত মধু বিশেষভাবে পান কর ।।১০।।

উপ প্রেত কুশিকাশ্চেতয়ধ্বমশ্বং রায়ে প্র মুঞ্চতা সুদাসঃ ।
রাজা বৃত্রং জঙ্ঘনৎ প্রাগপাগুদগথা যজাতে বর আ পৃথিব্যাঃ ॥১১॥

অগ্রসর হও, কুশিকগণ! অবহিত হয়ে থাক। সুদাসের অশ্বকে ধনলাভের জন্য প্রকৃষ্টভাবে মুক্ত কর। রাজা পূর্বদিকে পশ্চিমে এবং উত্তরে বাধা (বৃত্রকে) বিনষ্ট করেছেন। অতঃপর পৃথিবীর পরম স্থানে (যজ্ঞ বেদিতে) তিনি যজনা করবেন ।।১১।।

য ইমে রোদসী উভে অহমিন্দ্রমতুষ্টবম্ ।
বিশ্বামিত্রস্য রক্ষতি ব্রহ্মেদং ভারতং জনম্ ॥১২॥

যে আমি (বিশ্বামিত্র) এই উভয় দ্যাবাপৃথিবী এবং ইন্দ্রের প্রতি স্তোত্র পাঠ করেছি; বিশ্বামিত্র কৃত এই ব্রহ্মস্তোত্র ভরতের বংশকে সুরক্ষিত করে ।।১২।।

টীকা— Griffitt—আমি দ্যাবাপৃথিবী উভয়ের ধারক ইন্দ্রকে স্তুতি করেছি ... ইত্যাদি ।

বিশ্বামিত্রা অরাসত ব্রহ্মেন্দ্রায় বজ্রিণে ।
করদিন্ন নঃ সুরাধসঃ ॥১৩॥

বিশ্বামিত্রগণ বজ্রধারী ইন্দ্রের জন্য এই প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করেছিলেন। তিনি আমাদের শোভন ধনসমৃদ্ধ করবেন ।।১৩।।

কিং তে কৃণ্বন্তি কীকটেষু গাবো নাশিরং দুহ্রে ন তপন্তি ঘর্মম্ ।
আ নো ভর প্রমগন্দস্য বেদো নৈচাশাখং মঘবন্ রন্ধয়া নঃ ॥১৪॥

কীকট[1] সমূহের (অনার্য জনপদসকলের) মধ্যে তোমার গাভী সকল কী করে? তারা দুগ্ধ দোহন করে না, ঘর্ম (পানীয়)কেও উত্তপ্ত করে না। তুমি প্রমগন্দের (কুসীদ জীবীর পুত্র—সায়ন) ধন আমাদের প্রতি আনয়ন কর। হে মঘবন নীচাশাখ বংশীয় গণকে (শূদ্রাদি পতিত বংশ—সায়ন) আমাদের অধীন করে দাও ।।১৪।।

১. কীকট—অনার্য জনপদ—পণ্ডিতগণের মতে কোশল বা অযোধ্যা বা দক্ষিণ বিহার অঞ্চল। আশির—সোমরসের সঙ্গে মিশ্রণ করার জন্য দুগ্ধ, ঘর্ম—প্রবর্গ্য নামক যাগে ব্যবহার্য উত্তপ্ত দুগ্ধ ।

সসর্পরীরমতিং বাধমানা বৃহন্মিমায় জমদগ্নিদত্তা ।
আ সূর্যস্য দুহিতা ততান শ্রবো দেবেষ্বমৃতমজুর্যম্ ॥১৫॥

সসর্পরী[1], জমদগ্নির দান যে গাভী, অজ্ঞানকে প্রতিহত করে সে গম্ভীর রবে রেভণ করেছিল। সূর্যের কন্যা দেবতাগণের মধ্যে আমাদের অক্ষয় অমৃতময় যশকে বিস্তারিত করেছেন ।।১৫।।

১. সসর্পরী—সর্বত্র দ্রুত ব্যাপনশীলা—সায়ণাচার্য। তিনি বলেন সসর্পরী-বাক্ এর বিশেষণ অনুক্রমণিকা (সদ্গুরুশিষ্য) তে সায়ন ব্যাখ্যা করেছেন—রাজা সৌদাসের যজ্ঞকালে বসিষ্ঠপুত্র শক্তি মন্ত্র বলে ঋষি বিশ্বামিত্রের বাক্শক্তি এবং ক্ষমতা সম্পূর্ণ স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন। তখন জমদগ্নিগণ সূর্যের আবাসস্থান হতে ব্রহ্মার মতান্তরে সূর্যের কন্যা, 'সসর্পরী' নামে বাক্শক্তিকে আনয়ন করেন ও বিশ্বামিত্রের প্রতি দান করেন। কৃতজ্ঞ বিশ্বামিত্র আলোচ্য দুটি মন্ত্রে জমদগ্নির প্রশংসা করেন।

সসর্পরীরভরৎ তূয়মেভ্যো ঽধি শ্রবঃ পাঞ্চজন্যাসু[1] কৃষ্টিষু ।
সা পক্ষ্যা নব্যমায়ুর্দধানা যাং মে পলস্তিজমদগ্নয়ো দদুঃ ॥১৬॥

সসপরী (নামে গাভী/বাগ্ দেবতা) ক্ষিপ্রভাবে খ্যাতি আনয়ন করেছিলেন তাদের প্রতি, পঞ্চজন বিষয়ক গোষ্ঠী সকলের প্রতি; সেই পক্ষের কন্যা (সায়ণ—সূর্যকন্যা) (অথবা উষার ন্যায়) যাঁকে পূর্বজ জমদগ্নিগণ আমার প্রতি দান করেছেন তিনি নূতন জীবন দান করেন ।।১৬।।

১. পাঞ্চজন্য —চতুর্বর্ণ ও নিষাদ এই পঞ্চজনগোষ্ঠী।

স্থিরৌ গাবৌ ভবতাং বীলুরক্ষো মেষা বি বর্হি মা যুগং বি শারি ।
ইন্দ্রঃ পাতল্যে দদতাং শরীতোররিষ্টনেমে অভি নঃ সচস্ব ॥১৭।।

যেন বৃষদ্বয় (/অশ্বদ্বয়) বলিষ্ঠ হয়, অক্ষ দৃঢ়বদ্ধ থাকে; রথদণ্ড যেন স্খলিত না হয়, সংযোজক যেন ভগ্ন না হয়, যেন ইন্দ্র পতনশীল কীলক সমূহকে ক্ষয় হতে রক্ষা করেন, রথচক্র অক্ষত আছে সেইরূপ অবস্থায় যেন তুমি আমাদের প্রতি মিলিত হয়ে থাক ।।১৭।।

বলং ধেহি তনূষু নো বলমিন্দ্রানলুৎসু নঃ ।
বলং তোকায় তনয়ায় জীবসে ত্বং হি বলদা অসি ॥১৮।।

হে ইন্দ্র! আমাদের শরীরসমূহে শক্তি নিহিত কর। আমাদের রথবাহক বৃষসমূহে শক্তি প্রদান কর। আমাদের সন্তানগণকে ও বংশধরগণকে শক্তি দান কর দীর্ঘ জীবনের জন্য কারণ তুমিই বলপ্রদানকারী ।।১৮।।

অভি ব্যয়স্ব খদিরস্য সারমোজো ধেহি স্পন্দনে শিংশপায়াম্ ।
অক্ষ বীলো বীলিত বীলয়স্ব মা যামাদস্মাদব জীহিপো নঃ ॥১৯।।

খদিরবৃক্ষের অন্তঃস্থিত সারভূত অংশে (দৃঢ়তার জন্য) (নিজেকে) নিহিত কর। শিংশপা (বৃক্ষ)নির্মিত রথ ফলকে দৃঢ়তা নিহিত কর। হে অক্ষ, তুমি দৃঢ় এবং তোমাকে দৃঢ়ভাবে বদ্ধ করা হয়েছে, তুমি অবিচল ভাবে অবস্থান কর। যাত্রাপথ হতে আমাদের বিচ্যুত যেন না হতে হয় ।।১৯।।

অয়মস্মান্ বনস্পতির্মা চ হা মা চ রীরিষৎ ।
স্বস্ত্যা গৃহেভ্য আবসা আ বিমোচনাৎ ॥২০।।

এই বনস্পতি (কাষ্ঠনির্মিত রথ) যেন আমাদের পরিত্যাগ না করেন অথবা ক্ষতিগ্রস্ত না করেন। আমাদের যেন কল্যাণ হয় গৃহগমন পর্যন্ত, গতির অবসান পর্যন্ত, (অশ্ব) সংযোজনের বিমোচন পর্যন্ত ।।২০।।

ইন্দ্রোতিভির্বহুলাভির্নো অদ্য যাচ্ছ্রেষ্ঠাভির্মঘবঞ্ছূর জিন্ব ।
যো নো দ্বেষ্ট্যধরঃ সস্পদীষ্ট যমু দ্বিষ্মস্তমু প্রাণো জহাতু ॥২১।।

ইন্দ্র তোমার বহুবিধ সহায়তার সঙ্গে আমাদের প্রতি এইক্ষণে সর্বোত্তম সহায়তার সঙ্গে শীঘ্র আগমন কর, হে বীর মঘবন (ধনবান)। যে আমাদের প্রতি বিদ্বিষ্ট সে যেন অধঃপতিত হয়। আমরা যার প্রতি বিদ্বিষ্ট তাকে যেন প্রাণবায়ু পরিত্যাগ করে ।।২১।।

পরশুং চিদ্ বি তপতি শিম্বলং[১] চিদ্ বি বৃশ্চতি ।
উখা চিদিন্দ্র যেষন্তী প্রয়স্তা ফেনমস্যতি ॥২২।।

সে (নিজ) কুঠারকে বিশেষভাবে উত্তপ্ত করে; মাত্র একটি শাল্মলী পুষ্পকে (বৃক্ষ হতে) ছেদন করে। হে ইন্দ্র! পাত্র বিশেষের ন্যায় আঘাত প্রাপ্ত ও ক্ষরণরত হয়ে (সেই শত্রু) কেবল মাত্র ফেন উদ্গীরণ করে থাকে ।।২২।।

১. শিম্বল—শিমুল বৃক্ষ।

ন সায়কস্য চিকিতে জনাসো লোধং[১] নয়ন্তি পশু মন্যমানাঃ ।
নাবাজিনং বাজিনা হাসয়ন্তি ন গর্দভং পুরো অশ্বান্নয়ন্তি ॥২৩।।

হে মানবগণ! তার অস্ত্রের বিষয় কেউ সচেতন থাকে না। 'পশু' এই বোধ করে পিণ্ডকে নিয়ে যায়। (কিন্তু) বলবান অশ্বের সঙ্গে বলহীনকে (কেউ) ধাবিত করে না, অশ্বের পুরোভাগে গর্দভকে কেউ আনয়ন করে না ।।২৩।।

১. লোধ অর্থ দুর্বোধ্য।

(সায়ণ মনে করেন এখানে পুরা কাহিনির কথা বলা হয়েছে। বিশ্বামিত্রকে বন্ধন করে বসিষ্ঠের অনুগামীরা এনেছেন তাই বিশ্বামিত্র বলেছেন তাঁর তপোবনের কথা সকলে জানে না এবং অযোগ্য বসিষ্ঠ তাঁর সঙ্গে স্পর্ধা করার যোগ্য নন।)

ইম ইন্দ্র ভরতস্য পুত্রা অপপিত্বং[১] চিকিতুর্ন প্রপিত্বম্ ।
[২]হিন্বন্ত্যশ্বমরণং ন নিত্যং জ্যাবাজং পরি ণয়ন্ত্যাজৌ ॥২৪।।

এই সকল কি ভরতবংশীয়গণ? হে ইন্দ্র! (তারা) অন্যায্য আচরণ বা নিকট সম্পর্ক স্থাপন কোনও বিষয় জ্ঞাত নয়। (অথবা তারা খাদ্য অথবা অখাদ্যের বিচার জ্ঞাত নয়—Jamison)। তারা অপরের অশ্বকে উত্তেজিত করে নিজের (অশ্বকে) নয়। সংগ্রাম স্থলে ধনুকের জ্যা-এর ন্যায় ক্ষিপ্র তাকে চালনা করে ।।২৪।।

১. অপপিত্বম্ ইত্যাদি—শিষ্টজনের সম্পর্ক রহিত—সায়ণভাষ্য শেষ কয়েকটি মন্ত্রে বসিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের পারস্পরিক বিরোধ প্রতিফলিত হয়েছে। যদিও বসিষ্ঠের নাম কোথাও নেই।
২. 'হিন্বন্ত্যশ্ব...'—সায়ণভাষ্য অনুযায়ী Wilson অনুবাদ করেছেন—তারা (বসিষ্ঠগণের) বিরুদ্ধে অশ্বকে প্রেরণ করে যেন কোনও নিয়ত শত্রুর বিরুদ্ধে। তারা যুদ্ধে দৃঢ় জ্যাযুক্ত ধনুক বহন করে।

অনুবাক-৬

(সূক্ত-৫৪)

বিশ্বগণ দেবতা। বিশ্বামিত্রের পুত্র অথবা বাকের পুত্র প্রজাপতি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-২২।

ইমং মহে বিদথ্যায় শূষং শশ্বৎ কৃত্ব ঈড্যায় প্র জভ্রুঃ ।
শৃণোতু নো দম্যেভিরনীকৈঃ শৃণোত্বগ্নির্দিব্যৈরজস্রঃ ।।১।।

এই সমৃদ্ধিকারী প্রশস্তি সেই মহিমময়, যজ্ঞের সহিত সম্পৃক্ত, যাঁকে বারংবার সশ্রদ্ধভাবে আহ্বান করা হয়, তাঁর প্রতি প্রকর্ষের সঙ্গে নিবেদন করা হয়েছে। তিনি যেন গৃহগত রূপসকল দ্বারা আমাদের (স্তুতি) শ্রবণ করেন। অগ্নি যেন নিরন্তর দিব্য (দীপ্তিসহ যোগে) শ্রবণ করেন ।।১।।

টীকা— অনীকৈঃ —তেজের দ্বারা— সায়ণাচার্য।

মহি মহে দিবে অর্চা পৃথিব্যৈ কামো ম ইচ্ছঞ্চরতি প্রজানন্ ।
যয়োর্হ স্তোমে বিদথেষু দেবাঃ সপর্যবো মাদয়ন্তে সচায়োঃ ।।২।।

মহিমময় দ্যুলোকের প্রতি ও পৃথিবীর প্রতি আমি এক মহান স্তোত্র পাঠ করি। আমার আকাঙ্ক্ষা উভয়কে অবহিত হয়ে অভিলাষের সঙ্গে (সর্বত্র) বিচরণ করে যজ্ঞস্থলসমূহে যাঁদের (দুই জনের) প্রশস্তিতে দেবগণ পরিচর্যা লাভের ইচ্ছায় মনুষ্যগণের সঙ্গে আনন্দ লাভ করে থাকেন ।।২।।

টীকা—দ্যৌ ও মনুষ্য—যজমানগণ।

যুবোর্ঋতং রোদসী সত্যমস্তু মহে ষু ণঃ সুবিতায় প্র ভূতম্ ।
ইদং দিবে নমো অগ্নে পৃথিব্যৈ সপর্যামি প্রয়সা যামি রত্নম্ ।।৩।।

হে দ্যৌ ও পৃথিবী! তোমাদের ন্যায়বিধান যেন যথার্থ হয়ে থাকে। আমাদের বিপুল অভ্যুদয়ের জন্য পুরোভাগে বর্তমান থাক। আমি স্বর্গ ও পৃথিবীর প্রতি প্রণত হয়ে থাকি। হে অগ্নি, আমি শোভন হবিঃ দ্বারা পরিচর্যা করি। আমি ধনের (জন্য) প্রার্থনা করছি ।।৩।।

উতো হি বাং পূর্ব্যা আবিবিদ্র ঋতাবরী রোদসী সত্যবাচঃ ।
নরশ্চিদ্ বাং সমিথে শূরসাতৌ ববন্দিরে পৃথিবি বেবিদানাঃ ।।৪।।

অনন্তর হে সত্যসন্ধ দ্যৌঃ ও পৃথিবী। সদা অভ্রান্তবাক্ প্রাচীন ঋষিগণ তোমাদের উভয়কে জ্ঞাত হয়েছিলেন; এবং বীরগণের বিজয়কালে শ্রেষ্ঠ মানুষেরা যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাদের উভয়কে সম্যক জ্ঞাত হতে হতে বন্দনা করেছিল হে পৃথিবি ।।৪।।

কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্র বোচদ্ দেবাঁ অচ্ছা পথ্যা কা সমেতি ।
দদৃশ্র এষামবমা সদাংসি পরেষু যা গুহ্যেষু ব্রতেষু ।।৫।।

যথার্থ (তথ্য) কে জ্ঞাত আছে? কে এখানে সে (তথ্য) ঘোষণা করবেন? দেবগণের অভিমুখে কোন পথ গমন করে? তাঁদের অধঃস্থিত[১] আসনসমূহ মাত্র দৃষ্ট হয়ে থাকে। কিন্তু তাঁরা দূরতম এবং সংগোপন নীতিতে/লোকে বিদ্যমান থাকেন ।।৫।।

১. অধঃস্থিত আসন—নক্ষত্র মণ্ডল?

কবির্নৃচক্ষা অভি ষীমচষ্ট ঋতস্য যোনা বিঘৃতে মদন্তী ।
নানা চক্রাতে সদনং যথা বেঃ সমানেন ক্রতুনা সংবিদানে ।।৬।।

যে ঋষিকবি (সূর্য?) মানবজাতিকে প্রত্যক্ষ করেন (তিনি) তাদের পর্যবেক্ষণ করেছেন। সত্যের উৎপত্তিস্থানে স্থিত অবস্থায় তাঁরা (দ্যাবা-পৃথিবী) আনন্দিত। তাঁরা বিহঙ্গের ন্যায় স্ব স্ব পৃথক নিবাস রচনা করেছেন যদিও একই কর্মের মাধ্যমে তাঁরা একত্রিত হয়েছেন ।।৬।।

সমান্যা বিযুতে দূরেঅন্তে ধ্রুবে পদে তস্থতুর্জাগরূকে ।
উত স্বসারা যুবতী ভবন্তী আদু ব্রুবাতে মিথুনানি নাম ।।৭।।

সম্মেলিত (কিন্তু) পৃথগ্স্থিত অবস্থায়, তাদের সীমান্ত (যখন) দূরস্থিত, তাঁরা (সেই দ্যাবাপৃথিবী) সুনিশ্চিত/অক্ষয় স্থানে অতন্দ্ররূপে বর্তমান থাকেন। এবং সেই সদা নবীনা ভগিনীদ্বয় পরস্পর যুগ্ম নামে[১] অভিহিত হয়ে থাকেন ।।৭।।

১. যুগ্ম নাম—দ্যাবাপৃথিবী, উর্বী, রোদসী ইত্যাদি। —সায়ণাচার্য।

বিশ্বেদেতে জনিমা সং বিবিক্তো মহো দেবান্ বিভ্রতী ন ব্যথেতে ।
এজদ্ ধ্রুবং পত্যতে বিশ্বমেকং চরৎ পতত্রি বিষুণং বি জাতম্ ।।৮।।

উভয় সর্বপ্রকারভূত জাত-কে বিচ্ছিন্ন ভাবে ধারণ করে থাকেন। শক্তিমান দেবগণকে বহন করেও (তাঁরা) শ্রান্তি অনুভব করেন না। সেই এক স্থাবর ও জঙ্গম সর্ববিষয়ের প্রভু, বিচরণশীল এবং উড্ডীয়মান, বিবিধ প্রকার, বহুরূপে জাত (সকলের) (প্রভু) ।।৮।।

টীকা—একম্ —উপনিষদের একত্ববাদের পূর্বাভাস।

সনা পুরাণমধ্যেম্যারান্মহঃ পিতুর্জনিতুর্জামি তন্নঃ ।
দেবাসো যত্র পনিতার এবৈরুরৌ পথি ব্যুতে তস্থুরন্তঃ ।।৯।।

দূর হতে আমি পুরাকালীন চিরন্তন পথকে অনুগমন করি (/অনুধাবন করি); আমাদের মহান পিতার (স্বর্গের?), জনয়িতার সঙ্গে সেইরূপই আত্মীয়তা। যেখানে দেবগণ স্তুতিরত অবস্থায় বিস্তীর্ণ এবং দূরগামী পথের মধ্যে নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করেছিলেন ।।৯।।

ইমং স্তোমং রোদসী প্র ব্রবীম্যৃদূদরাঃ শৃণবন্নগ্নিজিহ্বাঃ ।
মিত্রঃ সম্রাজো বরুণো যুবান আদিত্যাসঃ কবয়ঃ পপ্রথানাঃ ।।১০।।

এই স্তোত্র, হে দ্যৌঃ ও পৃথিবী, তোমাদের প্রতি আমি বাচন করি; যেন সেই অগ্নিরূপ জিহ্বা-সংবলিত অনুকূলচিত্তগণ (এই স্তোত্র) শ্রবণ করেন। যুবা এবং সম্যক প্রদীপ্ত (/সম্রাটদ্বয়), মিত্র ও বরুণ, মেধাবী আদিত্যগণ যাঁরা অত্যন্ত যশোমণ্ডিত (অতিদূর বিস্তারিত), (সেই দেবগণ যেন শ্রবণ করেন) ।।১০।।

হিরণ্যপাণিঃ সবিতা সুজিহ্বস্ত্রিরা দিবো বিদথে পত্যমানঃ ।
দেবেষু চ সবিতঃ শ্লোকমশ্রেরাদস্মভ্যমা সুব সর্বতাতিম্ ।।১১।।

সুবর্ণহস্তশোভিত দেব সবিতা, যিনি শোভন জিহ্বাধারী এবং দিবসে তিনবার যজ্ঞানুষ্ঠানে আধিপত্য বিস্তার করেন এবং (যখন) দেবগণের প্রতি হে সবিতৃদেব তোমার মন্ত্র প্রেরণ করেছ, তারপর আমাদের প্রতি তোমার সম্পূর্ণ সুরক্ষা বহন করে থাক ।।১১।।

সুকৃৎ সুপাণিঃ স্ববাঁ ঋতাবা দেবস্ত্বষ্টাবসে তানি নো ধাৎ ।
পূষণ্বন্ত ঋভবো মাদয়ধ্বমূর্ধ্বগ্রাবাণো অধ্বরমতষ্ট ।।১২।।

শোভন কর্মা, সুষ্ঠু হস্ত সমন্বিত, শোভন সহায়তাকারী, সত্যনিষ্ঠ—যেন দেব ত্বষ্টা আমাদের প্রতি সুরক্ষার জন্য এই সকল (বিষয়) বিধান করেন। পূষণের সাহচর্যে, হে ঋভুগণ, আনন্দ উপভোগ কর। (পেষণের) প্রস্তরগুলিকে উর্ধ্বোত্থিত করে তোমরা যজ্ঞানুষ্ঠানকে সম্পাদন করেছ ।।১২।।

টীকা— এই সকল—আমাদের প্রার্থিত বিষয়।

বিদ্যুদ্রথা মরুত ঋষ্টিমন্তো দিবো মর্যা ঋতজাতা অয়াসঃ ।
সরস্বতী শৃণবন্ যজ্ঞিয়াসো ধাতা রয়িং সহবীরং তুরাসঃ ।।১৩।।

মরুৎগণ—বিদ্যুৎ যাঁদের রথস্বরূপ, যাঁরা সায়ুধ, সেই স্বর্গীয় বাহিনী চঞ্চল ও নবীন, সত্যসম্ভূত ও দুর্মদ; এবং সরস্বতী ও যজনীয়গণ আমাদের কথা শ্রবণ করবেন। হে শক্তিমানগণ! আমাদের প্রতি বীর যোদ্ধাসহ সম্পদ প্রেরণ কর ।।১৩।।

বিষ্ণুং স্তোমাসঃ পুরুদস্মমর্কা [১]ভগস্যেব কারিণো যামনি গ্মন্ ।
উরুক্রমঃ ককুহো যস্য পূর্বীর্ন মর্ধন্তি যুবতয়ো জনিত্রীঃ[২] ।।১৪।।

স্তোম (স্তোত্র)সকল ও শস্ত্র(সকল), যেন জয়শীল ভগের গমন পথে (অথবা যেন স্তোতৃবৃন্দ ভগের গমন পথে) বহুবিধ কর্মকারী বিষ্ণুর প্রতি গমন করে; সেই মহান-পাদবিক্ষেপকারী [৩]ককুদযুক্ত (বৃষস্বরূপ) (বিষ্ণু) যাঁকে জননীগণ, যুবতী নারীগণ কখনও অবহেলা করেন না ।।১৪।।

১. ভগস্য যমনি—সৌভাগ্যের পথে।
২. জনিত্রীঃ—সকলের জনয়িত্রী দিকসমূহ। —সায়ন ভাষ্য
৩. ককুদ—ষাঁড়ের কুঁজ।

ইন্দ্রো বিশ্বৈর্বীর্যৈঃ পত্যমান উভে আ পপ্রৌ রোদসী মহিত্বা।
পুরংদরো বৃত্রহা ধৃষ্ণুষেণঃ সংগৃভ্যা ন আ ভরা ভূরি পশ্বঃ ॥১৫॥

তাঁর সর্ববিধ পৌরুষের দ্বারা প্রভুত্বপ্রাপ্ত হতে হতে, ইন্দ্র তাঁর মহিমার মাধ্যমে দ্যুলোক ও ভূলোক উভয়কে পরিপূর্ণ করেছিলেন। নগরবিনাশক, বৃত্রহন্তা, দুধর্ষ সৈন্যদলের অধীশ্বর তুমি সকলকে একত্রিত করে আমাদের প্রতি এইস্থানে প্রভূত পশু সম্পদ প্রেরণ কর ॥১৫॥

নাসত্যা মে পিতরা বন্ধুপৃচ্ছা সজাত্যমশ্বিনোশ্চারু নাম।
যুবং হি স্থো রয়িদৌ নো রয়ীণাং দাত্রং রক্ষেথে অকবৈরদব্ধা ॥১৬॥

নাসত্যদ্বয় আমার পিতা এবং স্বজনের প্রতি অনুকূল। অশ্বিনদ্বয়ের আত্মীয়তা (আমাদের) এক গৌরবজনক নাম স্বরূপ। কারণ তোমরা উভয়ে আমাদের প্রতি সম্পদের সম্পদদাতা, তোমরা অনিন্দিত; তোমাদের প্রদত্ত ধনকে অপ্রতারিতভাবে তোমরা নির্বিরোধে রক্ষা করে থাক ॥১৬॥

মহৎ তদ্ বঃ কবয়শ্চারু নাম যদ্ধ দেবা ভবথ বিশ্ব ইন্দ্রে।
সখ ঋভুভিঃ পুরুহূত প্রিয়েভিরিমাং ধিয়ং সাতয়ে তক্ষতা নঃ ॥১৭॥

হে মেধাবী কবিগণ! তোমাদের এই অভিধা মহৎ এবং যশোদীপ্ত যে তোমরা সকলে ইন্দ্রের প্রতি দেবত্ব অর্জন করেছ। প্রিয় ঋভুগণের সখা, হে বারংবার আহূত! (তোমরা সকলে) আমাদের বিজয়ের জন্য এই (কবির) প্রেরণাকে (স্তোত্রকে) নির্মাণ করেছ ॥১৭॥

অর্যমা ণো অদিতির্যজ্ঞিয়াসো হদব্ধানি বরুণস্য ব্রতানি।
যুযোত নো অনপত্যানি গন্তোঃ প্রজাবান্ নঃ পশুমাঁ অস্তু গাতুঃ ॥১৮॥

অর্য্যমন, অদিতি, (সকলে) যাঁরা যজনীয়—বরুণের ন্যায় বিধান সমূহ লঙ্ঘিত হতে পারে না; (তোমরা) আমাদের নিঃসন্তানতা হতে রক্ষা কর; আমাদের পথ যেন সন্তান এবং পশুসম্পদে ভরে থাকে ॥১৮॥

দেবানাং দূতঃ পুরুধ প্রসূতো হনাগান্ নো বোচতু সর্বতাতা।
শৃণোতু নঃ পৃথিবী দ্যৌরুতাপঃ সূর্যো নক্ষত্রৈরুর্বন্তরিক্ষম্ ॥১৯॥

দেবগণের বার্তাবহ, যিনি বিবিধরূপে প্রকাশিত, তিনি যেন আমাদের সামগ্রিক সুরক্ষার জন্য নির্দোষরূপে ঘোষণা করেন। যেন পৃথিবী, স্বর্গ এবং জলরাশি আমাদের (কথা) শ্রবণ করেন এবং নক্ষত্রমণ্ডলসহ সূর্য, প্রথিত অন্তরিক্ষলোক (যেন শ্রবণ করেন) ॥১৯॥

শৃণ্বন্তু নো বৃষণঃ পর্বতাসো ধ্রুবক্ষেমাস ইলয়া মদন্তঃ।
আদিত্যৈর্নো অদিতিঃ শৃণোতু যচ্ছন্তু নো মরুতঃ শর্ম ভদ্রম্ ॥২০॥

যেন শক্তিমান (/কামনাপূরক) আশ্রয়স্থলে দৃঢ়বদ্ধ পর্বতসমূহ যারা যজ্ঞীয় ইলা[১] (পানীয়) দ্বারা উৎফুল্ল থাকে তারা আমাদের (কথা) শ্রবণ করে। আদিত্যগণসহ অদিতি আমাদের (কথা) শ্রবণ করেন। যেন মরুৎগণ আমাদের প্রতি কল্যাণকর আশ্রয়কে প্রসারিত করেন ॥২০॥

১. ইলা—যজ্ঞীয় হবিঃ/সোম/বৃষ্টিবিন্দু।

সদা সুগঃ পিতুমাঁ অস্তু পন্থা মধ্বা দেবা ওষধীঃ সং পিপৃক্ত।
ভগো মে অগ্নে সখ্যে ন মৃধ্যা উদ্ রায়ো অশ্যাং সদনং পুরুক্ষোঃ ॥২১॥

সর্বদা আমাদের পথ যেন সহজে বিচরণযোগ্য এবং সুলভ খাদ্যযুক্ত হয়ে থাকে। হে দেবগণ! ওষধিসকলকে মধুসিক্ত করে তোল। আমার সৌভাগ্য যেন, হে অগ্নি, তোমার মৈত্রীর মাধ্যমে নির্বিঘ্ন থাকে, যেন আমি অন্নসমৃদ্ধ/পশুসমৃদ্ধ সম্পদের আসন লাভ করতে পারি ॥২১॥

স্বদস্ব হব্যা সমিষো দিদীহ্যস্মদ্রযক্ সং মিমীহি শ্রবাংসি।
বিশ্বাঁ অগ্নে পৃৎসু তাঞ্জেষি শত্রূনহা বিশ্বা সুমনা দীদিহী নঃ ॥২২॥

হবিঃ উপভোগ কর, (হবিঃ-কে স্বাদু কর)। আমাদের খাদ্যকে/তেজকে সম্যক প্রদীপ্ত কর। আমাদের প্রতি সম্পূর্ণ খ্যাতি প্রেরণ কর। যুদ্ধে, হে অগ্নি! সকল শত্রুকে বিজয় কর। আমাদের জন্য প্রতিদিন সদয় আনুকূল্যে দীপ্তি বিতরণ কর ॥২২॥

(সূক্ত-৫৫)

বিশ্বদেবগণ দেবতা। বিশ্বামিত্রের পুত্র অথবা বাকের পুত্র প্রজাপতি ঋষি।
ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা -২২।

উষসঃ পূর্বা অধ যদ্ ব্যূষুর্মহদ্ বি জজ্ঞে অক্ষরং পদে গোঃ[১] ।
ব্রতা দেবানামুপ নু প্রভূষন্ মহদ্ দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥১॥

প্রথমতম উষাকালসমূহের উদ্ভাসনকালে, গাভীগণের গোষ্ঠে মহান, (ক্ষয়হীন) চিরন্তনের (সূর্যের?) জন্ম হয়েছিল। ফলত দেবগণের বিধানসমূহ কার্যকর হতে থাকে। দেবতাগণের মহান প্রভুত্ব একই রূপ ॥১॥

১. পদে গোঃ—আলোকের উৎপত্তিস্থলে—স্বর্গে বা অন্তরিক্ষে।

মো ষূ ণো অত্র জুহুরন্ত দেবা মা পূর্বে অগ্নে পিতরঃ পদজ্ঞাঃ ।
পুরাণ্যোঃ সদ্মনোঃ কেতুরন্তর্মহদ্ দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥২॥

দেবগণ যেন এখানে আমাদের প্রতি কোনও রূপ ক্ষতি না করেন হে অগ্নি, পূর্বতন পিতৃগণ, যাঁরা স্থান/বক্তব্য বিষয়ে অভিজ্ঞ অথবা উভয় প্রাচীন আবাসস্থলের মধ্যভাগে স্থিত (তোমার) পতাকা/চিহ্ন (যেন ক্ষতি না করেন)। দেবগণের মহান প্রভুত্ব একই রূপ ॥২॥

টীকা— উভয় প্রাচীন আবাস— দ্যৌঃ ও পৃথিবী যথাক্রমে দেবতা ও মানুষের আবাস।

বি মে পুরুত্রা পতয়ন্তি কামাঃ শম্যচ্ছা[১] দীদ্যে পূর্ব্যাণি ।
সমিদ্ধে অগ্নাবৃতমিদ্ বদেম মহদ্ দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥৩॥

আমার বাসনাসকল বিবিধদিকে ধাবিত হয়ে থাকে। কিন্তু আমি প্রাচীন যজ্ঞ কর্মসকলকেই প্রদীপ্ত করে থাকি। যখন অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছে আমরা যেন তখন কেবলমাত্র সত্য কথন করি। দেবগণের মহান প্রভুত্ব একই রূপ ॥৩॥

১. শম্যচ্ছা......পূর্বের যজ্ঞাদির প্রতি অপেক্ষা করি।

সমানো রাজা বিভৃতঃ পুরুত্রা শয়ে শয়াসু প্রযুতো বনানু ।
অন্যা বৎসং ভরতি ক্ষেতি মাতা মহদ্ দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥৪॥

সকলের একই অধিপতি (অগ্নি) বিবিধ স্থানে আবির্ভূত হয়েছেন, তিনি বিশ্রামের আধার শয্যায় (বেদিসকলে) শয়ন করেন; কাষ্ঠখণ্ডগুলিকে আশ্রয় করে বিস্তার লাভ করেন। অপর একজন শিশুকে পোষণ করেন; মাতা বিশ্রামরতা থাকেন। (অগ্নি প্রজ্বালনের অরণিদ্বয়)। দেবগণের মহান প্রভুত্ব একই রূপ ॥৪॥

আক্ষিৎ পূর্বাস্বপরা অনূরুৎ সদ্যো জাতাসু তরুণীষ্বন্তঃ ।
অন্তর্বতীঃ সুবতে অপ্রবীতা মহদ্ দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥৫॥

তিনি পূর্বতন সকলের (ওষধির) মধ্যে বর্তমান থেকেও নূতনগণের মধ্যে পুনরায় বর্ধিত হয়ে থাকেন। সদ্য উৎপন্ন কোমল (গুল্মাদির) মধ্যেও (বর্ধিত হয়ে থাকেন)। (গর্ভাধান হেতু) নিষিক্তা না হলেও অন্তঃস্থিত (অগ্নিকে) তাঁরা (ওষধিসকল) উৎপাদন করে থাকেন। দেবগণের মহান প্রভুত্ব একই রূপ ॥৫॥

টীকা— প্রথম পংক্তির তাৎপর্য্য— জীর্ণ প্রাচীন গুল্ম হতে নূতন জাত।

শয়ুঃ পরস্তাদধ নু দ্বিমাতা ঽবন্ধনশ্চরতি বৎস একঃ ।
মিত্রস্য তা বরুণস্য ব্রতানি মহদ্ দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥৬॥

যিনি বহূদূরে শায়িত ছিলেন সেই দুই মাতার সন্তান, একই বৎস এখন নিয়ন্ত্রণরহিতভাবে বিচরণ করে। এই সকল মিত্র এবং বরুণের বিধান। দেবগণের মহান প্রভুত্ব একই রূপ ॥৬॥

দ্বিমাতা হোতা বিদথেষু সম্রালন্বগ্রং চরতি ক্ষেতি বুধ্নঃ ।
প্র রণ্যানি রণ্যবাচো ভরন্তে মহদ্ দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥৭॥

দুই জননীর পুত্র, হোতা, যজ্ঞ সমূহের একক অধিপতি (তাঁর) শীর্ষভাগ (সমিধ সমূহে ব্যাপ্ত হয়ে) বিচরণ করে যখন মূলদেশ[১] স্থির বিদ্যমান থাকে। যাঁরা মিষ্টভাষী তাঁর প্রতি আনন্দময় (স্তোত্র সকল) আনয়ন করেন। দেবগণের ... ইত্যাদি ॥৭॥

১. মূলদেশ— যজ্ঞকর্মের ভিত্তিস্বরূপ।

শূরস্যেব যুধ্যতো অন্তমস্য প্রতীচীনং[১] দদৃশে বিশ্বমায়ৎ ।
[২]অন্তর্মতিশ্চরতি নিষ্‌ষিধং গোর্মহদ্ দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥৮॥

সমীপস্থিত যুদ্ধরত বীরের ন্যায় তাঁর প্রতি আগমনরত সকলকেই (তাঁর) অভিমুখে বর্তমান বলে বোধ হয়। স্তুতি গাভী (হতে জাত) হবিঃর (/দুগ্ধ বা ঘৃতের) সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে থাকে। দেবগণের মহান প্রভুত্ব একই রূপ ।।৮।।

১. প্রতীচীন— মুখোমুখি ভাবে দণ্ডায়মান।
২. অন্তর্মতিঃ ইত্যাদি—স্তুতি করার সঙ্গে সঙ্গে দুগ্ধ প্রভৃতি হব্য আহুতি দিতে হবে।

নি বেবেতি পলিতো দূত আস্বন্তর্মহাংশ্চরতি রোচনেন[১] ।
বপূংষি বিভ্রদভি নো বি চষ্টে মহদ্ দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥৯॥

ধূম্রবর্ণ সেই দূত (অগ্নি) তাদের (ওষধি/যজ্ঞবেদি?) মধ্যে বিশেষ ভাবে ব্যাপ্ত হয়ে থাকেন। সেই শক্তিমান প্রদীপ্ত প্রদেশের মধ্যে বিচরণ করে থাকেন। বিচিত্র রূপসমূহ ধারণ করে তিনি আমাদের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করেন। দেবগণের মহান প্রভুত্ব একই রূপ ।।৯।।

১. রোচনেন—সূর্যরূপে আকাশে বিচরণ করেন।

বিষ্ণুর্গোপাঃ পরমং পাতি পাথঃ প্রিয়া ধামান্যমৃতা দধানঃ ।
অগ্নিষ্টা বিশ্বা ভুবনানি বেদ মহদ্ দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥১০॥

বিষ্ণু, রক্ষাকর্তা, তাঁর প্রিয় অমৃতময় স্থান সকলকে ধারণ করতে করতে সর্বোত্তম প্রদেশকে রক্ষা করেন। অগ্নি এই সকল জগৎকে জ্ঞাত থাকেন। দেবগণের মহান প্রভুত্ব একই রূপ ।।১০।।

নানা চক্রাতে যম্যা বপূংষি তয়োরন্যদ্ রোচতে কৃষ্ণমন্যৎ ।
শ্যাবী চ যদরুষী চ স্বসারৌ মহদ্ দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥১১॥

সেই যুগ্ম (দিবা ও রাত্রি) বিস্ময়কর রূপ ধারণ করে থাকেন। তাদের একজন উজ্জ্বলবর্ণ, অপরজন কৃষ্ণবর্ণ। এবং তথাপি এই শ্যামলী ও দীপ্তিময়ী উভয়ে ভগ্নীদ্বয়। দেবগণের মহান প্রভুত্ব একই রূপ ।।১১।।

মাতা চ যত্র দুহিতা চ ধেনূ সবর্দুঘে ধাপয়েতে সমীচী ।
[১]ঋতস্য তে সদসীলে অন্তর্মহদ্ দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥১২॥

যেখানে অমৃতদাত্রী পয়স্বিনী গাভীদ্বয়, মাতা এবং কন্যাস্বরূপিণী হয়ে (দিবা ও রাত্রি) একত্রে দুগ্ধপান করায়, আমি সেই উভয়কে সশ্রদ্ধভাবে সত্যের পীঠস্থানে আবাহন করি দেবগণের মহান প্রভুত্ব একই রূপ ।।১২।।

১. ঋতস্য সদসি—যজ্ঞ বেদি।

অন্যস্যা বৎসং রিহতী মিমায় কয়া ভুবা নি দধে ধেনুরূধঃ ।
ঋতস্য সা পয়সাপিন্বতেলা মহদ্ দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥১৩॥

অপরের (যজ্ঞকাষ্ঠের/রাত্রির) বৎসকে (অগ্নি?) লেহন করে তিনি (হবিঃ/উষা) সোচ্চারে রেভণ করেন। সেই গাভী তাঁর পয়োভার কোনও স্থানে ন্যস্ত করেছেন? সত্যের দুগ্ধের দ্বারা এই ইলা[১] (হবিঃ) বর্ধিত হয়েছে। দেবগণের মহান প্রভুত্ব একই রূপ ।।১৩।।

১. ইলা—পৃথিবী? পয়ঃ—বৃষ্টি।

পদ্যা[১] বস্তে পুরুরূপা বপূংষ্যূর্ধ্বা তস্থৌ ত্র্যবিং রেরিহাণা ।
ঋতস্য সদ্ম বি চরামি বিদ্বান্ মহদ্ দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥১৪॥

ভূমি বহুবিচিত্ররূপে আবৃতা হয়ে থাকেন। তিনি উন্নতরূপে তাঁর সার্ধসংবৎসরবয়স্ক (বৎস) কে নিরন্তর লেহনরতভাবে বর্তমান থাকেন। তত্বজ্ঞাত আমি সত্যের আসনস্থানে বিচরণ করি—দেবগণের মহান প্রভুত্ব একই রূপ ।।১৪।।

১. পদ্যা—সায়ণাচার্যের অনুবাদে ঈশ্বরের পদ হতে জাত তাই পৃথিবী পদ্যা। ত্রি—অবি—সায়ণ মতে নিজ তেজে ত্রিভুবনকে যিনি ব্যাপ্ত করেন অর্থাৎ সূর্য।

[১]পদে ইব নিহিতে দস্মে অন্তস্তয়োরন্যদ্ গুহ্যমাবিরন্যৎ ।
সধ্রীচীনা পথ্যা সা বিষূচী মহদ্ দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥১৫॥

সেই যুগল এক দর্শনীয়/অত্যাশ্চর্য স্থানের অভ্যন্তরে সংরক্ষিত আছেন; তাঁদের একজন সংগুপ্ত, অপরজন প্রকটরূপে বর্তমান। (রাত্রি এবং উষা)। তাঁদের পৃথক পৃথক পথ একই লক্ষ্যাভিমুখী। দেবগণের মহান প্রভুত্ব একই রূপ ।।১৫।।

১. পদে ইব দস্মে—উষার আগমনে রাত্রি কোনও গোপন স্থানে নিহিত থাকেন আবার রাত্রির আগমনে উষাও সেইরূপ।

আ ধেনবো ধুনয়ন্তামশিশ্বীঃ সবর্দুঘাঃ শশয়া অপ্রদুগ্ধাঃ ।
নব্যানব্যা যুবতয়ো ভবন্তীর্মহদ্ দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥১৬॥

যেন বৎসরহিত গাভী সকল সর্বদিক (শব্দ)মুখর করে তোলে। (তারা) অমৃতরসদায়িনী, নিরন্তর অক্ষয়ভাবে (দুগ্ধ) দান করে। তারা সর্বদা নবীন এবং যৌবনসমন্বিত। দেবগণের মহান প্রভুত্ব একই রূপ ।।১৬।।

টীকা— নবঃ —জলভার সমৃদ্ধ মেঘ যা বৃষ্টি দেয়।

যদন্যাসু বৃষভো রোরবীতি সো অন্যস্মিন্ যূথে নি দধাতি রেতঃ।
স হি ক্ষপাবান্ ৎস ভগঃ স রাজা মহদ্ দেবানামসুরত্বমেকম্ ।।১৭।।

যদিও সেই বৃষ অন্য গাভী(যূথের) প্রতি গর্জন করে, অপর যূথ মধ্যে তার বীজ নিহিত হয়ে থাকে। কারণ সেই (বৃষই) পৃথিবীর রক্ষাকর্তা, স্বয়ং ভগ (সৌভাগ্য স্বরূপ), অধীশ্বর। দেবগণের মহান প্রভুত্ব একই রূপ ।।১৭।।

বীরস্য নু স্বশ্ব্যং জনাসঃ প্র নু বোচাম বিদুরস্য দেবাঃ।
ষোলহা যুক্তাঃ পঞ্চপঞ্চা বহন্তি মহদ্ দেবানামসুরত্বমেকম্ ।।১৮।।

হে মানবেরা, আমরা সেই বীরের অশ্বের সুষ্ঠু আধিক্যের কথা এখন ঘোষণা করব। দেবতারা এ বিষয়ে অবগত আছেন। ষড়্ভাগে সংযুক্ত অবস্থায় পঞ্চক পঞ্চক ভাবে তারা (ইন্দ্রকে) এই দিকে বহন করে আনে। দেবগণের মহান প্রভুত্ব একই রূপ ।।১৮।।

টীকা—ছয় অশ্ব—ছয় ঋতু অথবা পঞ্চক—হেমন্ত ও শিশির একত্রে পঞ্চ ঋতু।

দেবস্ত্বষ্টা সবিতা বিশ্বরূপঃ পুপোষ প্রজাঃ পুরুধা জজান।
ইমা চ বিশ্বা ভুবনান্যস্য মহদ্ দেবানামসুরত্বমেকম্ ।।১৯।।

দেব ত্বষ্টা, সর্বরূপধারী সবিতৃ বিবিধভাবে মানবজাতিকে সৃষ্টি করেন এবং সমৃদ্ধ করেন, এবং এই সকল ভূতজাত তাঁরই অধীন। দেবগণের মহান প্রভুত্ব একই রূপ ।।১৯।।

মহী সমৈরচ্চম্বা সমীচী উভে তে অস্য বসুনা ন্যৃষ্টে।
শৃণ্বে বীরো বিন্দমানো বসূনি মহদ্ দেবানামসুরত্বমেকম্ ।।২০।।

তিনি (ইন্দ্র) একত্রে বিপুল পরস্পর সংযুক্ত দুই পাত্রকে (দ্যাবাপৃথিবী) উন্নীত করেছেন। তারা উভয়েই তাঁর সম্পদে আকীর্ণ। সেই বীর ধন অর্জনের জন্য বিশ্রুত। দেবগণের মহান প্রভুত্ব একই রূপ ।।২০।।

ইমাং চ নঃ পৃথিবীং বিশ্বধায়া উপ ক্ষেতি হিতমিত্রো ন রাজা।
পুরঃসদঃ শর্মসদো ন বীরা মহদ্ দেবানামসুরত্বমেকম্ ।।২১।।

আমাদের এই পৃথিবীতে সকলের পোষণকারী (অগ্নি) নিবাস করেন সেই রাজার ন্যায় যিনি হিতৈষী বন্ধুগণ দ্বারা (বেষ্টিত) থাকেন, যাঁরা তাঁর সম্মুখে সুরক্ষার জন্য স্থিত বীরগণের ন্যায় বর্তমান থাকেন। দেবগণের মহান প্রভুত্ব একই রূপ ।।২১।।

নিষ্ষিধ্বরীস্ত ওষধীরুতাপো রয়িং ত ইন্দ্র পৃথিবী বিভর্তি।
সখায়স্তে বামভাজঃ স্যাম মহদ্ দেবানামসুরত্বমেকম্ ।।২২।।

ওষধি সকল এবং জলরাশি তোমার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে, পৃথিবী তোমার জন্য সম্পদ দান করে। হে ইন্দ্র! যেন আমরা তোমার মিত্ররূপে সম্পদের অংশ প্রাপ্ত হতে পারি। দেবগণের মহান প্রভুত্ব একই রূপ ।।২২।।

(সূক্ত-৫৬)

বিশ্বদেবগণ দেবতা। বিশ্বামিত্রের পুত্র অথবা বাকের পুত্র প্রজাপতি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৮।

ন তা মিনন্তি মায়িনো ন ধীরা ব্রতা দেবানাং প্রথমা ধ্রুবাণি।
ন রোদসী অদ্রুহা বেদ্যাভির্ন পর্বতা নিনমে তস্থিবাংসঃ ।।১।।

দেবগণের (কৃত) এই সকল মুখ্য এবং নিশ্চিত বিধানকে মায়াদক্ষ (ব্যক্তি)গণ অথবা বিদ্বানগণ (কেউ) অমান্য করেন না। যে দ্যুলোক ও ভূলোক অপ্রতিবন্ধ তাঁরা উভয়ে অথবা দৃঢ় অবস্থিত পর্বতগণ কেহই চাতুর্যজ্ঞান দ্বারা আনত হন না ।।১।।

টীকা— ভাষ্য—দেবগণের অবস্থান অপরিবর্তনীয়। পৃথিবী স্বর্গ বা পর্বতশ্রেণির মতো দেবতারা অবিচল।

ষড় ভারাঁ একো অচরন্ বিভর্ত্যৃতং বর্ষিষ্ঠমুপ গাব আগুঃ।
তিস্রো মহীরুপরাস্তস্থুরত্যা গুহা দ্বে নিহিতে দর্শ্যেকা ।।২।।

সেই এক অবিচলিতভাবে ছয় প্রকার ভার বহন করেন। গাভী সকল সেই পরম সত্যের অভিমুখে গমন করে। নিকটে তিন মহিমাময়ী নারী অবস্থান করেন যাঁরা দ্রুত বিচরণশীলা, (তাঁদের) দুই জন সংগোপনে স্থিতা, একজন প্রত্যক্ষগোচরা ।।২।।

টীকা— শ্লোকার্থ অস্পট। সায়ণ বলেন, এখানে 'এক' বলতে সংবৎসরকে বোঝান হয়েছে, ছয় ঋতুকে যে ধারণ করে। তিন নারী—স্বর্গ, অন্তরিক্ষ ও পৃথিবী।

ত্রিপাজস্যো বৃষভো বিশ্বরূপ উত ত্র্যুধা পুরুধ প্রজাবান্ ।
ত্র্যনীকঃ পত্যতে মাহিনাবান্ ৎস রেতোধা বৃষভঃ শশ্বতীনাম্ ।।৩।।

সেই বৃষ যিনি সকল আকৃতি ধারণ করেন। যিনি তিনটি জঙ্ঘা/বক্ষঃস্থল এবং তিনটি পয়োধরের অধিকারী এবং বহু সংখ্যক অপত্যবান। তিনি মহাশক্তিধর, তিন প্রকার রূপধারণ করে আধিপত্য করেন। সেই বৃষ প্রত্যেক স্ত্রী জাতীয়ের (ওষধি?) গর্ভ সঞ্চারক ।।৩।।

অভীক আসাং পদবীরবোধ্যাদিত্যানামহ্বে চারু নাম ।
আপশ্চিদস্মা অরমন্ত দেবীঃ পৃথগ্ ব্রজন্তীঃ পরি ষীমবৃঞ্জন্ ।।৪।।

তাদের (ওষধির?) সমীপে যখন অনুগমনকারী তিনি[১] সচেতন হয়েছিলেন তখন আদিত্যগণের প্রিয় নাম আবাহন করেছিলেন। দিব্য জলরাশিও তাঁকে (দর্শনের জন্য) বিরতগতি হয়েছিলেন। পৃথক পৃথক দিকে অগ্রসর হতে হতে তাঁরাও তাঁকে ঘিরে অবনত হয়েছিলেন ।।৪।।

১. তিনি—অগ্নি।

ত্রী ষধস্থা সিন্ধবস্ত্রিঃ কবীনামুত ত্রিমাতা বিদথেষু সম্রাট্ ।
ঋতাবরীর্যোষণাস্তিস্রো অপ্যাস্ত্রিরা দিবো বিদথে পত্যমানাঃ ।।৫।।

জ্ঞানী দেবগণের তিনবার তিন প্রকার আসন (বর্তমান থাকে) হে নদিগণ। যজ্ঞস্থলের অধীশ্বর (অগ্নি)র তিন জন মাতা বিদ্যমান। জলের পবিত্র কন্যকা (সংখ্যায়) তিনজন; আমাদের যজ্ঞস্থলে দিবসে তিনবার আধিপত্য করে থাকেন ।।৫।।

টীকা— তিনকন্যা—ইলা, সরস্বতী ও ভারতী—সায়ণাচার্য।

ত্রিরা দিবঃ সবিতর্বার্যাণি দিবেদিব আ সুব ত্রির্নো অহ্নঃ ।
ত্রিধাতু রায় আ সুবা বসূনি ভগ ত্রাতর্ধিষণে সাতয়ে ধাঃ ।।৬।।

দিবস মধ্যে তিনবার, প্রতিদিন, হে সবিতৃদেব আমাদের প্রতি আশীঃ বর্ষণ কর প্রত্যহ তিনবার। হে ভগ! হে রক্ষাকর্তা! তিনগুণ ধন ও সম্পদ এখানে বর্ষণ কর! উভয় লোককে আমাদের সমৃদ্ধির জন্য প্রস্তুত করে দাও ।।৬।।

ত্রিরা দিবঃ সবিতা সোষবীতি রাজানা মিত্রাবরুণা সুপাণী ।
আপশ্চিদস্য রোদসী চিদুর্বী রত্নং ভিক্ষন্ত সবিতুঃ সবায় ।।৭।।

দিবস মধ্যে তিনবার সবিতা এবং শোভন হস্তসমন্বিত দুই রাজা, মিত্র ও বরুণ প্রাচুর্য বর্ষণ করে থাকেন। অপি চ জলরাশি এবং বিস্তৃত লোকদ্বয় (দ্যাবা পৃথিবী) তাঁর সম্পদ প্রার্থনা করেন যেন সবিতা (তা) প্রেরণ করেন ।।৭।।

ত্রিরুত্তমা দূণশা রোচনানি ত্রয়ো রাজন্ত্যসুরস্য বীরাঃ[১] ।
ঋতাবান ইষিরা দূলভাসস্ত্রিরা দিবো বিদথে সন্তু দেবাঃ ।।৮।।

অত্যুজ্জ্বল শ্রেষ্ঠ লোকের (সংখ্যা) তিন, (সেই সকল লোক) দুর্গম; সেই স্থানে ঈশ্বরের তিনজন বীর প্রভুত্ব করেন/দীপ্ত থাকেন। সত্যসন্ধ, প্রাণময়, অপ্রতিরোধ্য। যেন স্বর্গ হতে দেবগণ তিনবার আমাদের যজ্ঞে আগমন করেন ।।৮।।

১. অসুরস্য বীরাঃ—অগ্নি, বায়ু, সূর্য—সায়ণ ভাষ্য।

(সূক্ত-৫৭)

বিশ্বদেবগণ দেবতা। গাথিনো বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৬।

প্র মে বিবিক্বাঁ অবিদন্মনীষাং ধেনুং চরন্তীং প্রযুতামগোপাম্ ।
সদ্যশ্চিদ্ যা দুদুহে ভূরি ধাসেরিন্দ্রস্তদগ্নিঃ পনিতারো অস্যাঃ ।।১।।

যিনি বিশেষভাবে বিচার করেছেন তিনি আমার অনুপ্রেরিত ধী-কে প্রকৃষ্টভাবে জেনেছেন একটি গাভীর মত যা গোপালক ছাড়াই দূরে দূরে সঞ্চরণ করে। যে (গাভী) তৎক্ষণেই অপর্যাপ্ত অন্ন (দুগ্ধ) দান করেছেন; সেই জন্য ইন্দ্র এবং অগ্নি তার প্রশস্তি করেন ।।১।।

টীকা—সায়ন ভাষ্য ও Wilson —যেন বিবেচনাকারী ইন্দ্র আমার দেববিষয়ক স্তুতিকে জেনে থাকেন। গাভী—বাক্/প্রার্থনাও স্তুতি।

ইন্দ্রঃ সু পূষা বৃষণা সুহস্তা দিবো ন প্রীতাঃ শশয়ং দুদুহ্রে ।
বিশ্বে যদস্যাং রণয়ন্ত দেবাঃ প্র বোঽত্র বসবঃ সুম্নমশ্যাম্ ॥২।।

ইন্দ্র এবং পূষণ দুই শক্তিধর/কাম্য ফল বর্ষক; এবং কল্যাণকর হস্তসমন্বিত প্রসন্ন হয়ে অনিঃশেষে (সেই গাভীরা= প্রার্থনা) দুগ্ধ দান করেন যেন স্বর্গের (দুগ্ধধারা)। এই স্তুতিতে যখন সকল দেবগণ প্রসন্ন হয়ে থাকেন তখন যেন আমি তোমাদের আশীঃ লাভ করতে পারি হে বসুগণ ।।২।।

যা জাময়ো বৃষ্ণ ইচ্ছন্তি শক্তিং নমস্যন্তীর্জানতে গর্ভমস্মিন্ ।
অচ্ছা পুত্রং ধেনবো বাবশানা মহশ্চরন্তি বিভ্রতং বপূংষি ॥৩।।

যে ভগিনীগণ বৃষভের[১] (শক্তিমানের/ফলবর্ষকের) জন্য সামর্থ্য ইচ্ছা করেন তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর অন্তঃস্থিত গর্ভসঞ্চারশক্তি বিষয়ে অবহিত থাকেন। গাভীযূথ সরবে অত্যাশ্চর্য রূপসমূহধারী সেই বৎসের অভিমুখে আগমন করে ।।৩।।

১. বৃষভ—অগ্নি; ভগিনীগণ –অগ্নি প্রজ্বলনের জন্য ব্যবহৃত অঙ্গুলি সকল; গর্ভম্—অগ্নির ফলপ্রসূশক্তি। অথবা সায়ণ ভাষ্য অনুসারে-বৃষভ—ইন্দ্র, ভগিনীগণ— ওষধিসকল, গাভীসকল—লতাগুল্ম।

অচ্ছা বিবক্মি রোদসী সুমেকে গ্রাব্ণো যুজানো অধ্বরে মনীষা ।
ইমা উ তে মনবে ভূরিবারা ঊর্ধ্বা ভবন্তি দর্শতা যজত্রাঃ ॥৪।।

আমি শোভন আকৃতিযুক্ত দ্যৌ ও পৃথিবীকে আবাহন করি, যখন আমি যজ্ঞস্থলে আমার ধী দ্বারা অভিষবন-গ্রাবগুলিকে সংযোজনে রত থাকি; এইস্থানে তোমার এই (উষা সকল?/শিখা সকল?) যা মানুষকে প্রাচুর্য দান করে উন্নীত অবস্থায় যজ্ঞের উপযুক্তভাবে দর্শনযোগ্য রূপে স্থিত থাকে ।।৪।।

যা তে জিহ্বা মধুমতী সুমেধা অগ্নে দেবেষূচ্যত উরূচী ।
তয়েহ বিশ্বাঁ অবসে যজত্রানা সাদয় পায়য়া চা মধূনি ॥৫।।

অগ্নি, তোমার মধু-স্বাদী জিহ্বা, যা বিশেষ রূপে জ্ঞানী, যা দেবগণের মধ্যেও বহু বিস্তৃতরূপে কথিত, তার সাহায্যে এই সকল যজনীয়গণকে আমাদের সহায়তার জন্য এই স্থানে উপবেশন করতে দাও এবং তাদের সুমিষ্ট (রস) পান করতে দাও ।।৫।।

যা তে অগ্নে [১]পর্বতস্যেব ধারাসশ্চন্তী পীপয়দ্ দেব চিত্রা ।
তামস্মভ্যং প্রমতিং জাতবেদো বসো রাস্ব সুমতিং বিশ্বজন্যাম্ ॥৬।।

তোমার যা কিছু অগ্নি, অনিঃশেষ এবং সমুজ্জ্বল রূপে পর্বত হতে (প্রবাহিত) প্রবাহের ন্যায় উচ্ছ্বসিত হবে, হে জাতবেদস্, আমাদের প্রতি সেই প্রকৃষ্ট আনুকূল্য দান কর। হে বসু (অত্যুত্তম), সকলজনের প্রতি তোমার সদয় অনুগ্রহ দান কর ।।৬।।

১. পর্বতস্যেব ধারা—মেঘ হতে প্রবাহিত বৃষ্টি—সায়ণ ভাষ্য।

(সূক্ত-৫৮)

অশ্বিনদ্বয় দেবতাগণ। গাথিনো বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৯।

ধেনুঃ প্রত্নস্য কাম্যং দুহানা ঽন্তঃ পুত্রশ্চরতি দক্ষিণায়াঃ ।
আ দ্যোতনিং বহতি শুভ্রযামোষসঃ স্তোমো অশ্বিনাবজীগঃ ॥১।।

গাভী (উষা?) পুরাতনকালের আকাঙ্ক্ষিত (দুগ্ধ) ক্ষরণ করছেন; দক্ষিণার (যজ্ঞীয় দান) পুত্র (অগ্নি?) তাদের মধ্যে বিচরণ করছেন। সেই উজ্জ্বল রথের/পথের গমনকারিণী এখানে দীপ্তি বহন করে আনছেন; উষার স্তুতি অশ্বিনদ্বয়কে জাগরিত করেছে ।।১।।

সুযুগ্ বহন্তি প্রতি বামৃতেনোর্ধ্বা ভবন্তি পিতরেব মেধাঃ ।
জরেথামস্মদ্ বি পণের্মনীষাং যুবোরবশ্চকৃমা[১] যাতমর্বাক্ ॥২।।

সুষ্ঠুভাবে সংযোজিত সত্যের বিধান দ্বারা তারা তোমাদের এই স্থানের প্রতি বহন করে। আমাদের যজ্ঞাহুতিসকল ঊর্ধ্বে যেন পিতামাতার প্রতি গমন করে। আমাদের নিকট হতে (পণিদের) বিদেশী দুষ্টগণের বুদ্ধিকে বিশেষভাবে অপসারণ কর এবং এই স্থানে তোমাদের উভয়ের সহায়তা নিহিত কর। এই পথে আমাদের প্রতি আগমন কর ।।২।।

১. যুবোরবশ্চকৃমা—তোমাদের প্রতি আমরা হবিঃ প্রদান করেছি—সায়ণভাষ্য।

সুযুগ্‌ভিরশ্বৈঃ সুবৃতা রথেন দস্রাবিমং শৃণুতং শ্লোকমদ্রেঃ ।
কিমঙ্গ বাং প্রত্যবর্তিং গমিষ্ঠাহুর্বিপ্রাসো অশ্বিনা পুরাজাঃ ॥৩।।

সুষ্ঠু সংযোজিত অশ্বসকল এবং সুষ্ঠু আবর্তনকারী রথের দ্বারা হে অদ্ভুতকর্মাদ্বয় এই সবনগ্রাবের স্তোত্র শ্রবণ কর। প্রাচীনকালে জাত ঋষিগণ কি বলেন নি যে তোমরা উভয়েই, ওহে অশ্বিনদ্বয়, বিপদের প্রতি ক্ষিপ্রতমভাবে আগমন করে থাক! ।।৩।।

আ মন্যেথামা গতং কচ্চিদেবৈর্বিশ্বে জনাসো অশ্বিনা হবন্তে ।
ইমা হি বাং গোঋজীকা মধূনি প্র মিত্রাসো ন দদুরুস্রো অগ্রে ॥৪।।

আমাদের প্রতি অবধান কর, আমাদের প্রতি আগমন কর। কেমন ভাবে নিজ নিজ রীতিতে—সকল মানব অশ্বিনদ্বয়কে আবাহন করে থাকে। কারণ সখাগণের ন্যায় তাঁরা (ঋত্বিগ্‌ গণ) এই মধু, গাভী (দুগ্ধ) মিশ্রিত করে নিবেদন করেছেন তোমাদের প্রতি, উজ্জ্বলতার (উষার) সূচনাকালে ।।৪।।

তিরঃ পুরূ চিদশ্বিনা রজাংস্যাঙ্গূষো বাং মঘবানা জনেষু ।
এহ যাতং পথিভির্দেবযানৈর্দস্রাবিমে বাং নিধয়ো মধূনাম্ ॥৫।।

এইভাবে বহু স্থান উত্তীর্ণ হয়ে হে অশ্বিনদ্বয়, জনতার মধ্যে তোমাদের স্তুতি সোচ্চারে ঘোষিত হয়, হে ধনবানদ্বয়; যে সকল পথ দেবতাদের অভিমুখে গমন করে তার দ্বারা এই স্থানের প্রতি আগমন কর। হে শত্রুনাশকদ্বয়, এই মধুরসের সকল সঞ্চয় তোমাদের জন্য ।।৫।।

পুরাণমোকঃ সখ্যং শিবং বাং যুবোর্নরা দ্রবিণং জহ্নাব্যাম্[১] ।
পুনঃ কৃণ্বানাঃ সখ্যা শিবানি মধ্বা মদেম সহ নূ সমানাঃ ॥৬।।

তোমাদের বাসগৃহ পুরাতন, তোমাদের সখ্য কল্যাণকর; হে বীরদ্বয়, তোমাদের সম্পদ জহ্নু-পত্নীর (গৃহে) অবস্থিত। পুনরায় একবার তোমাদের মঙ্গলময় মৈত্রী আমাদের জন্য রচনা করে আমরা যেন একত্রভাবে মধুরসের মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করি ।।৬।।

১. জহ্নব্যাম্— কুশিকবংশের পূর্বপুরুষ জহ্নু।

অশ্বিনা বায়ুনা যুবং সুদক্ষা নিযুদ্ভিশ্চ সজোষসা যুবানা ।
নাসত্যা [১]তিরোঅহ্ন্যং জুষাণা সোমং পিবতমস্রিধা সুদানূ ॥৭।।

হে শোভনশক্তিধর অশ্বিনদ্বয়, যুবা অবস্থায় বায়ুর সঙ্গে এবং তোমাদের সহচরগণের সঙ্গে যুগপৎ, হে নাসত্যদ্বয়, এক দিবসের পুরাতন এই সোমরস পান কর। আনন্দ উপভোগ কর এবং অবিচলিত হয়ে থাক হে উদার দাতাদ্বয় ।।৭।।

১. তিরোঅহ্ন্য সোম—যে সোমরস পূর্বদিনেরও পূর্বদিনে নিষ্পেষিত হয়েছে, এবং মাদক হয়ে উঠেছে।

অশ্বিনা পরি বামিষঃ পুরূচীরীযুর্গীর্ভির্যতমানা অমৃধ্রাঃ ।
রথো হ বামৃতজা অদ্রিজূতঃ পরি দ্যাবাপৃথিবী যাতি সদ্যঃ ॥৮।।

হে অশ্বিনদ্বয়, তোমাদের উভয়ের প্রতি বহুবিধ হবিঃ(অন্নাদি) স্তুতি সহযোগে অব্যাহতভাবে আনীত হয়েছে। তোমাদের ন্যায়বিধান হতে উৎপন্ন রথ যা সবনের প্রস্তর দ্বারা গতিসম্পন্ন (হয়ে থাকে) তা ক্ষণমাত্রে দ্যাবা পৃথিবীকে বেষ্টন করে ভ্রমণক্ষম ।।৮।।

অশ্বিনা মধুষুত্তমো যুবাকুঃ সোমস্তং পাতমা গতং দুরোণে ।
রথো হ বাং ভূরি বর্পঃ করিক্রত সুতাবতো নিষ্কৃতমাগমিষ্ঠঃ ॥৯।।

হে অশ্বিনদ্বয়! তোমাদের (অধিকৃত) সোম, মধুময় অভিষুত সোমের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—তোমরা সেই রস পান করে আমাদের আবাসে আগমন কর। তোমাদের রথ, যা বারংবার বিবিধ বিচিত্র রূপ ধারণ করে, অভিষবনকারীর নির্দিষ্ট স্থানে সর্বপ্রথমে আগমন করে ।।৯।।

(সূক্ত-৫৯)

মিত্র দেবতা। গাথিনো বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, ৬-৯, গায়ত্রী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৯।

মিত্রো জনান্ যাতয়তি ব্রুবাণো মিত্রো দাধার পৃথিবীমুত দ্যাম্ ।
মিত্রঃ কৃষ্টীরনিমিষাভি চষ্টে মিত্রায় হব্যং ঘৃতবজ্জুহোত ॥১॥

বাচনরত মিত্র মানবগণকে (কর্মে) প্রণোদিত করে থাকেন, মিত্র পৃথিবী ও দ্যুলোক উভয়কে ধারণ করেন। মিত্র অপলকচক্ষে জনগোষ্ঠীসকলকে অবলোকন করেন। মিত্রের প্রতি ঘৃতাহুতি প্রদান কর ॥১॥

প্র স মিত্র মর্তো অস্তু প্রয়স্বান্ যস্ত আদিত্য শিক্ষতি ব্রতেন ।
ন হন্যতে ন জীয়তে ত্বোতো নৈনমংহো অশ্নোত্যন্তিতো ন দূরাৎ ॥২॥

হে মিত্র সেই মানব যেন প্রধান হয়ে থাকে যে তোমার প্রতি প্রীতিকর হব্য আনয়ন করে, হে আদিত্য, যে তোমার পবিত্র ন্যায়ের অনুসরণ কার্য করে। তোমার সহায়তাপ্রাপ্ত সে আহত অথবা পরাজিত হয় না, নিকট হতে বা দূর হতে কোন বিপদ/পাপ তাকে ব্যাপ্ত করতে পারে না ॥২॥

অনমীবাস ইলয়া মদন্তো মিতজ্ঞবো বরিমন্না পৃথিব্যাঃ ।
আদিত্যস্য ব্রতমুপক্ষিয়ন্তো বয়ং মিত্রস্য সুমতৌ স্যাম ॥৩॥

ব্যাধিবর্জিত এবং হব্যযোগে প্রসন্ন (হয়ে), বিস্তৃত ভূমিতলে জানুদেশ (দৃঢ়ভাবে) স্থাপন করে, আদিত্যের বিধানকে অনুগমন করে আমরা মিত্রের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়ে থাকব ॥৩॥

অয়ং মিত্রো নমস্যঃ সুশেবো রাজা সুক্ষত্রো অজনিষ্ট বেধাঃ ।
তস্য বয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়স্যাऽপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম ॥৪॥

এই মিত্র মাননীয় এবং মঙ্গলময়, শোভন প্রদেশের রাজা এবং বিধানদাতারূপে জাত হয়েছেন। আমরা সেই যজনীয়ের আনুকূল্য এবং সমৃদ্ধিজনক করুণা যেন প্রাপ্ত হতে পারি ॥৪॥

মহাঁ আদিত্যো নমসোপসদ্যো যাতয়জ্জনো গৃণতে সুশেবঃ ।
তস্মা এতৎ পন্যতমায় জুষ্টমগ্নৌ মিত্রায় হবিরা জুহোত ॥৫॥

সেই মহান আদিত্যের সমীপে শ্রদ্ধাভরে উপস্থিত হতে হয়; তিনি মানবগণকে প্রেরিত করে থাকেন, তিনি স্তুতিকারের প্রতি অনুকূল। সেই সর্বশ্রেষ্ঠ স্তুতিযোগ্য মিত্রের প্রতি তাঁর প্রিয় হব্য অগ্নিতে আহুতি দাও ॥৫॥

মিত্রস্য চর্ষণীধৃতো হবো দেবস্য সানসি ।
[১]দ্যুম্নং চিত্রশ্রবস্তমম্ ॥৬॥

যিনি মানবজাতিকে সহায়তা করে থাকেন, সেই মিত্র-দেবের অনুগ্রহ সমৃদ্ধিজনক, অতিশয় উজ্জ্বল খ্যাতির দীপ্তি বিতরণ করে ॥৬॥

১. দ্যুম্ন—ধন—সায়ণাচার্য।

অভি যো মহিনা দিবং মিত্রো বভূব সপ্রথাঃ ।
অভি শ্রবোভিঃ পৃথিবীম্ ॥৭॥

বহুভাবে বিস্তারিত মিত্র তাঁর মহিমার মাধ্যমে স্বর্গকে অতিক্রম করেন এবং পৃথিবীকে তাঁর খ্যাতির দ্বারা অতিক্রম করেন ॥৭॥

মিত্রায় [১]পঞ্চ যেমিরে জনা অভিষ্টিশবসে ।
স দেবান্ বিশ্বান্ বিভর্তি ॥৮॥

আধিপত্যের ক্ষমতাবান মিত্রের প্রতি পঞ্চজনেরা আনত হয়ে থাকেন (কারণ) তিনি সকল দেবতাকে ধারণ করেন ॥৮॥

১. পঞ্চজনাঃ— সকল আর্য্য জনগণ।

মিত্রো দেবেষ্বায়ুষু জনায় বৃক্তবর্হিষে ।
ইষ ইষ্টব্রতা অকঃ ॥৯॥

দেবগণের প্রতি, সকল জীবিত মানবের প্রতি, কুশচ্ছেদনকারী জনের প্রতি মিত্র তাঁর অভীষ্ট বিধান অনুসারে অন্ন প্রদান করেন ॥৯॥

(সূক্ত-৬০)

ঋভুগণ,৪-৭ইন্দ্র ও ঋভুগণ দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। জগতী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৭।

ইহেহ বো মনসা বন্ধুতা[১] নর উশিজো জগ্মুরভি তানি বেদসা ।
যাভির্মায়াভিঃ প্রতিজূতিবর্পসঃ সৌধন্বনা যজ্ঞিয়ং ভাগমানশ ॥১॥

এই এই সকল স্থানে, তাঁদের মানসিক আত্মীয়তাবশত, তাঁদের জ্ঞানযোগে, ঋত্বিগ্‌গণ এই সকল (কর্মের) প্রতি উপস্থিত হয়েছেন হে মানবগণ। যে সকল বিস্ময়কর কর্ম দ্বারা, হে সুধন্বন পুত্রগণ! দ্রুত (ভিন্ন) আকৃতি পরিগ্রহ করে তোমরা যজ্ঞীয় ভাগ প্রাপ্ত হয়েছ ।।১।।

১. বন্ধুতা—ঋভুগণ জন্মগতভাবে মানব হওয়া সত্ত্বেও যজ্ঞের অংশ ভোগ করার ফলে দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

যাভিঃ শচীভিশ্চমসাঁ অপিংশত যয়া ধিয়া গামরিণীত চর্মণঃ ।
যেন হরী মনসা নিরতক্ষত তেন দেবত্বমৃভবঃ সমানশ ॥২॥

যে ক্ষমতার দ্বারা তোমরা চমস্‌গুলিকে (যজ্ঞপাত্র বিঃ) নির্মাণ করেছিলে; যে মনীষার সাহায্যে তোমরা গোপনস্থান হতে গাভীসকলকে (দুগ্ধ) প্রবাহিত করিয়েছিলে, যে চিন্তার মাধ্যমে তোমরা পিঙ্গল অশ্বদ্বয়কে নির্মাণ করেছিলে—সেই (সকলের) মাধ্যমে, হে ঋভুগণ, তোমরা সম্পূর্ণভাবে দেবত্ব লাভ করেছিলে ।।২।।

ইন্দ্রস্য সখ্যমৃভবঃ সমানশুর্মনোর্নপাতো অপসো দধন্বিরে ।
সৌধন্বনাসো অমৃতত্বমেরিরে বিষ্ট্বী শমীভিঃ সুকৃতঃ সুকৃত্যয়া ॥৩॥

ঋভুগণ ইন্দ্রের মৈত্রী প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মনুর সন্তানগণ দক্ষতার সঙ্গে সেই কর্ম সম্পাদন করেছিলেন। সুষ্ঠু কর্মের মাধ্যমে পুণ্যবন্ত সুধন্বনের পুত্রগণ পবিত্র কর্ম দ্বারা পরিচর্যার মাধ্যমে অমরত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন ।।৩।।

ইন্দ্রেণ যাথ সরথং সুতে সচাঁ অথো বশানাং ভবথা সহ শ্রিয়া ।
ন বঃ প্রতিমৈ সুকৃতানি বাঘতঃ সৌধন্বনা ঋভবো বীর্যাণি চ ॥৪॥

যখন সোমরস অভিষুত হয় তোমরা ইন্দ্রের সঙ্গে একই রথে আগমন কর, অনন্তর তোমাদের ইচ্ছাসকল মহিমার সঙ্গে পূর্ণ হয়। তোমাদের সুষ্ঠু যজ্ঞীয় কর্মসকল অতুলনীয় হে স্তোতৃবৃন্দ! সুধন্বন পুত্রগণ তোমাদের বীর কর্ম ও (অপ্রতিম) ।।৪।।

ইন্দ্র ঋভুভির্বাজবদ্ভিঃ সমুক্ষিতং সুতং সোমমা বৃষস্বা গভস্ত্যোঃ ।
ধিয়েষিতো মঘবন্ দাশুষো গৃহে সৌধন্বনেভিঃ সহ মৎস্বা নৃভিঃ ॥৫॥

হে ইন্দ্র, বলবান/অন্নবান ঋভুগণের সঙ্গে অভিষুত এবং যথাযথভাবে সিঞ্চিত সোমরস তোমার দুই হস্ত দ্বারা সম্যক ক্ষরিত কর। (অথবা (ঋত্বিগ্‌গণের) দুই হস্তে অভিষুত ও সিঞ্চিত সোমরস দ্বারা নিজেকে সিক্ত কর।) হে ধনবান (ইন্দ্র), স্তুতির দ্বারা অনুপ্রেরিত হয়ে হবির্দাতা (যজমানের) গৃহে সুধন্বনের পুত্রগণ, সেই (শ্রেষ্ঠ) মানবগণের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ কর ।।৫।।

ইন্দ্র ঋভুমান্ বাজবান্ মৎেস্‌হ নো ঽস্মিন্ ৎসবনে শচ্যা পুরুষ্টুত ।
ইমানি তুভ্যং স্বসরাণি যেমিরে ব্রতা দেবানাং মনুষশ্চ ধর্মভিঃ ॥৬॥

হে ইন্দ্র, ঋভুগণের সঙ্গে বলবান/অন্নবান রূপে এইস্থানে আমাদের কৃত এই সবনে, হে বহুধাস্তুত, তোমার কর্মের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ কর। এই সকল আবাসস্থল দেবগণের বিধান অনুসারে এবং মানবগণের ধর্ম অনুসারে তোমার অভিমুখী হয়েছে ।।৬।।

ইন্দ্র ঋভুভির্বাজিভির্বাজয়ন্নিহ স্তোমং জরিতুরুপ যাহি যজ্ঞিয়ম্ ।
শতং কেতেভিরিষিরেভিরায়বে সহস্রণীথো অধ্বরস্য হোমনি ॥৭॥

হে ইন্দ্র, বলবান/ অন্নবান ঋভুগণের সঙ্গে যুগপৎ তোমার সহায়তা দ্বারা স্তোতার এই যজ্ঞীয় স্তুতির বল সম্পাদন করতে করতে আগমন কর। তোমার জীবিত (মানুষের/যজমানের) জন্য শতসংখ্যক সঞ্জীবক আহ্বানের মাধ্যমে আগমন কর। সহস্র সংখ্যক (বহুসংখ্যক) কার্যকৌশল দ্বারা যজ্ঞকর্মে উপস্থিত হও ।।৭।।

(সূক্ত-৬১)

৬১ সূক্ত॥ উষা দেবতা। গথিনো বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৭।

উষো বাজেন বাজিনি প্রচেতাঃ স্তোমং জুষস্ব গৃণতো মঘোনি ।
পুরাণী দেবি যুবতিঃ পুরংধিরনু ব্রতং চরসি বিশ্ববারে ॥১॥

হে উষস্, তুমি শক্তির দ্বারা শক্তিময়ী (/ধনের দ্বারা ধনবতী), হে মহীয়সী—প্রকৃষ্ট জ্ঞানবতী তুমি স্তোতার প্রশস্তি গ্রহণ কর। হে দেবী! অতীতকালের যুবতীর ন্যায় ধীমতী তুমি (ন্যায়ের) বিধান অনুসারে বিচরণ কর, তুমি সকল সম্পদদায়িনী/সকলের বরণীয়া ।।১।।

উষো দেব্যমর্ত্যা বি ভাহি চন্দ্ররথা সূনৃতা ঈরয়ন্তী।
আ ত্বা বহন্তু সুযমাসো অশ্বা হিরণ্যবর্ণাং পৃথুপাজসো যে ॥২॥

হে দেবী উষস্! মৃত্যুহীনা তুমি তোমার উজ্জ্বল রথে মধুর বচন উচ্চারণ করতে করতে বিশেষভাবে দীপ্তি বিকীর্ণ কর। তোমার অশ্ব সকল ব্যাপক দীপ্তির অধিকারী, সম্যক নিয়ন্ত্রিত হয়ে, তোমাকে, স্বর্ণের ন্যায় বর্ণময়ীকে যেন এই স্থান অভিমুখে বহন করে আনে ॥২॥

উষঃ প্রতীচী ভুবনানি বিশ্বোর্ধ্বা তিষ্ঠস্যমৃতস্য কেতুঃ।
সমানমর্থং চরণীয়মানা চক্রমিব নব্যস্যা ববৃৎস্ব ॥৩॥

হে উষা, সকল ভূতজাতের সম্মুখীন অবস্থায় তুমি যেন অমৃতের[১] ধ্বজরূপে উচ্চে অবস্থান কর। (পুরাতনী উষাগণের ন্যায়) তুমি একই লক্ষ্যের প্রতি অগ্রসর হতে হতে যেন এক চক্রের ন্যায়, হে নূতনী (উষস্) আবর্তন করতে থাক ॥৩॥

১. অমৃত=সূর্য।

অব স্যূমেব চিন্বতী[১] মঘোন্যুষা যাতি স্বসরস্য পত্নী।
স্বর্জনন্তী সুভগা সুদংসা আন্তাদ্ দিবঃ পপ্রথ আ পৃথিব্যাঃ ॥৪॥

নিয়ন্ত্রণরশ্মি/বস্ত্রকে শিথিলবন্ধন করে যেন সেই ধনবতী উষা, আবাসস্থানের অধিকর্ত্রী, অগ্রসর হয়ে থাকেন। আলোক সৃষ্টি করে, সেই কল্যাণময়ী, শোভন ক্ষমতার অধিকারিণী (উষা) দ্যুলোক ও ভূলোকের সীমা পর্যন্ত (নিজেকে) বিস্তারিত করেছেন ॥৪॥

১. অব স্যূমেব চিন্বতী—সম্ভবতঃ আলোকরশ্মি প্রসারিত করা।

অচ্ছা বো দেবীমুষসং বিভাতীং প্র বো ভরধ্বং নমসা সুবৃক্তিম্।
উর্ধ্বং মধুধা দিবি পাজো অশ্রেৎ প্র রোচনা রুরুচে রণ্বসংদৃক্ ॥৫॥

জ্যোতির্ময়ী দেবী উষার প্রতি সশ্রদ্ধভাবে শোভননির্মিত (প্রশস্তি) প্রকৃষ্টরূপে (পাঠ) কর। সেই মধুধারয়িত্রী তাঁর ঔজ্জ্বল্য আকাশলোকে স্থাপন করেছেন এবং সেই আনন্দদায়িনী দর্শনীয়া (দেবী) জ্যোতির্ময়লোকে দীপ্তি বিস্তার করেছেন ॥৫॥

ঋতাবরী দিবো অর্কৈরবোধ্যা রেবতী রোদসী চিত্রমস্থাৎ।
আয়তীমগ্ন উষসং বিভাতীং বামমেষি দ্রবিণং ভিক্ষমাণঃ ॥৬॥

সেই পবিত্র/সত্যসন্ধ (উষা) দ্যুলোক হতে আমাদের স্তুতিসকলের মাধ্যমে জাগরিত হয়েছেন। সেই ধনবতী উজ্জ্বলতার সঙ্গে উভয় জগতে (দ্যাবাপৃথিবীতে) অধিষ্ঠিত হয়েছেন। আগমনরতা দীপ্তিবিতরণকারিণী উষার প্রতি, হে অগ্নি, তুমি উত্তম ধন যাচনা করতে করতে বিদ্যমান থাক ॥৬॥

ঋতস্য বুধ্ন উষসামিষণ্যন্ বৃষা মহী রোদসী আ বিবেশ।
মহী মিত্রস্য বরুণস্য মায়া চন্দ্রেব ভানুং বি দধে পুরুত্রা ॥৭॥

সত্যের দৃঢ় ভিত্তিতে উষাসমূহকে উদ্দীপিত করে সেই বৃষ দুই শক্তি সম্পন্ন/মহান দ্যৌ ও পৃথিবীতে অনুপ্রবেশ করেছেন। মিত্র ও বরুণের অলৌকিক ক্ষমতা মহান উজ্জ্বল দীপ্তির সঙ্গে তা বহু স্থানে বিস্তার লাভ করেছে ॥৭॥

(সূক্ত-৬২)

১-৩ ইন্দ্র ও বরুণ, ৪-৬ বৃহস্পতি, ৭-৯ পূষা, ১০-১২ সবিতা, ১৩-১৫ সোম, ১৬-১৮ মিত্র ও বরুণ দেবতা। গাথিনো বিশ্বামিত্র, ১৬-১৮ বিশ্বামিত্র বা জমদগ্নি ঋষি। গায়ত্রী, ১-৩ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।
ঋক্ সংখ্যা-১৮।

ইমা উ বাং ভৃময়ো[১] মন্যমানা যুবাবতে ন তুজ্যা অভূবন্।
ক্বত্যদিন্দ্রাবরুণা যশো বাং যেন স্মা সিনং ভরথঃ সখিভ্যঃ ॥১॥

হে ইন্দ্র ও বরুণ! এই সকল তোমাদের উভয়ের সুপরিজ্ঞাত ও ক্ষিপ্র (কৃত) কর্ম, পূর্বকালে তোমাদের অনুগত (যজমানের) নিকট হতে প্রেরণার অপেক্ষা রাখেনা হয় না। তোমাদের সেই খ্যাতি কোথায় যার দ্বারা তোমরা বন্ধুগণের প্রতি সহায়তা/অন্ন দান করে থাক? ॥১॥

১. ভূময়ঃ—শব্দটি অস্পষ্টার্থ। Wilson অনুবাদ করেছেন হে ইন্দ্র ও বরুণ, তোমাদের অনুগত এই সকল জন, যারা (বিপদের ভয়ে) ভ্রাম্যমাণ, তারা কোন যুবা (শত্রু) হতে বিপন্ন না হয়। ... ইত্যাদি।

অয়মু বাং পুরুতমো রয়ীয়ঞ্ছশ্বত্তমমবসে জোহবীতি।
সজোষাবিন্দ্রাবরুণা মরুদ্ভির্দিবা পৃথিব্যা শৃণুতং হবং মে ॥২॥

এই (ব্যক্তি) (যজ্ঞ কর্মে) অত্যন্ত দক্ষ/অনেকের মধ্যে উত্তম, ধনপ্রার্থী তোমাদের উভয়কে অনুগ্রহের জন্য নিরন্তর আহ্বান করে। ইন্দ্র ও বরুণ তোমরা মরুৎগণসহ একত্রে স্বর্গ ও পৃথিবীসহ আমার আহ্বান শ্রবণ কর ।।২।।

অস্মে তদিন্দ্রাবরুণা বসু ষ্যাদস্মে রয়ির্মরুতঃ সর্ববীরঃ।
অস্মান্ বরূত্রীঃ শরণৈরবন্ত্বস্মান্ হোত্রা ভারতী[১] দক্ষিণাভিঃ ।।৩।।

হে ইন্দ্র ও বরুণ! এই সম্পদ যেন আমাদের হয়; হে মরুৎগণ! সর্ব (কর্মে) বীর (পুত্রাদিযুক্ত) ধন যেন আমাদের হয়। যেন বরূত্রীগণ (আশ্রয়দাত্রী দেবপত্নীগণ?) তাঁদের আশ্রয়ে আমাদের রক্ষা করেন; যেন হোত্রা ভারতী দক্ষিণাযোগে আমাদের সহায়তা দান করেন ।।৩।।

১. হোত্রা ও ভারতী – যজ্ঞের দেবী।

বৃহস্পতে জুষস্ব নো হব্যানি বিশ্বদেব্য।
রাস্ব রত্নানি দাশুষে ।।৪।।

হে সকল দেবতার (প্রিয়) বৃহস্পতি! আমাদের (প্রদত্ত) হব্যসকল উপভোগ কর। হবির্দাতা (যজমানকে) উত্তম ধন দান কর ।।৪।।

শুচিমর্কৈর্বৃহস্পতিমধ্বরেষু নমস্যত।
অনাম্যোজ আ চকে ।।৫।।

দীপ্তিমান/পবিত্র বৃহস্পতির উদ্দেশে সকল যজ্ঞস্থলে স্তোত্র দ্বারা পরিচর্যা কর। তাঁর অদম্য শক্তি আমি প্রার্থনা করি ।।৫।।

বৃষভং চর্ষণীনাং বিশ্বরূপমদাভ্যম্।
বৃহস্পতিং বরেণ্যম্ ।।৬।।

মানবসকলের অভিমত ফলবর্ষক, (যিনি) বহুরূপ ধারণ করেন, (যিনি) অপ্রতিরোধ্য, সেই পূজ্যতম বৃহস্পতির প্রতি ।।৬।।

ইয়ং তে পূষন্নাঘৃণে সুষ্টুতির্দেব নব্যসী।
অস্মাভিস্তুভ্যং শস্যতে ।।৭।।

হে দীপ্তিময় পূষণ! হে দেব! এই তোমার জন্য শোভনকৃত সম্পূর্ণ নূতন স্তুতি। তোমার প্রতি আমাদের দ্বারা পঠিত হয়ে থাকে ।।৭।।

তাং জুষস্ব গিরং মম বাজয়ন্তীমবা ধিয়ম্।
বধূয়ুরিব যোষণাম্ ।।৮।।

আমার এই স্তব উপভোগ কর—আমাদের ধন/অন্নপ্রার্থী মতিকে সহায়তা কর—যেমন ভাবে পত্নীপ্রার্থী (মানুষ) পত্নীকে (লাভ করে) ।।৮।।

যো বিশ্বাভি বিপশ্যতি ভুবনা সং চ পশ্যতি।
স নঃ পূষাবিতা ভুবৎ ।।৯।।

যিনি সকল প্রাণীর প্রতি পৃথগ্‌ভাবে তথা সম্মিলিতভাবে দৃষ্টিপাত করেন সেই পূষা যেন আমাদের সহায়তা করেন ।।৯।।

তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ।।১০।।

যেন আমরা দেব সবিতার সেই পূজ্যতম জ্যোতি উপলব্ধি করতে পারি, যিনি আমাদের বুদ্ধিকে অনুপ্রেরিত করবেন ।।১০।।

দেবস্য সবিতুর্বয়ং বাজয়ন্তঃ পুরন্ধ্যা।
ভগস্য রাতিমীমহে ।।১১।।

আমরা অন্ন/ধনের প্রার্থনা করতে করতে একান্ত আগ্রহ /প্রজ্ঞা দ্বারা দেব সবিতার নিকট আমাদের সমৃদ্ধির অংশ আকাঙ্ক্ষা করি ।।১১।।

দেবং নরঃ সবিতারং বিপ্রা যজ্ঞৈঃ সুবৃক্তিভিঃ।
নমস্যন্তি ধিয়েষিতাঃ ।।১২।।

সবিতৃদেবকে মানুষেরা, ঋষিকবিগণ, যজ্ঞ সমূহের মাধ্যমে, সুষ্ঠু রচিত স্তোত্রগুলির দ্বারা মনীষার অনুপ্রেরণাবশে পরিচর্যা করেন ।।১২।।

সোমো জিগাতি গাতুবিদ্ দেবানামেতি নিষ্কৃতম্।
ঋতস্য যোনিমাসদম্ ।।১৩।।

মার্গবিশারদ/সাফল্যদাতা সোম অগ্রসর হতে থাকেন, দেবগণের সম্মেলনস্থানে তিনি গমন করেন, সত্যের উৎপত্তিস্থানে উপবেশন করার জন্য ।।১৩।।

সোমো অস্মভ্যং দ্বিপদে চতুষ্পদে চ পশবে।
অনমীবা ইষস্করৎ ॥১৪॥

সোম—আমাদের, দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণীগণের জন্য যেন তিনি রোগহর অন্ন পরিবেশন করেন ॥১৪॥

অস্মাকমায়ুর্বর্ধয়ন্নভিমাতীঃ সহমানঃ।
সোমঃ সধস্থমাসদৎ ॥১৫॥

আমাদের জীবৎকালকে দীর্ঘায়িত করে, বিরোধিতা অতিক্রম করে সোম (তাঁর) পীঠস্থানে আসীন হয়েছেন ॥১৫॥

আ নো মিত্রাবরুণা ঘৃতৈর্গব্যূতিমুক্ষতম্।
মধ্বা রজাংসি সুক্রতূ ॥১৬॥

হে মিত্র ও বরুণ। আমাদের গোচারণ ভূমিকে ঘৃত দ্বারা সিক্ত কর। হে শোভনকর্মাদ্বয়, (অন্তরিক্ষ)লোক সকলকে মধু (সিক্ত কর) ॥১৬॥

উরুশংসা নমোবৃধা মহ্না দক্ষস্য রাজথঃ।
দ্রাঘিষ্ঠাভিঃ শুচিব্রতা ॥১৭॥

ব্যাপকভাবে স্তুত, পূজার দ্বারা সমৃদ্ধ তোমরা উভয়ে দক্ষতার মহিমা দ্বারা দীর্ঘকালের জন্য প্রভুত্ব করে থাক। তোমরা পবিত্র নীতির/কর্মের সম্পাদক ॥১৭॥

গৃণানা জমদগ্নিনা যোনাবৃতস্য সীদতম্।
পাতং সোমমৃতাবৃধা ॥১৮॥

জমদগ্নির দ্বারা স্তুত হতে হতে সত্যের উৎপত্তিস্থানে আসীন অবস্থায় তোমরা সত্যের দ্বারা বর্ধমান; উভয়ে সোমরস পান কর ॥১৮॥

তৃতীয় মণ্ডল সমাপ্ত।